মহিলা সমাচার

পৌষ–চৈত্র ১৪২৯ ॥ জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩

- বায়ান্নর একাত্তরে অভিষেক, দিগ্বিজয়ের অতীত থেকে বিশ্বজয়ের ভবিষ্যতে যাত্রা
- জেন্ডার সমতা অর্জন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস
- আয়শা খানম: দীপ অনির্বাণ
- জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি

মহিলা সমাচার

Mahila Samachar

পৌষ–চৈত্র ১৪২৯ ॥ জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩

সম্পাদক

ডা. ফওজিয়া মোসলেম

নির্বাহী সম্পাদক

সারাবান তহুরা

সম্পাদনা পরিষদ

সেলিনা খালেক
সীমা মোসলেম
জুয়েলা জেবুননেসা খান
রেবা নার্গিস

সহযোগী সম্পাদক

গৌতম বসাক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা ও অলংকরণ

আবু সাঈদ তুহিন

মহিলা সমাচারে ব্যবহৃত ছবি

বিভিন্ন উপপরিষদ ও জেলা শাখা থেকে প্রাপ্ত

প্রচ্ছদের ছবি

জাতীয় পরিষদ সভা ২০২৩ ও আয়শা খানমের প্রতিকৃতি

মূল্য

১০ টাকা

প্রকাশনা উপপরিষদের ই-মেইল

mahilasamachar@gmail.com

মুদ্রণ

জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
ফোন +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪; ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৩৫২৯
ই-মেইল: info@mahilaparishad.org, ওয়েব: www.mahilaparishad.org কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

'অন্তর্ভুক্তিমূলক সংগঠন গড়ি, নতুন সমাজ বিনির্মাণ করি'– এই স্লোগানে ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বাৎসরিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সভা বা জাতীয় পরিষদ সভা। ২০২১ সালে ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের পর প্রথম জাতীয় পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভার মাধ্যমে সংগঠনের গত এক বছরের কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং মূল্যায়নের পাশাপাশি বর্তমানে নারীর অগ্রযাত্রার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নারী আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়।

'DigitAL: Innovation and Technology for Gender Equality.'–এই স্লোগানে ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সামনে রেখে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশও নিজেকে এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এসডিজির পাঁচ নম্বর লক্ষ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। উন্নয়নকে টেকসই করতে নারীসমাজকে সঙ্গে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর অপেক্ষাকৃত কম অংশগ্রহণ, শিক্ষার অভাব, অসহজলভ্য ইন্টারনেট, নারীর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে নিরাপত্তার অভাব তৈরি ইত্যাদি গণনারীকে তথ্যপ্রযুক্তি থেকে দূরে রাখছে। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিকে নারীমুক্তি ও জেন্ডার-সমতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে– এটাই আমাদের দাবি।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালির মহত্তম সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ভাষা আন্দোলনের আহ্বান ছিল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার, লক্ষ্য ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসানো। এই সংগ্রাম ভাষা-জাতিসত্তা-সংস্কৃতির অবদমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত, কিন্তু এর গৌরব ও সম্মান তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন দেশের ও বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ স্বীয় মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে, নিজেদের বর্ণমালা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।

সরোজিনী নাইডু অবিভক্ত এবং স্বাধীন ভারতের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কবি। নারীদের ভোটের অধিকার, প্রতিনিধিত্বের অধিকার এবং রাজনৈতিক পদে সমান অধিকারের জন্য তিনি কঠোর সংগ্রাম করেছেন। ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিতে তিনি চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন। ১৩ জানুয়ারি এবং ২ মার্চ যথাক্রমে তাঁর জন্ম ও প্রয়াণ দিবস।

এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবাধিকার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, নারীনেত্রী আয়শা খানমের দ্বিতীয় প্রয়াণবার্ষিকী পালিত হলো ২ জানুয়ারি। সংগঠনের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল স্তরে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়। প্রয়াণ দিবসে এই দুই মহীয়সী নারীর প্রতি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা।

সূ চি প ত্র

নিবন্ধ

বায়ান্নর একাত্তরে অভিষেক, দিগ্বিজয়ের অতীত থেকে বিশ্বজয়ের ভবিষ্যতে যাত্রা ॥ ড. মাহবুবুল হক ৩
জেন্ডার সমতা অর্জন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস ॥ অ্যাড. দেবহুতি চক্রবর্তী ৬
আয়শা খানম: দীপ অনির্বাণ ॥ সারাবান তহুরা ৯
জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি ॥ দোলন কৃষ্ণ শীল ১২
সরোজিনী নাইডু: জীবন ও অবদান ॥ গৌতম বসাক ১৫

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি

অভ্যন্তরীণ বাৎসরিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সভা (জাতীয় পরিষদ সভা) ২০২৩ ১৯
প্রশিক্ষণ কর্মশালা: কেয়ার ফর কেয়ার গিভার ২২
বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক শিক্ষা কারিকুলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধের দাবিতে কর্মসূচি ২৪
তৃতীয় প্রয়াণ দিবসে আয়শা খানমের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ২৭

সংগঠন

জেলা শাখার সম্মেলন ২৮-৩২
জেলা শাখার সাথে সম্মেলন প্রস্তুতিমূলক সভা ৩৩
জেলা শাখায় সাংগঠনিক কার্যক্রম ৩৪
জেলা শাখায় আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকী পালন ৪৭

আন্দোলন

মতবিনিময় সভা: নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা ৫৪
সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি ৫৫
সাইবার হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড ভায়োলেন্স: বিল্ডিং এ সেফার ওয়ার্ল্ড অনলাইন ফর ওয়েমেন ৫৭
জেলা শাখায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন ৫৯
জেলা শাখার আন্দোলন কার্যক্রম ৭৫

লিগ্যালএইড

মহিলা পরিষদসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানের রিট আবেদনের পক্ষে রায় ৭৯
মহিলা পরিষদের সহায়তায় শিশু ইমন হত্যা মামলার রায় ৭৯
যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে সুপারিশমালা প্রেরণ ৮০
জাতীয় কনভেনশন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পেশ ৮১
অভিযোগ গ্রহণ ও গৃহীত কার্যক্রম (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) ৮৩
জেলা শাখার লিগ্যাল এইড কার্যক্রম ৮৪

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তরুণী সংগঠকদের নিয়ে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ৯৫
নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংগঠকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স ৯৫
জেলা শাখায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯৬
জেলা শাখায় পাঠচক্র ৯৮

শিক্ষা ও সাংস্কৃতি

মহান স্বাধীনতা দিবসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ১০২
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন ১০২
জেলা শাখায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালন ১০৪
জেলা শাখায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ১০৫
জেলা শাখায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ১০৬
নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা ১০৯
রোকেয়া সদনের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১১১
কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ ১১২
জেলা শাখায় স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ১১৩
জেলা শাখায় পরিবেশ কার্যক্রম ১১৯

নেটওয়ার্কিং ১১৮

কৃতী নারী ১২০

বায়ান্নর একাত্তরে অভিষেক, দিগ্বিজয়ের অতীত থেকে বিশ্বজয়ের ভবিষ্যতে যাত্রা

ড. মাহবুবুল হক

একাত্তরের বায়ান্ন বৎসরে বায়ান্নর একাত্তর বৎসর। ২০২৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ছাব্বিশে মার্চ মিলিয়ে দেখলে বাঙালির ইতিহাসের এই দুই দিন-ক্ষণের অন্তর্নিহিত সত্যের সাথে বাইরের সত্য এমন করে একাকার হয়ে যায়। একাত্তরকে বায়ান্ন বৎসরের কালপ্রবাহে প্রতিস্থাপন করলে আমাদের বহু প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-সফলতা-ব্যর্থতা যেমন উঁকি দেয়, বায়ান্নকে একাত্তর বৎসরের আলোয় খুঁজলে তেমনি ভর করে অনেক অর্জন-বিসর্জনের গল্প। এই গল্পগুলি বাংলাদেশের গল্প, বাংলাদেশের মানুষের গল্প। কেউ বলেছেন বাঙালির ঘরে ফেরার গল্প, নিজকে চেনার গল্প বলেছেন কেউ, আবার কেউ শুনিয়েছেন নিজকে চেনানোর গল্প। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এই সবগুলির সম্মিলিত শক্তির গল্প।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালির মহত্তম সাংস্কৃতিক বিপ্লব, দ্বিমত নেই কারও। দূর অতীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাববিপ্লব ছাড়া এর জুড়ি নেই। চৈতন্য মহাপ্রভুর জাতপাত ভেদাভেদহীন প্রেমধর্ম বাংলায় যে ভাববিপ্লব সৃষ্টি করে তা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। শ্রীচৈতন্যের আহ্বান ছিল মানুষকে ভালোবাসার, মাধ্যম ছিল গান, লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সংস্কার। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের আহ্বান ছিল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার, মাধ্যম ছিল বাঙালির আবেগ, লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রভাষার আসনে বাংলাকে বসানো। এভাবে যদিও পাঁচশ বৎসর ব্যবধানের দুই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে এক সুতোয় বাঁধা যায় না, তবুও বাঙালির বিশ্বজয়ের গল্পটির শুরু এভাবেই সবচেয়ে বেশি গৌবরজনক। চৈতন্য বাংলার বাইরে নিয়ে গেলেন বাংলাকে। ভক্তি-ভাবে, গানে গানে, কবিতায় কবিতায়, ছন্দে ছন্দে। উত্তর ভারতে গৌড়ের পতাকা নিয়ে, শ্রীকৃষ্ণের পাশে বসালেন শ্রীরাধাকে। বাংলার ভাববিপ্লব ছড়িয়ে গেল মথুরা, বৃন্দাবনসহ সারা উত্তর ভারতে। আজ হয়ত সেই আবেগ এবং ভক্তির প্রাবল্য অনেকটাই ম্রিয়মান, কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়ে এখনও আপনি যত্রতত্র শুনতে পাবেন 'রাধে রাধে'–যেন কৃষ্ণ সেখানে অতিথি! বাংলাভাষার প্রথম দিগ্বিজয়, অনুমান করি, সেটাই। বাংলা ও বাংলাভাষা আজও সেখানে আদরণীয়, অবশ্য ভক্তিভাবের স্থান নিয়েছে ভক্তিব্যবসা, ধর্মব্যবসা এবং পর্যটন ব্যবসা। ভাববিপ্লবের এই দিগ্বিজয় পরবর্তীকালে ওড়িষা, মনিপুর এবং ত্রিপুরার ভক্তহৃদয় জয় করে। বাংলাভাষার জয়যাত্রা বাংলার বাইরে আরাকানও অধিকার করে। সপ্তদশ শতকের কবি আলাওল [১৬০৭-১৬৭৮]-এর কবিত্বে মোহিত হয়েছিল আরাকান রাজ্য। বাংলাভাষার এমন দিগ্বিজয় বাঙালির সৃষ্টিক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-দর্শন যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই বাঙালির মনন-মেধার জয়জয়কার।

সেই সময়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য, তা যে রূপেই থাকুক না কেন, ছিল সৃষ্টিশীলতার তুঙ্গে, অন্তত তুলনীয় ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে। উত্তরভারতের হিন্দি তথা খড়ি-বোলি ভাষার মধ্যেও বাংলার প্রাধান্য ছিল স্পষ্ট, কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি সেই প্রমাণই রাখে। কিন্তু রাজভাষা ফারসির সাথে অসম লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও কিছু; দার্শনিক-সাংস্কৃতিক কিংবা অর্থনৈতিকভাবে ভাষার গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলা। চৈতন্যের ভাববিপ্লবের দু'শ বছর পর এসে বাংলাভাষার ধমনীতে প্রবাহিত করার মতো এমন কোনো দার্শনিক মতবাদ আমরা পাই না যা আবারও দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। অর্থনৈতিক তো নয়ই। অথচ এই সময়ে বাংলায় বাণিজ্য নাকি ইউরোপকেও ছাড়িয়েছিল! সুলতানী আমলে বাংলাভাষার যে সমৃদ্ধির কথা ইতিহাসে উদ্ধৃত হয় তার নমুনা ইসলামের কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে ফারসি-আরবির সাথে প্রতিযোগিতায় বাংলার কবিকে বারবার বিব্রত হতে দেখি। এই নতুন ধারার, নতুন স্বাদের বাংলা উত্তরভারতীয় শাসনের প্রভাববলয়ে নির্মিত, বাংলার ভাষাশিল্পীরা ক্রমেই বাংলার বাইরে থেকে নিজকে গুটিয়ে নিয়েছিল ততদিনে। কিন্তু এত বাণিজ্য, এত বিপুল বিত্ত, এত সমৃদ্ধ রাজধানীর চমক [সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম রাজধানী নাকি তখনকার সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও বা জাহাঙ্গীরনগর,

ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

উইকিপিডিয়া বলছে, সূত্রসহ] কেন বাংলাভাষাকে বিশ্বের বন্দরে বন্দরে পৌঁছে দিতে পারেনি সেই প্রশ্নের উত্তর হয়ত একদিন খোঁজা হবে। পর্তুগিজ বা আরবরা, বর্গি বা সুবাদাররা কত সহজেই না বাংলাভাষায় তাদের নিজনিজ ভাষার ছাপটি রেখে গেছেন চিরকালের জন্য। অথচ শাহী-হাবশি-কররানি-মুঘল-খান-পাঠানদের তরবারি বাংলাভাষার দিগ্বিজয়ে নতুন একটি পালকও যুক্ত করতে পারেনি।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাভাষার রূপ সেদিক থেকে অপেক্ষাকৃত বর্ণিল ও বৈশ্বিক; ভাষা হিসেবে বাংলা ভারতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ওপর প্রভাববিস্তার করে এবং এক পর্যায়ে, ভারত-বিভক্তির প্রাক্কালে, ভারতের সম্ভাব্য জাতীয় ভাষা-বিতর্কে বাংলাভাষা সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার অন্যতম দাবিদার হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হারালেও, কলকাতাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাংলাভাষার উপযোগিতা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষাভাষীর কাছে ধরে রেখেছিল সবসময়ই। কিন্তু ভারতভাগের মানচিত্র বাংলাভাষার বিশ্বজয়ের সম্ভাবনাকে অনেকটাই কোনঠাসা করে ফেলে। দিগ্বিজয়ী বাংলা হয়ে পড়ে প্রাদেশিক-আঞ্চলিক ভাষা মাত্র। এই সঙ্কোচন থেকে ঘুরে দাঁড়াবার নাম 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। একুশের বিস্ফোরক ঘটনা উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে যেভাবে প্রাণিত করেছিল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের দিকে তা বৃহৎ দুই প্রতিবেশি দেশের অখণ্ডতার জন্য হুমকি হয়ে পড়েছিল এমনটাই ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পাঠ আরও জটিল। একুশ সেখানেও অনুঘটক।

এ-অর্থে বাংলা ভাষার 'ঘরে ফেরা' হলো বাংলা ভাষার পুনর্জাগরণ। মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে অনুধাবনের মন্ত্র আমাদের জানা ছিল– কারণ আমাদের ভাষার ছিল দিগ্বিজয়ের ইতিহাস, ছিল ভাষার নামে ভূ-খণ্ড, ছিল চিন্তায়-সৃজনে-কর্মে বাংলাভাষার ঋদ্ধতাকে উপভোগের অভিজ্ঞতা, ছিল মাতৃভাষার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার অঙ্গীকার। কিন্তু 'ঘরে ফেরা' বলতে যারা প্রাদেশিক ভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝেন তাদের জন্য একুশের মর্মার্থ ভিন্ন। তারা আধিপত্যবাদী ভাষা-রাজনীতি নিয়ে ভাবেন; দিগ্বিজয়ী বাংলার আরও সংকোচন, আরও পশ্চাদ্ধাবন হয়তো তাদেরকে ভাবায় না। একটি বিপুল ভাষিক মানচিত্রের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে প্রতিস্থাপন করে সেই স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে একুশের ভাষাবিপ্লব বিবেচনায় নিলে 'ঘরে-ফেরা'র বদলে 'ঘরের বাইরে বের হওয়া'র স্বপ্নই আমার কাছে নিকটতর মনে হয়।

একুশ তাহলে 'ঘরে ফেরা' নয়, ঘরের বাইরে পা রাখার দ্বিতীয় বিপ্লব; প্রথমটা, আগেই বলেছি, গৌড়ীয় ভাববিপ্লব। অবশ্য একদিক থেকে একুশ আমাদের ভিটে-মাটি, নিজস্ব আকাশ, আপন বাগিচা। তাই এখানে আমাদের বারবার ফিরে আসতে হয়, ফিরে আসায় অন্যরকম আনন্দ এবং উদ্দীপনা আছে। এই প্রত্যাবর্তন আমাদেরকে নতুনভাবে বেরিয়ে পড়ার উদ্দীপনা জোগায়। একুশ তাই শোক দিবসে মুষড়ে পড়ার প্রতীক হতেই পারে না। একুশ আমাদের আত্মজাগরণের মন্ত্র, উজ্জীবনী চীৎকার। যেমনভাবে 'আমি কি ভুলিতে পারি'র করুণ আর্ত সুর পার হয়ে পরের ছত্রে ছত্রে আছে দ্রোহ-প্রতিশোধ আর প্রতিবাদের মন্ত্র–

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশুহত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?

ছবি: ইন্টারনেট

না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি।

একুশ নিজকে চেনার আরশি–এই মর্মকথায় সংশয় নেই আমার; শুধু যোগ করতে চাই, একুশ তার চেয়ে বেশি কিছু– নিজকে চেনানোর শক্তিও; এটাই এখন নতুন করে বোঝা দরকার। একুশ বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষণ-বঞ্চনায় পীড়িত মানুষের মনের ভাষার সাথে বাঙালির একাত্মতা ঘোষণার মন্ত্র– দরকার এই সত্য উপলব্ধি করা। বাংলাদেশের গুটিকয় মনীষী এমন সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, প্রচারও করেছিলেন অনেক আগেই। বিশ্বের সাথে বাঙালির প্রাণের যোগ ঘটানোর অভূতপূর্ব সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন তারা একুশকে। সমষ্টির সাথে মিলিত হওয়ার এক অপূর্ব উপহার একুশ। বাংলাভাষার 'ঘরে ফেরা' নিজকে চেনা ও চেনানোর জন্য ঘরের বাইরে পা রাখার উপলক্ষ মাত্র। তাই বায়ান্নর একাত্তরে এসে আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত– একুশের তাৎপর্যকে শোকদিবসের ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে সীমিত না রেখে বাংলাভাষাকে দিগ্বিজয়ী রূপে ফিরে পাওয়ার স্বপ্নটা বাঙালিকে আবার দেখা চাই। একুশের অন্তর্নিহিত প্রেরণা এই যে, এই সংগ্রাম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার সংগ্রামের চেয়ে বেশি কিছু; এই সংগ্রাম ভাষা-জাতিসত্তা-সংস্কৃতির অবদমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। এ কারণে, ভরসা করি, পহেলা মে-র মতো, একদিন বিশ্বের বঞ্চিত মানুষের ভাষা হয়ে উঠবে একুশ। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' 'জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা' এসব অর্জন-লক্ষ্যের গুরুত্ব আছে তো বটেই। কিন্তু বাঙালি হিসেবে আমরা কি তার চেয়ে বেশি গর্ব বোধ করি না যখন দেখি সুদূর আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার নিভৃত গ্রামের কোনো মানুষ বাংলায় বলছে, বাংলা শিখছে, বাংলায় টিকটক ভিডিও করে অনলাইনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে? কিংবা যদি দেখি, একুশে ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বের নানা প্রান্তের দরিদ্র জনতা একাত্ম হচ্ছে শোকে নয়, প্রতিবাদে–

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভায়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুযারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি।

আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যে কোনো ভাষাকে উপযোগিতা ও ব্যবহারিক দিক থেকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সাধারণ ঘটনা। ফলে দিগ্বিজয় এখন বিশ্বজয়ের মতো সুযোগ সামনে এনে দিয়েছে– একদম নাগালের মধ্যে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত, কিন্তু এর গৌরব ও সম্মান তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ বাংলা ভাষার সাথে পরিচিত হবে, জানবে, উপলব্ধি করবে বর্ণমালার সাথে বাঙালির আত্মার সম্পর্কের কথা। এই গল্পটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রযুক্তির সাথে বেড়ে ওঠা এই প্রজন্মের বাংলাভাষী তরুণদের।

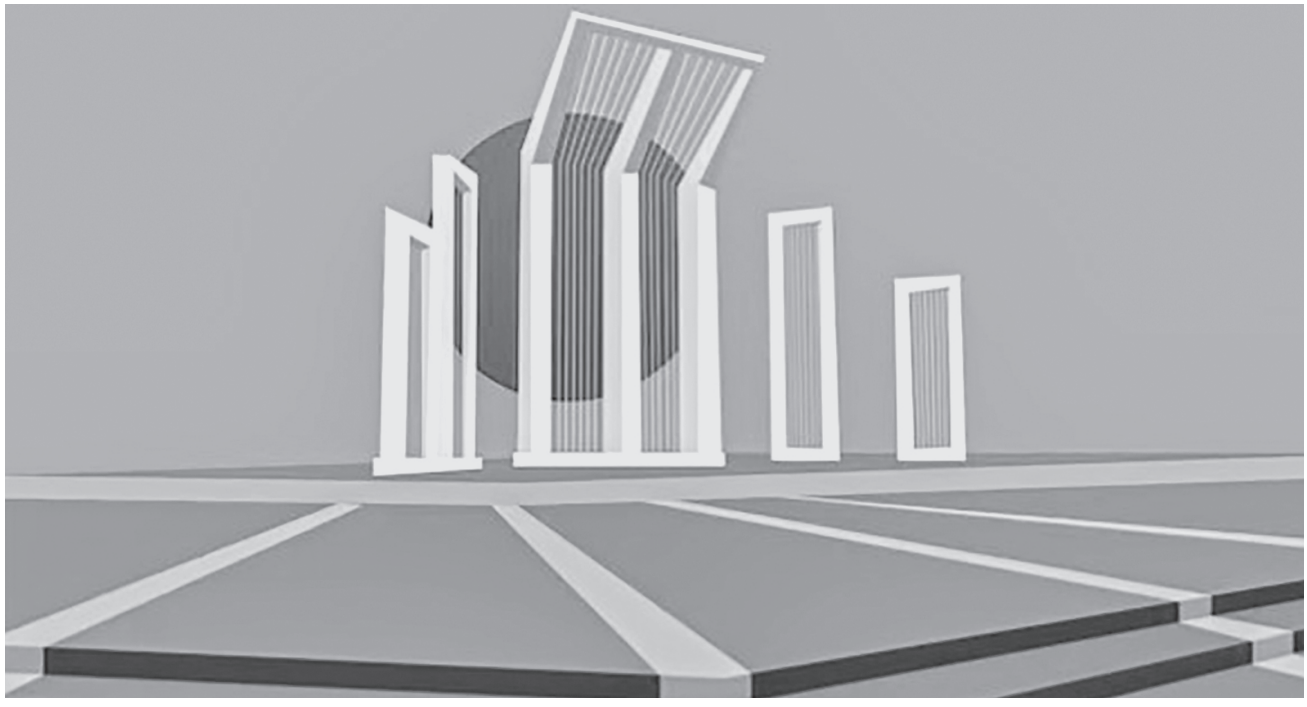

ছবি: ইন্টারনেট

জেন্ডার সমতা অর্জন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস

অ্যাড. দেবহুতি চক্রবর্তী

প্রায় অর্ধশত বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক নারী দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের। জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাঝ দিয়ে পালন করে। এবারও তার ব্যত্যয় নেই। প্রতিবছর দিবসটি উপলক্ষে একটি স্লোগান নির্ধারিত হয়। লক্ষ থাকে যে স্লোগানটির মর্মবাণী ঘিরে রাষ্ট্রসমূহ বাৎসরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাঝ দিয়ে লিঙ্গীয় সমতা অর্জনে এগিয়ে যাবে। ১৯৭৬–২০২৩ এই সাতচল্লিশ বছরে দেশে দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অগ্রযাত্রা নেহাৎ কম নয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিকে তাকালেও তা পর্যবেক্ষণ করা যায়। সকল ধরনের পেশা ও কর্মকাণ্ডে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষসমাজের দিকে প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। বিপরীত চিত্রটার ভয়াবহতাও অনেক রাষ্ট্রেই বেড়ে চলেছে। নারী নির্যাতন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়েছে বা পুরুষসমাজের পাশাপাশি শতকরা একশো ভাগ সমানাধিকার বা সমমর্যাদা নারীসমাজের অর্জিত হয়েছে এমন রাষ্ট্র একটাও নেই। তবে নারীর মানবাধিকার অর্জনের প্রশ্নে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্রাভেদ রয়েছে। নারীর অগ্রগতি সূচকের বহিরঙ্গতার আড়ালে হাজার হাজার বছরের জমাট অন্ধকারটা দূর করা যেন অসম্ভব প্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেশে দেশে আন্তর্জাতিক দিবস পালন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন নেহাৎ আনুষ্ঠানিকতা নয়। এর পেছনে রয়েছে নারী আন্দোলনের কয়েক শত বছরের সংগ্রামী ইতিহাস। সেই ইতিহাসে অসংখ্য নারীর সাথে লিঙ্গভেদে ব্যক্তির মানবাধিকারে বিশ্বাসী পুরুষের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ শিকাগোর সুতোকলে কর্মরত নারীশ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধি ও কর্মঘণ্টা কমানোর দাবিতে হরতাল আহ্বান করে মিছিল বের করলে পুলিশ মালিকের পক্ষ নিয়ে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। রক্তে রাঙা অসংখ্য নারীশ্রমিকের নিথর দেহ আর ছিন্ন পোশাক সতেরো শতক থেকে তিল তিল করে বেড়ে ওঠা নারী আন্দোলনকে এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যায়।

আমরা জানি, ১৬৪৭ সালে মার্গারেট ব্রেন্ট নামীয় এক নারীর সংসদে প্রবেশাধিকার দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৬৬২ সনে ওলন্দাজ নারী মার্গারেট লুনানের লেখায় নারীবাদ স্পষ্ট উঠে আসে। ১৬৭৩ সালে ফ্রান্সের পলেন ডি লা ব্যারেক জোরালো ভাষায় নারীবাদকে প্রকাশ করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'পুরুষ কর্তৃক নারী সম্পর্কে যা কিছু লেখা আছে, তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে হবে। কারণ এক্ষেত্রে পুরুষ একই সঙ্গে অভিযুক্ত ও বিচারকের আসনে আসীন।' কথাগুলো আজও প্রাসঙ্গিক। আঠারো শতকের শেষ দশকে ফরাসি প্রতিবাদী নারী ওলিম্পে দ্য গুজের কণ্ঠরোধে ১৭৯৩ সনে নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ও তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত্যুর আগেও এই মহীয়সী নারী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর তীর্যক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন 'নারীর যদি ফাঁসিকাষ্ঠে যাবার অধিকার থাকে, তবে পার্লামেন্টে যাবার অধিকার থাকবে না কেন?' ইংল্যান্ডে সমসাময়িক কালে মেরি ওলস্টানক্রাফট রচিত 'A vindication of the rights of Woman'দেশে দেশে সচেতন নাগরিকসমাজে তীব্র আলোড়ন তোলে। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী নারীসমাজের জাগরণ সৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঐতিহাসিক সেনেকা ফলস সম্মেলন, বিশ শতকের প্রথম দশকে জার্মান সমাজবাদী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন, এর ধারাবাহিকতায় কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় নারী সম্মেলনে ১০০ জন নারী ও ৩২ জন পুরুষ স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র নারী আন্দোলনের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক দলিল। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এবং সেইসাথে দেশে দেশে বহুস্বরে নারীর মানবাধিকার আদায়ের বহু বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘ প্রণীত সিডও দলিল নারীর মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামে বলিষ্ঠ দলিল। বেইজিং সনদ এবং প্রতি পাঁচ বছর যোগে এই সনদের মূল্যায়ন দেশে দেশে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ের পরিমাপতন্ত্র হিসেবে কাজ

অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী, আন্তর্জাতিক সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

ছবি: ইন্টারনেট

করছে। ডোমানিকান রিপাবলিকের সিক্রেট পুলিশ ফোর্সের হাতে নারী নির্যাতনের সোচ্চার প্রতিবাদী মিরাকল ভগিনীত্রয় ১৯৬০ সনের ২৫ নভেম্বর শহিদ হন। ১৯৮৩ সনের ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলন এই দিনটি থেকে পক্ষকালের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ঘোষণা করে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় এই পক্ষকাল পালন করে আসছে। এর বাইরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ দেশে দেশে নারী আন্দোলনের অগ্রপথিকদের নানা সংগ্রামী ও গৌরবান্বিত ইতিহাস পূর্বাপর সময় ধরে চলমান রয়েছে।

আমাদের ভূখণ্ডের ইতিহাস বিশ্বসমাজের কাছে আমরা আজও সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারিনি। সেটা আমাদের ব্যর্থতা। পাশ্চাত্যের নারীদের পাশাপাশি আমাদের দেশের নারী জাগরণের ইতিহাসও কম চমকপ্রদ নয়। বিশেষত, রোকেয়া অধ্যায়–যা অনায়াসেই সিমন দ্য বোভোয়া, রোজা লুক্সেমবার্গ, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখর সাথে একই আসনে স্বীকৃতিযোগ্য। বিশেষ কোনো দর্শন দ্বারা পরিচালিত না হয়েও নারীর মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামে রোকেয়া এক বিস্ময়কর চেতনার নাম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে জানা-অজানা বহু নারীর আত্মদানের সংগ্রাম এক অর্থে নারীর স্বীয় স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রাম।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রকৃত গণতান্ত্রিকতার অভাবের মধ্যে নারীর মানবাধিকার অর্জনের স্বাধীনতা বিকশিত হতে পারে না। কারণ সামগ্রিক বিশ্লেষণে একজনের স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতার শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিষয়টা পারস্পরিক। স্বাধীনতার অর্থ যথেচ্ছাচারকে বুঝায় না। স্বাধীনতার আর এক অর্থ ব্যক্তি ও সমষ্টির উত্তরণের মাঝ দিয়ে অগ্রসর ভবিষৎ নির্মাণ করা। অথচ একুশ শতকের ভৌগোলিক অর্থে স্বাধীন দেশসমূহেও আমরা দেখছি, নানাভাবে নারীকে পেছনে ঠেলার প্রক্রিয়া অনবরত চলছেই। ১৯৭৩ সনে আমেরিকায় সুপ্রিম কোর্ট স্বীকৃত যুগান্তকারী আইন ২০২২-এর জুনে সংবিধান বলে বাতিল করা হয়। সেই সুপ্রিম কোর্ট থেকেই রায়ের সমর্থনে পরদিনই ভ্যাটিকান রাজ্যের পোপ নতুন প্রাণ জন্ম দিতে নারীদের ভীত না হওয়ার পরামর্শ দেন। নারীর নিজস্ব মন ও শরীরের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা খর্ব করে এই রায়ের বিরোধিতা করেন দেশের বিভিন্ন নারী ও মানবাধিকার সংগঠন। এবং আমেরিকার খোদ প্রেসিডেন্টসহ দেশ-বিদেশের অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এই কালো রায়ের পেছনে কোনো যুক্তি নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকগণের নিয়োগদানকারী ক্ষমতার প্রতি আনুগত্যই প্রধান ছিল। উল্লেখ্য ডিভিশন বেঞ্চের ছয়জন নিয়োগ পান ট্রাম্পের আমলে। বিরোধীতাকারী তিনজন বর্তমান বাইডেন সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত। এই রায় প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থকে বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। স্পষ্টতই যা নারীর মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে। কিছু কিছু ইসলামিক রাষ্ট্র নারী প্রগতির বিরুদ্ধতায় বহু আইন কঠিনভাবে সক্রিয় রেখেছে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ইরান এবং আফগানিস্তান। এই দুই দেশে নারীদের মধ্যযুগীয় বর্বরতার মধ্যে শাসন আর অনুশাসন দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের

ছবি: ইন্টারনেট

নারীসমাজ এখন নানাবিধ সূচকে অনেক বেশি অগ্রসরমান। কিন্তু স্পষ্টতই লক্ষ্যণীয় যে এদেশের নারীসমাজকে পেছন দিক ঠেলে নেওয়ার নানা প্রক্রিয়া ও কৌশল অত্যন্ত সক্রিয়। বিভিন্ন দেশেই নারীকে ঘরবন্দি করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক নীতি নৈতিকতার বুলি –যা মানব সভ্যতার শুরু থেকে আজ অবধি ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। বিপরীত দিক থেকে বিশ্বায়নের হাত ধরে আসা ভোগবাদতাড়িত সমাজ ও রাষ্ট্র নারীকে নানাভাবে পণ্য হিসাবে প্রস্তুত ও ব্যবহার করছে। অধিকাংশ নারী ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, চেতনে-অবচেতনে দুই বিপরীতমুখী পুরুষতন্ত্রের পায়ে আত্মসমর্পণ করছে।

নারীর স্বনির্ভর সত্তার স্বীকৃতির সঠিক অর্থ অধিকাংশ নারীর কাছেই অস্পষ্ট। আর এই সুযোগের অপব্যবহার হয়েই যাচ্ছে। গত পনেরো বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্লোগান পর্যালোচনায় মনে হওয়াটা স্বাভাবিক যে, শব্দ চয়নের পার্থক্য যাই থাকুক না কেন মূল বিষয়টা একই বৃত্তে ঘুরছে। সময় এসেছে নারীকেই সর্বপ্রথম তার আত্মপরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার শব্দগুলোর মূলগত অর্থকে উপলব্ধি করা। সিমন দ্য বোভোয়ার ভাষায় 'নারী অন্যের দৃষ্টি অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বেই ধাক্কা খায় শরীর-মহলে।' সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হলে স্বাধীন নারীর অভ্যুদয় ঘটবে। একালের নারীরা একাধারে নারী ও পুরুষ হওয়ার প্রচেষ্টায় হিমশিম খাচ্ছে। মেয়েরা যখন নিজেদের ওপর নিজেদের দখল নিতে সক্ষম হবে তখনই তারা স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। যখন মেয়েদের অপরিমিত বন্ধন-শৃংখল ছিন্ন হবে, যখন তারা নিজের জন্য এবং নিজ-নির্ভর হয়ে বাঁচতে পারবে তখন তারা অজানাকে দেখতে পাবে। সে সময় সমাগত। তাকে মান্যতা দেওয়া পুরুষের পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার কল্যাণ সাধনের জন্য তাকে আবাহন করে নেওয়া আবশ্যক। ' এরও অর্ধশতক আগে এই উপমহাদেশের ব্যতিক্রমী নারীদের মধ্যেও ব্যতিক্রমী রোকেয়া সুলতানার স্বপ্ন'–দেখার মতো অগ্রবর্তী দৃষ্টিতে বলেন, 'পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাই।' স্বকীয় সত্তায় নারীর উদ্ভাসিত হওয়ার বিকল্প নাই। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণেই নারীর প্রকৃত মানবাধিকার অর্জনে পুরুষেরও সমান তালেই এগিয়ে আসতে হবে। 'মেন উইল বি মেন'–এই বিজ্ঞাপনীয় ট্যাগলাইন আসলে সমাজ ও রাষ্ট্রর সেই চরিত্রই উন্মোচন করে। এভাবে সামাজিকভাবে পুরুষালি বৈশিষ্ট্যর চর্চাকারী–যা কর্তৃত্ব ও আধিপত্যকে উৎসাহিত করে, নারীদের অবমূল্যায়ন করে ও সহিংসতায় অংশ নেয়।' আসলে টক্সিক ম্যাসকুইলিনিটির অহংবোধ নানাভাবে নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে ভাবার ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন করতে শেখায়। কিন্তু 'যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে' এই সত্যটা বৃহত্তর পুরুষসমাজের ভাবার সময় এসেছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র জেন্ডার সংবেদনশীলতার পাঠ গ্রহণ ও চর্চা তাই আজ জরুরি।

আয়শা খানম: দীপ অনির্বাণ

সারাবান তহুরা

গাবরাগাঁতি গ্রাম থেকে পথচলা শুরু করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে পদচারণা। গ্রামের স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে নেত্রকোণা শহরে এসে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। স্কুলজীবনে হামুদুর রহমান শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের মধ্যে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলনের ঢেউ এসে নেত্রকোণায় স্কুলপড়ুয়া আয়শা খানকেও আন্দোলিত করেছিল। স্কুলের ছাত্রীদের সংগঠিত করে সে আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছিলেন। সেই শুরু, সেই 'প্রভাত পাখির গান'– আজীবন তাঁকে ঘরছাড়া করেছে, ডাক দিয়েছে, বিশ্বসভার মাঝখানটিতে এসে– এইখানে তোমার স্থান। গাবরাগাঁতি গ্রামের কিশোরীটি পরিণত বয়সে শিক্ষা-দীক্ষায়, ত্যাগে-তিতিক্ষায় হয়ে উঠলেন আয়শা খানম। ৬২'র ছাত্রআন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক মানবাধিকার এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের সম্পৃক্ততা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে, দিয়েছে পথের দিশা।

ব্যারিস্টারি পড়ার হাতছানি উপেক্ষা করে নাম লেখালেন নারী আন্দোলনে। নেমে এলেন ধুলোবালির কাঁকর বিছানো অমসৃণ কণ্টকময় পথে। নারীর জীবনে শত বাঁধার দেয়াল ভাঙার শপথ নিয়ে শুরু হলো নিরবচ্ছিন্ন পথচলা। সেই যে সংগঠনের ঊষালগ্নে পা রাখলেন তারপর থেকে নিরন্তর চলা। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ কেটে কাঁটা সরিয়ে নারীর সামনের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি সিংহদরজাটি খুলে দেয়ার প্রাণপণ প্রয়াস। সংগঠনে যুক্ত হওয়ার পর্ব থেকে নিজ যোগ্যতা আর দৃঢ় মনোবল, কর্মক্ষমতা, কর্মোদ্যোগ আর সুন্দর তাঁকে নিয়ে গেল অত্যুচ্চ আসনে। ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল সংগঠন, মননে আর চেতনায়। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এ গণনারী সংগঠনের হাল ধরলেন তিনি। পাঠ নিয়েছেন বেগম রোকেয়া, ইলা মিত্র, মনোরমা বসু, হেনা দাস আর সুফিয়া কামালের হাত ধরে। শিক্ষানবিশ গায়করা যেমন শুরুতে নাড়া বাঁধে ওস্তাদ গাইয়েদের কাছে, আয়শা খানম

আয়শা খানম
১৮ অক্টোবর ১৯৪৭—২ জানুয়ারি ২০২১

তেমনি নাড়া বেঁধেছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল এবং আরও আরও ওস্তাদ গুরুদের কাছে। জীবনের সবটুকু ঢেলে দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালানোর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। সেই প্রদীপটি যেন হয় নিষ্কম্প, ঝড়-বাদলের ঝাপটা বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে হবে অ-নে-ক দূর। নারীর জীবনের সকল অন্ধকার দূর করার জন্য এমনই নিষ্কম্প জোরালো প্রদীপ জ্বালানোর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন নিরন্তর। নিজেকে প্রস্তুত করার সাধনা করেছেন একদিকে, অপরদিকে সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস।

কোথায় কোন বইটি বাজারে এসেছে নতুন চিন্তার

সারাবান তহুরা, প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

৯০' এর দশকে আলোচিত শারমীন হত্যার ন্যায় বিচার দাবিতে রাজপথে সংগঠনের অন্যান্য নেত্রী-কর্মীদের সাথে আয়শা খানম (প্রথম সারিতে বাঁ থেকে চতুর্থ)

খোরাক, নতুন দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে কোন বইটির কোন পাতায় নিরন্তর চলেছে এই অন্বেষণ। বিদেশে মেয়ের কাছে বেড়াতে গিয়ে ব্যাগ ভর্তি বই নিয়ে ফিরেছেন। জ্ঞানের রাজ্যে অহর্নিস বিচরণ করে যে মণিমুক্তা আহরণ করেছেন তা ছড়িয়ে দিয়েছেন কর্মী-সংগঠকদের মানসভূমি সমৃদ্ধ করতে। সেই সাথে সংগঠনের জন্য তৈরি করেছেন নতুন কলেবরে নতুন পথে এগিয়ে চলার দিকনির্দেশনা। তাঁর হাত ধরে সংগঠন অত্যুচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছে। ঠাঁই করে নিয়েছে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে, সুশীল সমাজের কাছে বেড়েছে গ্রহণযোগ্যতা। তিনটি স্তম্ভের পরে চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম, এই গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার সযত্ন প্রয়াস ছিল সব সময়। এর সুফল পেয়েছে সংগঠন। আন্দোলনমূলক কি সাংগঠনিক– যেকোনো কর্মসূচির সংবাদ জাতীয় দৈনিকগুলোতে গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়।

৯০ এর দশকের নারী আন্দোলনে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হ'লে তিনি বহির্বিশ্বের নারী আন্দোলনে আলো হাওয়ায় নিজে স্নাত হয়েছেন, সেই সাথে সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করেছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে আয়শা খানমের ব্যাপক পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। সেই সাথে সংগঠনেরও একটি শক্ত অবস্থান তৈরি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ইউএন উইমেন নারী আন্দোলনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলা পরিষদকে অগ্রাধিকার দেয়। এ যে আমাদের জন্য কত বড় প্রাপ্তি ভাবলে শিহরিত হ'তে হয়।

আজকে সকলক্ষেত্রে নারীর রয়েছে দীপ্ত পদচারণা। যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শান্তি মিশন, ব্যাংক-বীমা, সেনাবাহিনী, প্যারাসুট জাম্পিং থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা, পাহাড়ের চূড়া থেকে খেলার মাঠ সর্বত্র কোটি কোটি নারী নিজের মর্যাদার স্থান করে নিয়েছে। দৃশ্যমান হচ্ছে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্ব থেকে নারী জাগরণ। এই জাগরণের সুযোগ রাষ্ট্র যতটুকু দিয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীর চাওয়া-পাওয়া প্রত্যাশা আর জীবনের চাহিদা। নারীর জন্য এই ভিত্তিটুকু তৈরিতে রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নাগরিক নারীআন্দোলনের ব্যাপক ভূমিকা। শত শত নারীর ঘাম, মেধা, শ্রম নারীর মর্যাদাপূর্ণ আসনটি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। আয়শা খানম বিশ্বাস করতেন, 'নারী আন্দোলন একটি নকশি কাঁথা বুনুনের মতোই শত হস্তে, শত চিন্তা-চেতনা থেকে উৎসারিত একটি একটি ফুল পাতা সূচিকর্মে নকশি কাঁথায় ফুটিয়ে তোলার মতোই নারী আন্দোলন বৈচিত্র্যময় দেশের রূপময় সংস্কৃতি। নানা মাত্রায় এই কাঁথায় যুক্ত হবে অর্থাৎ নারী আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোল–এই বিশ্বাস থেকে তিনি নারী আন্দোলনকে নকশিকাঁথার সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'এ একা আমিও পারবো না, তুমিও পারবে না; এই কাজ সকলের সম্মিলিত শক্তির কাজ'– এই বিশ্বাস থেকে নারী আন্দোলনকে তিনি সামাজিক শক্তি হিসেবে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিগড়ে বাঁধা এই সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যে স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে যাওয়ার কঠিন কাজটি তিনি করে গেছেন সারা জীবন। এ যেন 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার

জন্য সকল স্তরের নারী-পুরুষের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করার উদ্যোগ নিয়েছেন, আইন প্রণেতা, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী থেকে শুরু করে কলামিস্ট, লেখক, মিডিয়াব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক অঙ্গণের বিশিষ্ট জন, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরে কর্মপরিকল্পনায়, মননে, চিন্তায়, চেতনায় নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যৌক্তিক দিকগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে।

বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে সংগঠনের যোগসূত্র স্থাপনে আয়শা খানমের ছিল আন্তরিক উদ্যোগ। জাতিসংঘের নারী বর্ষ, নারী দশক ঘোষণা, রিও ধরিত্রী সম্মেলন, কায়রো জনসংখ্যা সম্মেলনের মাধ্যমে নারী আন্দোলনের একটি বলিষ্ঠ ধারা তৈরি হতে থাকে । তার মাধ্যমে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত নারীর জীবনের সকল সমস্যার প্রতি আলোকপাত একটি নতুন ধারার সূচনা করে। বেইজিং সম্মেলনে অংশগ্রহণ, জাতীয় রিপোর্ট তৈরি, সামগ্রিকভাবে বেইজিং সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে কমিটি করা হয় তার উদ্যোগী সক্রিয় সদস্য ছিলেন আয়শা খানম। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে বেইজিং ঘোষণা নতুন ধারা অর্থপূর্ণভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। জাতীয় কমিটির সাব-কমিটিগুলোকে সংগঠনের সদস্য-কর্মীরা যুক্ত হয়ে যেন আন্দোলনের নতুন ধারায় সমৃদ্ধ হতে পারে সেদিকে তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। বৈশ্বিক নারী আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে যেন বাংলাদেশের নারী আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। সেইসাথে বহির্বিশ্বের নারী আন্দোলনের সঙ্গে হালনাগাদ সম্পর্ক রক্ষা করার আন্তরিক প্রয়াস ছিল তাঁর।

বহির্বিশ্বের নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংগঠনের নতুন ধারা নতুন চিন্তার আবহ সৃষ্টি করার পাশাপাশি সংগঠনকে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করা, সংগঠিত করার দিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা আর অগ্রসর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে সংগঠক-কর্মীদের তৈরি করার ক্ষেত্রে। সেইসাথে এই গণনারী সংগঠনটি তাঁর প্রতিভার স্পর্শে হয়েছে বহুধা বিস্তৃত। সকল স্তরের মানুষের আস্থা ভরসার স্থল। যেকোনো জাতীয় সংকটে, স্বৈরাচারী সরকারের দাপটে যখন গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস তখন সংগঠন রাজপথে নেমে এসেছে জনগণের প্রাণের দাবি আদায়ের লক্ষ্য সামনে নিয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত না হলে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তিনি একদিকে দেশীয় ও বৈশ্বিক অঙ্গনে বিচরণ করে নতুন চিন্তার খোরাক আহরণ করেছেন, অপরদিকে ছিল ঈর্ষণীয় পঠন-পাঠনের অভ্যাস। এই দুইয়ে মিলে আয়শা খানম হয়ে উঠেছেন উদার বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী এক মানবাধিকারকর্মী। মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করার ব্রত নিয়ে যিনি সকল চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে নিজের জীবনকে তুলে ধরেছেন, তখন এই সমাজ কুর্নিশ করে তাঁকে বলবেই জয়তু আয়শা খানম, তোমার মৃত্যু নেই।

প্রতিকৃতি: আয়শা খানম

বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে সংগঠনের যোগসূত্র স্থাপনে আয়শা খানমের ছিল আন্তরিক উদ্যোগ। জাতিসংঘের নারী বর্ষ, নারী দশক ঘোষণা, রিও ধরিত্রী সম্মেলন, কায়রো জনসংখ্যা সম্মেলনের মাধ্যমে নারী আন্দোলনের একটি বলিষ্ঠ ধারা তৈরি হতে থাকে । তার মাধ্যমে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত নারীর জীবনের সকল সমস্যার প্রতি আলোকপাত একটি নতুন ধারার সূচনা করে। বেইজিং সম্মেলনে অংশগ্রহণ, জাতীয় রিপোর্ট তৈরি, সামগ্রিকভাবে বেইজিং সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে কমিটি করা হয় তার উদ্যোগী সক্রিয় সদস্য ছিলেন আয়শা খানম। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে বেইজিং ঘোষণা নতুন ধারা অর্থপূর্ণভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি

দোলন কৃষ্ণ শীল

১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এরপর থেকে জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে আসছে। প্রতিবছর ৮ মার্চ পালনের উদ্দেশ্য হলো নারী আন্দোলনের ফলে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে নারীর অর্জনকে উপস্থাপনের পাশাপাশি উন্নয়নের পথে বিরাজমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করা। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১৯৭৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে আসছে।

'এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতিসংঘের স্লোগান হচ্ছে DigitAL: Innovation and Technology for Gender Equality.' এর আলোকে মহিলা পরিষদ আজকের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছে 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি।'

বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। পৃথিবী আজ প্রস্তুতি নিচ্ছে কীভাবে এ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বের উন্নয়ন প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করবে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশও নিজেকে এই প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশের নারীসমাজ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তাই উন্নয়নকে টেকসই করতে নারীসমাজকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের উন্নয়নের ধারায় অগ্রসর হতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নারীকে তাঁর অধিকার রক্ষায় যেমন এগিয়ে নিচ্ছে, তেমনি তাঁর ক্ষমতায়নে তা সহায়ক ভূমিকা রাখছে। আজকের দিনে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তথ্যপ্রযুক্তিকে নারীমুক্তি ও জেন্ডার সমতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

জেন্ডার সমতার মূল কথা হলো নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলে একই অধিকার, সম্পদ, সুযোগ এবং সুরক্ষা ভোগ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও কুপ্রথা এবং পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে নারী ও কন্যারা তাঁদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এখনো বাধা, বৈষম্য, সহিংসতা এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তাই পিছিয়ে পড়া নারী ও কন্যাদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

নারীর ক্ষমতায়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এসডিজির পাঁচ নম্বর লক্ষ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নে তথা নিজের মতামত প্রদানে সাহায্য করে। এটি নারীকে সমাজে ভালো অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করে এবং নিজের পছন্দমতো পেশায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তথ্যপ্রযুক্তি শুধু এসডিজি ৫ অর্জন করতেই সাহায্য করে না বরং এটি অন্যান্য লক্ষ্যগুলো অর্জনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রায় ১৫ শতাংশ নারী কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাথমিক বা মধ্যম পর্যায়ের কাজ করেন, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অবস্থান ১ শতাংশের নিচে। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)-এর জরিপ অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তিতে পড়াশোনা করছেন, এমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে প্রোগ্রামিংকে পেশা হিসেবে নিতে আগ্রহী হয়। অথচ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত বিষয়ে কর্মক্ষেত্রে সুযোগ প্রতিবছর বাড়ছে ১৭ শতাংশ হারে, যেখানে অন্যান্য খাতে এ বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ১০ শতাংশ। দেশে প্রায় ৩০ শতাংশ নারীশিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। তবে সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারছেন না।

বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণকালে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকার মূল কারণ পরিবার, কৃষি, গার্মেন্টসসহ আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে নারীদের নিরলস শ্রম। অথচ একই সময়ে পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে নারী কর্মক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এ ছাড়া করোনার অভিঘাত শিক্ষাক্ষেত্রে ফেলেছে বড় প্রভাব। করোনায় স্কুল ছেড়েছে ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। যাদের অধিকাংশই পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছে না

দোলন কৃষ্ণ শীল, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

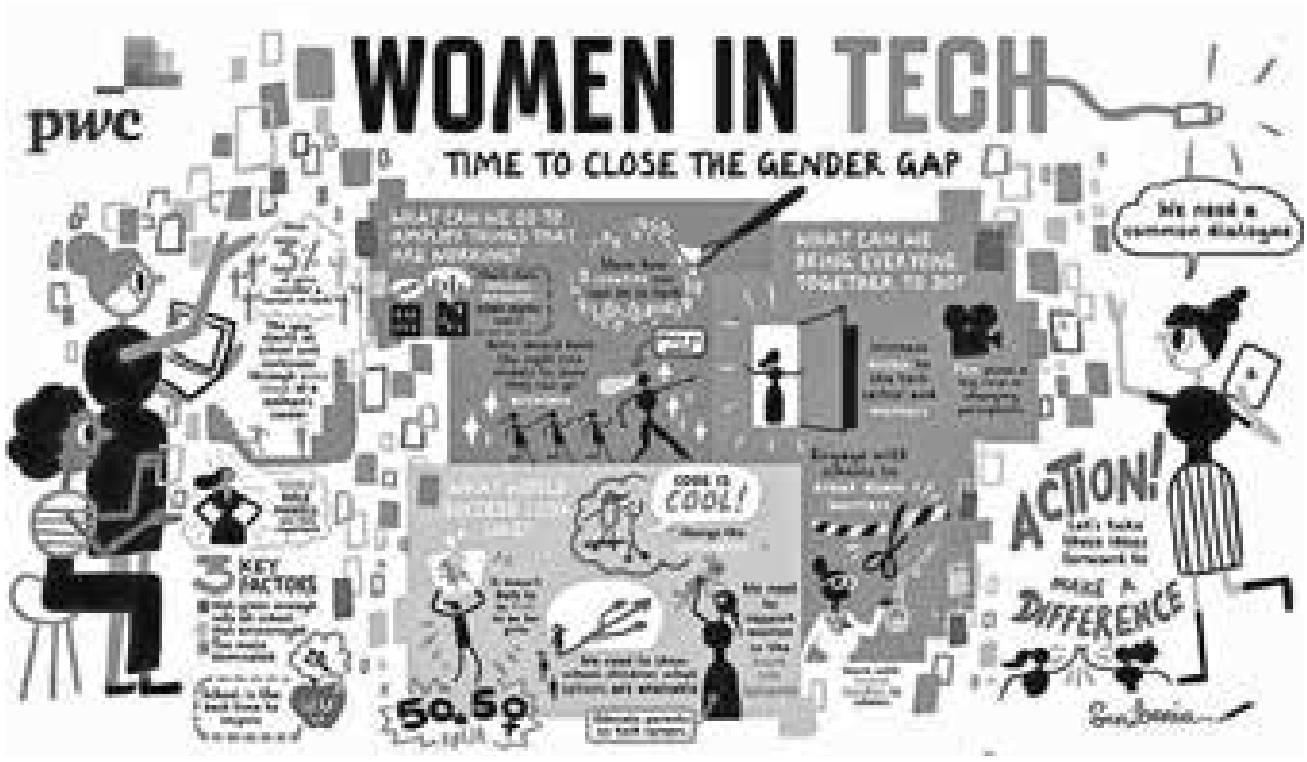

ছবি: ইন্টারনেট

বলে স্কুল ছেড়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫২ দশমিক ২ শতাংশ মানুষের হাতে স্মার্টফোন রয়েছে। মোট জনসংখ্যার ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ২০১৩ সালে ছিল ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশে।

বাংলাদেশে ৫২.৫৮ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে যা আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১.৫ শতাংশ। উপরন্তু ৫৫.৮৯ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং তাঁদের বেশিরভাগই স্মার্টফোন ব্যবহার করে, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের মধ্যে আমাদের দেশে স্মার্টফোন ব্যবহারের ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের মানুষের ডিজিটাল অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বাড়বে।

নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে সচেতনতা। কম্পিউটার, স্মার্টফোন ব্যবহার করলেও ইন্টারনেট ব্যবহারে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। তাই প্রয়োজন এ বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচির।

বাংলাদেশ যেহেতু ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ইন্টারনেট এর ব্যবহার এখন শহর এবং প্রান্তিক পর্যায়ে নারীদের মাঝে পৌঁছে গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ডিজিটাল অধিকার সুরক্ষা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। অনেক নারীরা অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হয় কিন্তু তার প্রতিরোধে বা প্রতিকারে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয় না।

প্রযুক্তি ছাড়া আধুনিক বিশ্বে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই প্রযুক্তিতে নারীর সুযোগ বাড়াতে হবে। নারীর কাছে পৌঁছাতে হবে প্রযুক্তি। বাড়াতে হবে এ সংক্রান্ত ডিভাইসের সহজলভ্যতা।

প্রযুক্তির ব্যবহারের বড় প্রতিবন্ধকতা হলো উচ্চমূল্যের ইন্টারনেট। তাই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে ইন্টারনেটের খরচ কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি নারীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নে সাহায্য করছে, কিন্তু বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং এর প্রভাবের কারণে অনেক হুমকির সম্মুখীনও হতে হয়। সারা বিশ্বজুড়ে নারীর প্রতি অনলাইন সহিংসতা বেড়েই চলেছে। সাইবার বুলিং, ট্রলিং, তথ্যে অপব্যবহার ও প্রকাশ, ব্ল্যাকমেইলিং, প্রতিশোধমূলক পর্নোগ্রাফিসহ বিভিন্ন উপায়ে অনলাইনে যত হয়রানির ঘটনা ঘটে তার প্রধান শিকার হন নারীরা। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ২০২০ সালের উইমেনস রিপোর্ট অনলাইনের তথ্যমতে, অনলাইনে আমাদের দেশের শতকরা ৭৩ ভাগ নারী সহিংসতার শিকার হন। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী তথাকথিত সামাজিক লোকলজ্জার কারণে থানায় কোনো ধরনের রিপোর্ট করেন না এবং ৬৩ শতাংশ নারী জানেনই না যে অনলাইনে সহিংসতার শিকার

হলে সাহায্যের জন্য কোথায় যেতে হবে, কীভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারকে জানাতে বা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তার কাছে তাঁরা অভিযোগ জানানোর ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করেন। যদিও বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন পরিষেবাটি অনলাইনে নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাজ করছে। তবে এ পরিষেবাটি সাধারণ নারীদের কাছে সেভাবে পরিচিত নয়। নারীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও মেসেঞ্জারে। ফলে অনেক মা-বাবা তাঁর কন্যা সন্তানকে ইন্টারনেট ব্যবহারের অনুমতি দিতে দ্বিধাবোধ করেন।

উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই অনলাইন ব্ল্যাকমেইল, প্রতিশোধমূলক পর্নোগ্রাফি, সাইবার বুলিং যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে। অনলাইন ব্যবহারের দুর্বল নীতি, আইসিটি নীতি এবং অনিরাপদ সাইবার আইন নারী আইসিটি ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। দুর্বল নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পিছনের মূল কারণ ভালো তথ্যের অভাব। বিশেষ করে সরকারের কাছে জেন্ডার বিষয়ক হালনাগাদকৃত তথ্য থাকতে হবে যা পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী কাজে সাহায্য করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনলাইন ব্ল্যাকমেইলিং, প্রতিশোধমূলক পর্নোগ্রাফি এবং অন্যান্য অপরাধের সঠিক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যমান আইনগুলো অকেজো রয়ে যায়।

তাই ডিজিটাল অধিকার সুরক্ষা আইন ও তার প্রয়োগ, স্কুলে ও কলেজে শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে পাঠ্যসূচি রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে জোরালো উদ্যোগ ও পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনলাইনে আমাদের দেশের শতকরা ৭৩ ভাগ নারী সহিংসতার শিকার হন। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী তথাকথিত সামাজিক লোকলজ্জার কারণে থানায় কোনো ধরনের রিপোর্ট করেন না এবং ৬৩ শতাংশ নারী জানেনই না যে অনলাইনে সহিংসতার শিকার হলে সাহায্যের জন্য কোথায় যেতে হবে, কীভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল বিশ্ব হোক নারী-পুরুষ সকলের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য, সৃজনশীল, সহনশীল এবং মানবিক। তাই আমরা চাই-

- নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এসডিজির ৫ নম্বর লক্ষ্য অর্জনে বাধাসমূহ দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তিতে গণনারীর সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিতের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন পরিষেবাটিকে আরও গণনারীর কাছে পৌঁছানোর জন্য কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ব্যাপক প্রচার করতে হবে।
- নারীবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশকে উৎসাহিত করতে সরকারকে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ইন্টারনেটের দাম কমাতে হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত ডিভাইজসমূহ সহজলভ্য করতে হবে।
- অনলাইনে গুজব, ভুলতথ্য ও মিথ্যা এবং নারী বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক, বাংলাদেশ ও স্বাধীনতাবিরোধীদের অপতৎপরতা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যথাযথ শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
- অনলাইনে হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীরা যাতে সহজে অভিযোগ করতে পারে এবং প্রতিকার পেতে পারে সেজন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
- পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ এর বাস্তবায়ন করতে হবে।
- রাষ্ট্রের নাগরিক তথা সকল নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিশ্চিত করতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারীবিদ্বেষী অপতৎপরতা বন্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- তরুণপ্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে পাঠ্যসূচিতে সাইবার বুলিং, সাইবার ক্রাইম যুক্ত করতে হবে।

২১ মার্চ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুফিয়া কামাল ভবনের আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে তথ্য ও প্রযুক্তির ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় পঠিত মূল প্রবন্ধ

সরোজিনী নাইডু: জীবন ও অবদান

গৌতম বসাক

সরোজিনী নাইডু। নাম শুনে দক্ষিণ ভারতীয় বলে ভ্রম হলেও তিনি এই বাংলার সন্তান। তাঁর পরিবার প্রদত্ত নাম সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়। বিয়ের পর স্বামীর পদবী ধারণ করে হলেন সরোজিনী নাইডু এবং সারা বিশ্বে তিনি এই নামেই পরিচিত।

ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সরোজিনী নাইডু অবিভক্ত এবং স্বাধীন ভারতের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা সংগ্রামী, বাগ্মী, নারীর অধিকার আন্দোলনের নেত্রী এবং কবি। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রথম নারী সভাপতি এবং স্বাধীন ভারতে প্রথম নারী রাজ্যপাল। তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে 'উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'।

সরোজিনী নাইডুর জন্ম ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের হায়দ্রাবাদে। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কনকসার [মতান্তরে বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণগাঁও] গ্রামে। তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। অঘোরনাথ ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজামের শিক্ষা উপদেষ্টা এবং সেখানকার নিজাম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ব্রতী আঘোরনাথ ও তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোল্লা আব্দুল কায়ুম ছিলেন হায়দরাবাদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সদস্য। তিনি বিপ্লবীদের সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদচ্যুত করা হয়। সরোজিনীর মা বরোদা সুন্দরী দেবী ছিলেন কবি।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বরোদা সুন্দরী দেবীর আট সন্তানের মধ্যে সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয়। তাঁর এক ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবী। তিনি এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে পাড়ি দেন। সন্দেহ করা হয়, স্তালিনের সময়কালে সোভিয়েত গোপন পুলিশবাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। আরেক ভাই হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নাট্যকার, কবি ও অভিনেতা।

অত্যন্ত মেধাবী সরোজিনী ১৮৯১ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশ নেন এবং সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৮৯১ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বন্ধ রেখে নানা বিষয় অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত প্রথমে কিংস কলেজ এবং পরে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির গির্টন কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। শিক্ষাজীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি বাংলা ভাষার পাশাপাশি উর্দু, তেলেগু, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন।

সরোজিনী নাইডু
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯—২ মার্চ ১৯৪৯

গৌতম বসাক, সহযোগী সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সরোজিনী ১৯ বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে ড. মুথ্যালা গোবিন্দরাজুলু নাইডুকে বিয়ে করেন। এই বিয়ের মধ্য দিয়ে সরোজিনীর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মের মোড়কে আবদ্ধ সামাজিক বৈষম্যের নিগড় ভাঙার সাহস প্রকাশ পায়। কারণ সরোজিনী ব্রাহ্মণ হলেও গোবিন্দরাজুলু ছিলেন অব্রাহ্মণ। সেই যুগে অসবর্ণ বিবাহ সমাজে ছিল অপরাধ। একজন নারী হিসেবে পছন্দের পুরুষকে, সে যে বর্ণ বা গোত্রেরই হোন না কেন, বিয়ে করার সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন যদিও এ বিয়েতে তাঁর পিতা-মাতার সমর্থন ছিল। এই দম্পতির চার সন্তান– জয়সূর্য, পদ্মজা, রণধীর ও লীলামণি। এদের মধ্যে কন্যা পদ্মজা নাইডু পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সরোজিনী সম্পৃক্ত হন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এর আগে ১৯০৩ সাল থেকেই তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য অগ্রগণ্য ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে আসতে শুরু করেন। ১৯১৫ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১৭ সালের মধ্যেই তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহম্মদ আলি জিন্নাহ, অ্যানি বেসান্ত, সরলা দেবী চৌধুরানী, সি. পি. রামস্বামী আইয়ার, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। তিনি ১৯০৬ সালে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে একজন প্রভাবশালী বাগ্মী হিসেবে পরিচয় লাভ করেন। ধীরে ধীরে তিনি নীলচাষীদের আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ এবং ভারত ছাড়োসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল আন্দোলনে নিজেকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন।

একজন রাজনীতিক ও বাগ্মী হিসেবে নিজের প্রস্তুতি পর্বে সরোজিনী সমগ্র ভারতে সভা-সমাবেশ করে যুবকল্যাণ, নারীমুক্তি, নারীর অধিকার বিশেষ করে নারীশিক্ষা, শ্রমিক অধিকার রক্ষা ও জাতীয়তাবাদের সমর্থনে বক্তৃতাদান করতে থাকেন। তিনি দেশের নারীদের জাগ্রত করেছিলেন। সেই সময় নারীরা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। অনেকেই রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন কিন্তু নারীদের বড় একটা অংশই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। সরোজিনী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছিলেন, গৃহকর্মের বাইরে দেশকে স্বাধীন করার জন্য তাদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন রাজ্য, শহর, গ্রামে গিয়ে নারীদের এ সম্পর্কে সচেতন করতেন।

তিনি ১৯১৬ সালে বিহারের চম্পারণে নীলচাষীদের অধিকারের দাবিতে প্রচারাভিযানে অংশ নেন। পরের বছর (১৯১৭) অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে উইমেন'স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হলে সরোজিনী এই সংগঠনের সদস্য হন। এই সংগঠনটি আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুর্দশা থেকে নারীদের মুক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার 'রাওলাট আইন' জারি

মহাত্মা গান্ধীর একান্ত সহচর ছিলেন সরোজিনী নাইডু

> বাড়ির অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ এবং ইন্দো-ইসলামিক সংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাঁকে অসাম্প্রদায়িক তেচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সর্বদা তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ভারত বিভাজন এবং এর সাথে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তাঁকে দারুণভাবে ব্যথিত করেছিল।

করে সকল প্রকার রাজদ্রোহমূলক রচনা ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। এর প্রতিবাদে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করলে সরোজিনী সর্বপ্রথমেই এই আন্দোলনে যোগ দেন। পরে ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনের উপর ব্যাপক দমননীতি প্রয়োগ করে। যার ফলশ্রুতিতে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'কায়সার-ই-হিন্দ' পদক প্রত্যাখ্যান করেন ।

১৯২৫ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ইতিহাস গড়ে সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনিই হলেন কংগ্রেসের প্রথম নারী সভাপতি। এর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় স্থাপন করতে সক্ষম হন। এরপর ১৯২৬ সালে অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্স (সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন) গঠিত হলে সেখানেও তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং নারীশিক্ষা অধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্সে স্টিয়ারিং কমিটি সভায় সভাপতিত্ব করেন তিনি।

১৯৩০ সালে গান্ধীজি গুজরাটে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এই আন্দোলনে গান্ধীজির প্রধান সহযোগী ছিলেন সরোজিনী। সত্যাগ্রহ শুরুর অল্পকাল পরেই গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আরেক নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও গ্রেপ্তার হন। তখন সরোজিনীই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতে সরোজিনীকে তৎকালীন যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের প্রথম নারী রাজ্যপাল হন তিনি এবং আমৃত্যু এ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য শুধু ভারতবর্ষের ভেতরেই নয়, পৃথিবী বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর দাবি তিনি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৯ সালে সরোজিনী অল ইন্ডিয়া হোম রুল লীগে (পরবর্তীতে নাম স্বরাজ্য সভা) কংগ্রেসের দূত মনোনীত হন এবং ইংল্যান্ডে যান। ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব আফ্রিকান ভারতীয় কংগ্রেসে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে অংশ নেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব আফ্রিকান এবং ভারতীয় কংগ্রেসের ১৯২৮ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। একই বছর অক্টোবর মাসে তিনি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের বার্তা প্রচার করতে আমেরিকা সফর করেন। সেখানে নিউ ইয়র্ক শহরে বক্তৃতা দানকালে তিনি আফ্রিকান আমেরিকান এবং ভারতীয় আমেরিকানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানান। ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ডে গান্ধীজি ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে তিনিও গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ৫ মে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর কিছুদিন পরেই সরোজিনী নাইডুকেও গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক মাস কারারুদ্ধ থাকার পর ১৯৩১ সালের ৩১ জানুয়ারি গান্ধীজির সাথে তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়। এই বছরেই লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার জন্য আবার তাঁদের গ্রেফতার করা হয় কিন্তু অসুস্থতার কারণে অল্পদিনের মধ্যেই সরোজিনীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য ১৯৪২ সালের ২ অক্টোবর গান্ধীজির সাথে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময় তিনি এক বছর নয় মাস কারাবরণ করেন। লক্ষ্যণীয় যে, তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার যতবার গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করেছিল তার সাথে প্রায় প্রতিবারই সরোজিনীকেও গ্রেপ্তার করেছে।

সরোজিনী নাইডুকে বলা হতো মহাত্মা গান্ধীর 'ছায়াসঙ্গী'। ১৯১৪ সালে লন্ডনে গান্ধীর সাথে তাঁর প্রথম দেখা হয়। সেই সময় গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লন্ডন হয়ে ভারতে ফিরছিলেন। এরপর প্রায় ৩০ বছর ধরে আন্দোলন হোক বা জনসভায় বা জেলে যাওয়া– গান্ধীর সঙ্গে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাঁদের সম্পর্ক ছিল গুরু ও শিষ্যের মতো।

রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মযজ্ঞের বাইরে সরোজিনীর কবি

পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। মা বরোদা সুন্দরী দেবী বাংলায় কবিতা লিখলেও সরোজিনী লিখতেন ইংরেজিতে। বাবা চাইতেন মেয়ে তাঁর মতো বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করুক। কিন্তু বিজ্ঞান বা অঙ্কে তাঁর মন ছিল না। অঙ্কের খাতা ভরা থাকত কবিতায়। সাহিত্যে মেয়ের আকর্ষণ দেখে বাবাও কবিতা লিখতে উৎসাহ দেন। মায়ের বৈশিষ্ট্য আর বাবার সমর্থনে সরোজিনী কবিতা লিখতে উৎসাহিত হন। অল্পকালের মধ্যেই কবি হিসেবে তিনি ব্যাপক পরিচিত পান। তাঁর কবিতাগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি, পৌরাণিক কাহিনী এবং লোককাহিনী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রামকে চিত্রিত করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা কবিদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম মনে করা হয়। বিশ্বনন্দিত অনেক মার্কিন ও ব্রিটিশ সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। সরোজিনী নাইডুর কবিতা এতো সুরেলা ও প্রাঞ্জল যে তাঁকে 'ভারতের নাইটিঙ্গেল' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি হয়ে ওঠেন 'বুলবুলে হিন্দ'। তাঁর কবিতা সংগ্রহ 'The Golden Threshold' ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। তিনি খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সাধারণের মধ্যে তিনি 'বুলবুলে হিন্দ' হিসেবে পরিচিত হন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রবীণ কবিদের সাথে সরোজিনীর নামও উচ্চারিত হতো। ১৯১৪ সালে তিনি 'রয়্যাল সাসাইটি অব লিটারেচার'-এর ফেলো নির্বাচিত হন। 'পোয়েট্রি সুপ' নামের একটি ওয়েবসাইটে তাঁকে পৃথিবীর সেরা ১০০ জন কবির মধ্যে ১৯তম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।

সরোজিনী নাইডুর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো–The Lady of the Lake, Maher Muneer, The Golden Threshold (1905), The Bird of Time: (1912), The Gift of India (1915), The Broken Wing (1917), The Sceptred Flute (1928): The Songs of India (1943), The Feather of the Dawn (1961)। তিনি 'হার্ভেস্ট' নামে একটি নাটকও লিখেছিলেন, যাতে ভারতীয় কৃষকের দুর্দশার মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেন।

তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে –'দ্য ইন্ডিয়ান', 'দ্য ফরেস্ট', 'রামমুরথম', 'দ্য সোল প্রেয়ার', 'ইন দ্য আওয়ার অফ এক্সাইল', 'এক্সট্যাসি', 'ইন্ডিয়ান ডান্সার', 'ইন্ডিয়ান লাভ-সং', 'ইন্ডিয়ান ওয়েভার্স', 'নাইটফল', 'সিটি ইন হায়দ্রাবাদ', 'পালকিন বেয়ারার্স', 'ইন দ্য বাজার অফ হায়দ্রাবাদ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল থাকাকালীন ১৯৪৯ সালের ২ মার্চ রাজধানী এলাহাবাদে সরোজিনী নাইডুর জীবনাবসান হয়।

সাহিত্য, সমাজ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সরোজিনী নাইডুর অবদান ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ভারত সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতার জন্য তাঁর প্রয়াসের কারণে তাঁর জন্মদিন ১৩ জানুয়ারিকে 'জাতীয় নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এশিয়ান একাডেমি ফর আর্টস সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য নারীদেরকে ২০১৫ সাল থেকে 'ড. সরোজিনী নাইডু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর উইমেন' প্রদান করে আসছে। এছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থা তাঁর নামে বিভিন্ন পদক ও সম্মাননা প্রদান করে থাকে।

সরোজিনীর বাড়ির অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ এবং ইন্দো-ইসলামিক সংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাঁকে অসাম্প্রদায়িক তেচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সর্বদা তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ভারত বিভাজন এবং এর সাথে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তাঁকে দারুণভাবে ব্যথিত করেছিল।

সামগ্রিকভাবে, সরোজিনী নাইডু ছিলেন একজন অসাধারণ নারী–যিনি ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিতে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন। নারীদের ভোটের অধিকার, সমতার অধিকার, প্রতিনিধিত্বের অধিকার এবং সমান রাজনৈতিক পদের অধিকারের জন্য তিনি কঠোর সংগ্রাম করেছেন। তাঁর কবিতা এবং লেখা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য ছিল একটি শক্তিশালী হাতিয়ার । তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও সক্রিয়তা ছিল অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা। তিনি ভারতের স্বাধীনতা এবং সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যিকারের 'আইকন' হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অসামান্য বিদূষী সরোজিনী নাইডুর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা।

তথ্যসূত্র:

1. https://bn.banglapedia.org/
2. https://bn.wikipedia.org/
3. https://en.wikipedia.org/
4. https://www.britannica.com/biography/Sarojini-Naidu
5. https://bangla.jagoroniya.com/biography/6001/books
6. https://kalbela.com/ajkerpatrika/joto-mot-toto-path/gb3c0ijdlv
7. https://www.dailyjanakantha.com/literature/news/534878
8. http://chotogolperdesh.epizy.com/
9. https://adhunikitihas.com/sarojini-naidu/
10. https://www.khaboronline.com/news/national/sarojini-naidu-played-an-important-in-indian-freedom-movement/
11. https://www.etvbharat.com/bengali/west-bengal/
12. https://www.bhugolshiksha.com/2023/02/sarojini-naidu-biography-in-bengali/

অভ্যন্তরীণ বাৎসরিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সভা (জাতীয় পরিষদ সভা) ২০২৩

'অন্তর্ভুক্তিমূলক সংগঠন গড়ি, নতুন সমাজ বিনির্মাণ করি'– এই স্লোগানের আলোকে ১৮ মার্চ ফার্স্ট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট মিলনায়তনে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ বাৎসরিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সভা (জাতীয় পরিষদ সভা) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক এবং স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডা. শাহলা খাতুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম, এনডিসি এবং সুইডেন দূতাবাসের অ্যাম্বাসেডর মিজ আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ড। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এরপর জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন সুরাইয়া বেগম ও তার দল। সম্মেলনের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন, সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। উদ্বোধনী অধিবেশনে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুস্মিতা আহমেদ। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের সহসভাপতি ডা. মাখদুমা নার্গিস। এ সময় প্রয়াত সকল বিশিষ্টজনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিসহ সকল আগত অতিথিবৃন্দকে ফুল এবং উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি বলেন, নতুন সমাজ গড়তে হলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সংগঠন খুব জরুরি। স্বাধীনতার ৫২ বছর পরে নারীর অগ্রগতিতে প্রাপ্তি অনেক। নারীর অধিকারে অনেক দূর এগোলেও সামাজিক কিছু রক্ষণশীলতা আছে। নারী সর্বোচ্চ পদে থাকলেও নারী নিরাপদ নয়। অগ্রগতিতে নারীদের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করতে হবে। ধর্ষণের ঘটনায় নারীর সম্ভ্রমহানির মতো সামাজিক ধারণা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। এর আচরণগত দায় পুরুষের। ভাষা দিয়ে নারীকে দমিয়ে রাখার প্রবণতা

শোভাযাত্রায় সংগঠনের নেত্রী ও জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ

জাতীয় পরিষদ সভার উদ্বোধন করছেন সম্মানিত অতিথি জাতীয় অধ্যাপক এবং স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডা. শাহলা খাতুন ও সুইডেন দূতাবাসের অ্যাম্বাসেডর মিজ আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ড, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেমসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

দূর করতে হবে। নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে, নারীর অংশীদারত্ব বৃদ্ধি করতে হলে পুরুষকে এই আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। রাজনীতিতে নারীর অগ্রগতির জন্য তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরির জন্য আরো কাজ করতে হবে। সাইবার স্পেসে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা জোরদার করতে হবে। আমরা এগিয়েছি অনেক অনেক দূর কিন্তু যেতে হবে আরো বহুদূর। নারীর অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে হলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীবান্ধব রাজনীতি ও নারী সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক স্ত্রীরোগ প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডা. শাহলা খাতুন বলেন, দেশের নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে নারীরা এলেও এখনো অনেক নারী বঞ্চনার শিকার। জেন্ডার বৈষম্য আছে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আরো উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। তৃণমূল থেকে কাজ করতে হবে। নারীদের প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম, এনডিসি বলেন, নারীর প্রতি বৈষম্য রোধে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সাংগঠনিকভাবে জোরালো ভূমিকা পালন করছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য জোরালোভাবে কাজ করতে হবে। সাংগঠনিক সক্ষমতার মাধ্যমে এলাকার নারী ও কন্যা শিশুদের অগ্রগতির জন্য সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সুইডেন অ্যাম্বাসির অ্যাম্বাসেডর মিজ আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ড বলেন, আজকের সভায় জাতীয় পরিষদের আগত অধিকসংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতি দেখে আমি অভিভূত। তিনি জানান খুলনা, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রামের নারীদের যেকোনো পরিস্থিতিতে লড়াই করার ক্ষমতা দেখে তিনি বিস্মিত। এদেশের সামাজিক প্রথা, বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি ও সক্ষমতা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের রয়েছে। বাংলাদেশ নানা অগ্রগতির পরও নারী-পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এসডিজি রিপোর্ট অনুসারে নারীদের কাজ হারানোর হার বাড়ছে, বিনা পারিশ্রমিকে কাজের বোঝা বাড়ছে। এজন্য বঞ্চিত নারীদের কণ্ঠস্বরকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জোরালো ভূমিকা রয়েছে। তিনি আশা করেন সংগঠন এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে যাতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে থাকা বৈচিত্র্যকে ধারণ করে আগামীতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের পর প্রথম জাতীয় পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সভার মাধ্যমে গত এক বছরের কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং মূল্যায়নের পাশাপাশি বর্তমানে নারীর অগ্রযাত্রার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নারী আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর ওপরে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে ভবিষ্যৎ করণীয়

অভ্যন্তরীণ বাৎসরিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সভায় (জাতীয় পরিষদ সভা) উপস্থিতির একাংশ

বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হবে। তিনি বলেন নারী আন্দোলন মনে করে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক, মানবাধিকার পূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এবং নারীর ক্ষমতায়নকে টেকসই করতে হলে মূল লক্ষ্য হতে হবে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিকসংখ্যক নারী নেতৃত্ব তৈরি, সিডও সনদ বাস্তবায়নসহ সকল আন্তর্জাতিক সনদের পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, নীতিনির্ধারণ থেকে তৃণমূলসহ সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারী অধিকারের ও বৈষম্য দূরের লড়াই নারীকে সাথে নিয়েই করতে হবে। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর দাপট আছে শিক্ষা, প্রযুক্তিতে, সামাজিকমাধ্যমে। শিক্ষা আন্দোলন আমাদের গড়ে তোলা জরুরি। নারী আন্দোলনের ক্রমান্বিত ধারা আছে। বেগম রোকেয়ার সময় থেকে আজকের নারীর অবস্থানে অনেক পরিবর্তন এসেছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্য থেকে। সমাজ রক্ষণশীলতাকে ভেঙে নারী উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরের লড়াইকে ক্রমাগত চালিয়ে নিতে হবে। নারীর মাতৃত্বের ইস্যুকে সামনে এনে তার চলাচলকে এসব পরিস্থিতির উত্তরণে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। উদ্বোধনী অধিবেশন সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম। সভায় মোট ৪৫৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন জন।

উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে প্রথম কর্ম-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সাংগঠনিক শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যবিবরণী পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম; সাধারণ সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু; কেন্দ্রীয় কমিটি আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম। সভা সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পাবনা জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. কামরুন নাহার জলি।

দ্বিতীয় কর্ম-অধিবেশনে ৪টি বিষয়ের ওপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা হয়। ১.'গৎবাঁধা সামাজিক প্রথা এবং পুরুষতান্ত্রিকতা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়' বিষয়ে আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার, ২.'বিজ্ঞানভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক মানবিক শিক্ষা নারী প্রগতির জন্য অপরিহার্য' বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের প্রাক্তন ডিন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন প্রধান তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম; ৩.'নারীর ক্ষমতায়ন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ' বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহসভাপতি রেখা চৌধুরী এবং ৪.'নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক সংগঠন গড়ে তুলি' বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। দ্বিতীয় ২য় কর্ম-অধিবেশন সঞ্চালনা করেন প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকাস্থ জাতীয় পরিষদ সদস্য, জেলা শাখার জাতীয় পরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাসহ ৩৭৮ জন।

তৃতীয় কর্ম-অধিবেশনে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধনী বিষয়ে আলোচনা করেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। সাধারণ প্রস্তাব পাঠ করেন আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি। সভা সঞ্চালনা করেন সাতক্ষীরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জোৎস্না দত্ত।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কেয়ার ফর কেয়ার গিভার

লিগ্যাল এইড উপপরিষদ ও রোকেয়া সদন উপপরিষদের যৌথ উদ্যোগে ১৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে 'কেয়ার ফর কেয়ার গিভার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সাইক্রেটিক সোসাইটির লাইফ মেম্বার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাইক্রেটিক বোর্ড কর্তৃক সার্টিফাইট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মনোয়ারা বেগম। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর এবং লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে থেকে পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে সরাসরি অভিযোগ গ্রহণের বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলেন, লিগ্যাল এইড উপপরিষদের প্রোগ্রাম অফিসার (কাউন্সিলিং) সাবিকুন নাহার ও লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার। এ ছাড়া সহিংসতার শিকার মেয়েদের নিয়ে রোকেয়া সদনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন রোকেয়া সদন তত্ত্বাবধায়ক অশ্রু ভট্টাচার্য্য।

সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যারা যারা সহায়তার জন্য আসেন তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য যারা সরাসরি কাজ করেন সেই কেয়ার গিভাদেরকে বিভিন্ন সময় ঘটনার ধরন বা নির্মমতার জন্য অনেক মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হয় এবং ট্রমার শিকার হন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং কীভাবে ভালোভাবে সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাদের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি মানসিকভাবে কউন্সিলিং করা যায় সেটাই এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য।

সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, যাঁরা সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাদের সাথে সরাসরি কাজ করে বিশেষ করে, লিগ্যাল এইডে যাঁরা কর্মরত তাদের উদ্বেগ কমানো এবং তাঁদের মানসিক সহযোগিতা দেওয়া এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার অন্যতম লক্ষ্য। নিজেদের সমস্যাগুলো পরস্পরের সাথে শেয়ার জরুরি এবং মানুষকে সাহায্য করার ক্ষেত্রগুলোও তৈরি করে দিতে হবে। সহিংসতা প্রতিরোধের পাশাপাশি মানসিক ব্যাপারগুলোকেও লিগ্যাল এইডের কর্মসূচির মধ্যে যুক্ত করতে হবে।

সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, আমাদের বহুমাত্রিক কাজের মধ্যে রয়েছে আইন সংস্কার, জনমত গড়ে তোলা, পুনর্বাসন এবং সরাসরি নিরাপত্তা ও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার কাজ। এই কাজের সাথে বোধের বা উপলব্ধির ব্যাপারটিও যুক্ত। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আমাদের সবার মানসিক চাপ সামলানোর

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন যুক্তরাষ্ট্র সাইক্রেটিক সোসাইটির লাইফ মেম্বার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাইক্রেটিক বোর্ড কর্তৃক সার্টিফায়েড মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মনোয়ারা বেগম। মঞ্চে উপবিষ্ট বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সহসভাপতি সাহানা কবির, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর ও লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার

ব্যাপারটিও মনে রাখতে হবে।

রোকেয়া সদন উপপরিষদের সম্পাদক নাসরিন মনসুর বলেন, এ ধরনের কর্মশালায় আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। আমাদের শেল্টার হোমে যারা সহিংসতার শিকার হয়ে আসে তখন তাঁরা অনেকেই ট্রমাতে থাকে এবং আমাদেরও তখন কাজ করতে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। তবুও আমরা চেষ্টা করি তাঁদেরকে সময় দিয়ে ট্রমা থেকে বের করার এবং কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করার। আমাদের ধৈর্য ও কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এ ধরনের কর্মশালা জরুরি।

ডাক্তার মনোয়ারা বেগম তাঁর আলোচনায় বলেন, আমাদের সমাজে নারীর মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি আসলে খুবই উপেক্ষিত। কিন্তু মানসিক বিষয়টিও অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতার মতোই, তাই এ ব্যাপারে সচেতনতা জরুরি। মানসিক রোগগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি না সারলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

তিনি বলেন, মানসিক সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমস্যা শেয়ার করা একটা ভালো সমাধান হতে পারে। সাধারণত নির্যাতনের শিকার নারীরা নির্যাতনের পরবর্তী ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারেন না বলে কথা বলতে চান না। আবার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে নির্দিষ্ট সহিংসতাটি সংঘটনের কারণ হিসেবে তাঁরা নিজেদের দায়ি করতে থাকেন। সেজন্যও কখনো কখনো তাঁরা নিজেদের কথাগুলো বলতে পারেন না। আবার পারিবারিক সহিংসতাগুলোর ক্ষেত্রে অভিযোগ আনার সময় নারীরা নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার কথাও চিন্তা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথাও ভাবেন। তাই সেখান থেকেও একটা দ্বিধা নির্যাতনের শিকার নারীদের মধ্যে কাজ করে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার দ্বিতীয় সেশনে কেস উল্লেখ করে সহিংসতার অভিযোগ গ্রহণ, পারিবারিক সমস্যা, মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা উপস্থাপনের মাধ্যমে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অ্যাড. দীপ্তি সিকদার মামলা পরিচালনায় নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথাগুলো তুলে ধরেন বলেন, বেশ কিছু মামলায় তাকে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। রাতে ঘুমানোর সময়ও সে-সমস্ত মামলার কথা মনে পড়তো এবং ঘুম আসত না। এ সমস্ত ঘটনাগুলো মনের মধ্যে রাগ, ভয়, ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতার জন্ম দেয়। রোকেয়া সদনের তত্ত্বাবধায়ক অশ্রু ভট্টাচার্য্য বলেন, সহিংসতার শিকার কয়েকটি মেয়ে প্রতি রাতে অস্বাভাবিক আচরণ করত। কেউ কেউ সদন থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত। এই ঘটনাগুলো আমার মনে ভয়ের জন্ম দিত। করোনাকালীন সময়ে সদনের মেয়েদের বেপরোয়া আচরণ কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে ডা. মনোয়ারা বেগম বলেন, আত্মহত্যার চিন্তা এলে অবশ্যই অন্য কারো সহযোগিতা নিতে হবে এবং গোপন করে রাখা যাবে না। তিনি রোকেয়া সদনে একজন সাইকোথেরাপিস্ট নিয়োগ দেবার কথা বলেন।

নাহিদ নবী লেনা বলেন, দীর্ঘক্ষণ কাউন্সিলিং করার পরও যখন দেখি অটিজম আক্রান্ত বাচ্চাদের অভিভাবকেরা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছেন না তখন খুবই হতাশ লাগে। প্রতিদিন কাজে যাবার উৎসাহ কমে যায়।

লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা বলেন, আমরা কীভাবে মানসিক সমস্যাগুলো অতিক্রম করতে পারি তা জানতে এ ধরনের কাউন্সিলিং জরুরি। আমরা ভুল করতেই পারি, কিন্তু ভুলটাকে কত তাড়াতাড়ি আমরা শুধরে নিতে পারি সেটা জরুরি। সহিংসতার প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কাজে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন যেন ভারসাম্যহীন না হয়। আমাদের নিজেদের জীবন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে সচেতন থাকতে হবে।

মতবিনিময় সভায় সম্পাদকমণ্ডলী, লিগ্যাল এইড ও রোকেয়া সদন উপপরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং কর্মকর্তাসহ মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। সঞ্চালনা করেন জুনিয়র আইনজীবী সিননো মে মারমা।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ:

- সমস্যা ও তার জটিলতার বিষয়গুলো প্রথমেই আলোচনা করে নিতে হবে। নিজের সাথে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে গুরুত্বের সাথে তা বিবেচনায় নিতে হবে।
- যাঁরা একসাথে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছেন তাঁদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করে সমস্যাগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। এই আলোচনার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় মতামতগুলো গ্রহণ করতে হবে।
- আত্মহত্যামূলক চিন্তা এলে তা অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে এবং আলোচনা করতে হবে প্রয়োজন হলে দ্রুত প্রফেশনাল চিকিৎসকের সাথে কথা বলতে হবে।
- যখন কেউ সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে পারছে না বা চাইছে না তখন অবশ্যই সে যতক্ষণ না পর্যন্ত কথা বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে সময় দিতে হবে যাতে ওই নির্যাতনের শিকার নারী বা কন্যা কোনো মানসিক চাপ অনুভব না করে।
- একজন প্রফেশনাল কাউন্সিলর নিয়োগ দিতে হবে।
- নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে হবে।
- যাঁরা সরাসরি নির্যাতনের শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করেন তাঁদের মনে রাখতে হবে যে ঘটনাগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া যাবে না এবং আমাদের সীমাবদ্ধতার জায়গাগুলোকেও বুঝতে হবে।
- নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হয়ে কাজ করতে হবে।
- খুব বেশি জাজমেন্টাল হওয়া যাবে না। নিজেদের ভুলগুলো শিকার করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এবং সংশোধনের জন্য কাজ করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারীর মানসিক অবস্থা খুব বেশি বিপর্যস্ত মনে হলে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে জরুরিভিত্তিতে পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক শিক্ষা কারিকুলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধের দাবিতে কর্মসূচি

মানববন্ধন

শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে 'বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক শিক্ষা কারিকুলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করার দাবিতে' ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩টায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি উপপরিষদের যৌথ উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শিক্ষাবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও জাতীয় অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দীকি এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক এবং জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। এই দাবি বাস্তবায়নে সকল শ্রেণির সচেতন মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করছেন তখন প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধগোষ্ঠী এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি এই অপপ্রচার বন্ধে এবং নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ গঠনে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরতে সরকার এবং গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ বলেন, প্রণীত শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের ব্যক্তি এবং সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধগোষ্ঠী উভয়ই সমালোচনা করছে। শিক্ষাক্রমে থাকা ভুল ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এদেশের অনেকে শিক্ষানীতিকেই স্বীকার করে না। তিনি এ সময় পাঠ্যসূচিকে ত্রুটিমুক্ত করতে শিক্ষামন্ত্রণালয় ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষানীতি নিয়ে যারা সামাজিকমাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সাথে জড়িতদের নিয়ে যারা বিরূপ মন্তব্য করছে

মানববববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। পাশে উপস্থিত সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানুসহ সংগঠনের অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

তাদের জন্য এই আইনের আওতায় কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তাদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরো বলেন, জাতীয় বিপর্যয় এলে তা প্রতিহত করতে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে তা মোকাবেলা করতে কোনো দ্বিধা করবে না। সকল মানুষের শিক্ষার অধিকারকে বাস্তবায়ন করতে আমরা এক হয়ে কাজ করব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি রেখা চৌধুরী বলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক শিক্ষা কারিকুলামকে দিনে দিনে আরো পরিমার্জন করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও দায়িত্ব নিতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি বলেন প্রাইমারি স্তর থেকেই হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াতে হবে; প্রতি সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের ড্রয়িং ক্লাস, শরীর চর্চা এবং লাইব্রেরি ওয়ার্ক করাতে হবে।

এ ছাড়াও আরো বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি; শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক খুরশিদা ইমাম; ঢাকা মহানগরের সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর; তাঁরা বলেন, পাঠ্যসূচিতে থাকা কনটেন্টগুলো নানাভাবে বিকৃত করে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার এই পরিবর্তন আধুনিক বিশ্বের কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছে তাই এ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে শিক্ষার্থীদের উন্নত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আমাদের সকলকে এ শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বাগত জানানো উচিত। এমতাবস্থায় প্রণীত শিক্ষা কারিকুলামকে রক্ষার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান তাঁরা।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিদের মধ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে শামসুন্নাহার, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের রাখী জামান, ওয়াইডব্লিউসিএ-এর শিক্ষার্থী পূজা কর এবং আইইডি-এর তারিক হোসেন সংহতি প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষানীতিসহ সমাজ ও রাষ্ট্রকে অসাম্প্রদায়িক করে গড়ে তুলতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

সংগঠনের পক্ষে প্রস্তাব পাঠ করেন ঢাকা মহানগর কমিটির আন্দোলন সম্পাদক জুয়েলা জেবুননেসা খান। মানববন্ধন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি পরিচালক জনা গোস্বামী ।

উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর কমিটির নেত্রীবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠক

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বর্তমানের শিক্ষা পাঠ্যক্রম নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে 'বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও সমতাভিত্তিক, শিক্ষা পাঠ্যক্রম বিষয়ক অপপ্রচার বন্ধ হোক' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ হতে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক হেলেন মনীষা সরকার। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির; বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর; গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মো. মশিউজ্জামান এবং বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

লিখিত বক্তব্যে শিক্ষাক্রম নিয়ে ছড়ানো বিভিন্ন অপপ্রচার ও গুজবের ঘটনার অংশবিশেষ উপস্থাপন করে বলা হয় ঘটনাগুলোকে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন মনে হলেও প্রতিটি ঘটনা সাম্প্রদায়িকতার একই সুতোয় বাঁধা এবং অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সম্প্রীতি ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা। এই অপপ্রচারের ঘটনায় প্রকৃত অপরাধী কারা তা জানা সত্ত্বেও অপরাধীদের স্বরূপ সবার সামনে উন্মোচন করে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে না বরং অপ্রত্যাশিতভাবেই কোনো আলোচনা ছাড়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হচ্ছে। বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রেখে নতুন পাঠ্যপুস্তকে যে সকল ভুলত্রুটি রয়েছে তা সংশোধন করে দ্রুত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মো. মশিউজ্জামান বলেন, মুখস্ত নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে এবারে সৃজনশীল চিন্তনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে ২ বছরব্যাপী গবেষণার পর সব ধরনের মানুষের মতামত নিয়ে ২০১৯ এই শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। প্রথমবারের মতো কোনো কনসালটেন্ট ছাড়াই এনসিটিবির নিজস্ব অর্থায়ন, জনবল ও দেশের বিভন্ন শিক্ষাবিদ, গবেষকদের সহায়তায় এই শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবারের শিক্ষাক্রমে সমস্যা চিহ্নিত, সমস্যা উত্তরণের উপায়, অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান দেখানো, সকল নিপীড়িত গোষ্ঠীর মানুষকে মর্যাদা দিতে শেখার মতো মানসিক অবস্থা তৈরির জন্য শিক্ষা উপকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমকে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। অপপ্রচার ও উগ্র সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠীর চাপে পড়ে প্রত্যাহারকৃত

গোল টেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। পাশে বাঁ থেকে এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মো. মশিউজ্জামান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর

বইয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, যে দুটি বই প্রত্যাহার করা হয়েছে সে বই দুটিতে দু-একটি বানান ভুল ছাড়া অন্য কোনো ভুল-ত্রুটি আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবার কাছে বিতর্কহীন থাকার বিবেচনায় ওই দুটি বই প্রত্যাহার করলে শিক্ষার্থীরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে না।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির সরকারের প্রতি দ্বিমুখী আচরণ বন্ধ করে মৌলবাদী গোষ্ঠীকে কঠোরভাবে দমন করার জোরালো দাবি জানিয়ে বলেন, মৌলবাদীদের সাথে সমঝোতা করে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠ্যক্রম পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া কোনভাবেই কাম্য নয়। অতীত ইতিহাসের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, মৌলবাদীদের সাথে সমঝোতা করে বেশি দূর যাওয়া যায় না এবং তার পরিণামও ভালো নয়। যে দেশগুলো বিগত সময়ে মৌলবাদীদের সাথে সমঝোতা করেছিল তাদের পরিণতি আমরা দেখেছি। অতীত থেকে সবার শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর বলেন, আমরা অজান্তেই নেতিবাচক ধারণা নিয়ে বড় হচ্ছি। সব কিছুর জন্যই বিবর্তনবাদ জানা প্রয়োজন, কেননা দেশকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের যুক্তিশীল প্রজন্ম তৈরি করতে হবে।

আমাদের মাইন্ডসেট অ্যানালিটিক্যাল না, এর ফলে নানা প্রতিবন্ধকতা আসছে। এ সময় তিনি দক্ষ ও যুক্তিশীল মনোভাবের জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর, মানবাধিকার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানান।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী সংহতি প্রকাশ করে বলেন, অসাম্প্রদায়িক দেশকে পুরোপুরি উল্টো দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কী করে একটি অসাম্প্রদায়িক দেশকে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক করে ফেলা হচ্ছে, তা দেখে আমরা কেবল অবাক হই। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা যায়নি। ২০১০ সালে একটি ভালো শিক্ষানীতি করা হয়েছিল সেটাও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা যায়নি। মৌলবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার কারণেই আজ এ পরিস্থিতির উদ্ভূত হয়েছে।

বিশিষ্ট কলামিস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, সমাজের উন্নতিকে যারা পেছনে ফেলতে চায় তারাই ধর্মের দোহাই দেয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে ঘৃণা সম্প্রচার করা ও অপসম্প্রচারের সংস্কৃতি থেকে সকলের দূরে থাকাতে হবে এবং যারা বিভ্রান্ত হচ্ছে তাদের কাছেও আমাদের পৌঁছাতে হবে। শিক্ষা পাঠ্যক্রম নিয়ে বিতর্ক আসলে অজ্ঞানতার মূল দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করে।

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ (দি হাঙ্গার প্রজেক্টের দীলিপ কুমার সরকার, ব্লাস্ট-এর মাহবুবা আক্তার, বাউসি থেকে মাহবুবা বেগম নিরু, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের রাখী জামান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু এবং আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি) এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মো. মশিউজ্জামানকে উদ্দেশ করে বলেন, উগ্র মৌলবাদ জনগোষ্ঠীর সাথে সরকারে এই আপসকামিতার যা দীর্ঘদিন ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা পাঠ্যক্রমের জন্য যাঁরা আন্দোলন করে আসছে তাঁদের জন্য চপেটাঘাত। প্রত্যাহারকৃত বই দুটি অনলাইনে আছে। সকলকে তিনি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অটুট থাকার আহ্বান জানান।

মডারেটরের বক্তব্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, শিক্ষাক্রম চাহিদার সাথে বিবেচনায় রেখে সর্বদাই পরিবর্তনশীল। সরকারকে নীতিমালা বাস্তবায়নের ওপর জোর দিতে হবে। দৃঢ়ভাবে সমঝোতার ক্ষেত্রে কতটুকু সমঝোতা করা হবে তাঁর কৌশল সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয় প্রয়াণ দিবসে আয়শা খানমের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নারী অধিকার আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি আয়শা খানমের তৃতীয় প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে আয়শা খানমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানমের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা মহানগর কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগীত পরিবেশন করেন ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য আরিফা আক্তার কাকন, মাহফুজা রুমী এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং পাঠাগার উপপরিষদের সিনিয়র কর্মকর্তা শাহজাদী শামীমা আফজালী শম্পা। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানমের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ

জেলা শাখার সম্মেলন

মুন্সীগঞ্জ জেলা

মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার ১০ম সম্মেলন ১৪ জানুয়ারি শিল্পকলা একাডেমির রিহার্সেল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রেখা চৌধুরী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক খুরশীদা ইমাম এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি ও কালেক্টরেট কিশোলয় কিন্ডার গার্টেনের অধ্যক্ষ খালেদা খানম, প্রাক্তন উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মেহেরুন নেসা নাজমা, মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার প্যানেল মেয়র সোহেল রানা রানু, সরকারি হরগঙ্গা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মাহফুজা বেগম, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সুজন হায়দার জনিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রেখা চৌধুরী এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। সম্মেলন উদ্বোধনী ঘোষণা করেন রেখা চৌধুরী। উদ্বোধনের পর একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরে পতাকা একাত্তর চত্বর হয়ে বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে শিল্পকলা একাডেমিতে এসে শেষ হয়। এ সময় বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল সংগঠক-কর্মীদের মধ্যে।

সম্মেলনে অ্যাড. নাছিমা আক্তারকে সভাপতি এবং সালমা আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জী। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৫০ জন।

নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন– সভাপতি: অ্যাড. নাসিমা আক্তার, সহসভাপতিবৃন্দ: হামিদা খাতুন, সেলিনা খানম, অ্যাড. রোজিনা ইয়াসমীন, মোর্শেদা আক্তার লিপি ও শাহনাজ বেগম, সাধারণ সম্পাদক: সালমা আক্তার, সহসাধারণ সম্পাদক: নাজমা আক্তার ময়না, সংগঠন সম্পাদক : নাসরিন জাহান সাকী, অর্থ সম্পাদক: সাদিয়া জামান, আন্দোলন সম্পাদক: ফরিদা পাভীন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক: অ্যাড. সুলতানা আক্তার বিউটি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক: রাজকুমারী মুখার্জী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক: মাহফুজা বেগম মিঠু, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক: মাজেদা আক্তার টগর, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক: মাসুদা বেগম, পরিবেশ সম্পাদক: সাজতারা আক্তার, সদস্যবৃন্দ: আছিয়া বেগম, নুরুন্নাহার খানম, মোর্শেদা খানম লিপি, আয়েশা বেগম, অ্যাড. সামসুন্নাহার বেগম, নার্গিস আক্তার, সামসুন্নাহার বেগম, ফরিদা পারভীন, নাজমা সরদার নীড়া, শাহনাজ হীরা, লুবনা জাহান কবিতা, সাবরিনা আলী টিসা, আক্তার জাহান খুকু এবং তাপসী রাবেয়া তন্বি।

মুন্সিগঞ্জ জেলা শাখার সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংদেশ মহিলা পরিষদের সহসভাপতি রেখা চৌধুরী। মঞ্চে উপস্থিত আছেন (বাঁ থেকে) মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার প্যানেল মেয়র সোহেল রানা রানু, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক খুরশীদা ইমাম, জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, প্রাক্তন উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মেহেরুন নেসা নাজমা

জেলা শাখার সম্মেলন

পাবনা জেলা

পাবনা জেলা শাখা অষ্টম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন স্থানীয় পিসিসিএস বাজার রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারে ১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পাবনা জেলা শাখার সহসভাপতি নুরুন নাহার। কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক ও বেলাব শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি এবং রাজশাহী জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক নীলুফার আহম্মেদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান, নাগরিকসমাজ-এর আহ্বায়ক ও সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি আব্দুল মতীন খান, আইনজীবী অ্যাড. আবুল কালাম আজাদ বাচ্চু, ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর সাধারণ সম্পাদক হেনা গোস্বামীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলনে অ্যাড. কামরুন নাহার জলিকে সভাপতি এবং কামরুন নাহার জোসনাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন– সভাপতি: অ্যাড: কামরুন নাহার জলি, সহসভাপতিমণ্ডলী: রওশন আক্তার মিন্টু, নুরুন নাহার, করুণা নাসরিন, বদরুন নাহার, মাহামুদা খাতুন, ফাতেমা খাতুন লতা ও মাবিয়া খাতুন, সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, সহসাধারণ সম্পাদক জিনাত সুলতানা, সংগঠন সম্পাদক: রোজী খাতুন, অর্থ সম্পাদক: রেহানা করিম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক: মোছা. শরিফা খাতুন সুখী, আন্দোলন সম্পাদক: মঞ্জু আরা ইয়াছমীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক: রোজিনা আকতার, পরিবেশ সম্পাদক: পারভীন আরা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক: চামেলী রীতা কস্তা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক: রওশন আরা চম্পা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক: জাহানারা সিদ্দিক, সদস্যবৃন্দ: পূরবী মৈত্র, আনোয়ারা খানম, ফাতেমা খাতুন লতা, রাবেয়া আক্তার মুক্তা, ইসমো আরা, সাহারা খাতুন, আফরোজা পারভীন, মোছা. রেহেনা খাতুন, মোছা. মাহামুদা সুলতানা মুন্নী, মনিরা আক্তার, নিলিমা রানী ঘোষ বনা, মোছা. সম্পা রেজা, রিমা খাতুন, রুবাইয়া আক্তার, মাইমুনা আক্তার হেনা ও মার্জিয়া আক্তার মিম।

পাবনা জেলা শাখার ৮ম সম্মেলনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তীএবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করছেন জেলা শাখার সহসভাপতি নুরুন নাহার। পাশে কেন্দ্র ও জেলা শাখার সংগঠক ও আগত অতিথিবৃন্দ

জেলা শাখার সম্মেলন

বেলাব সাংগঠনিক জেলা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার ১০ম সম্মেলন বারৈচা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক ও বেলাব শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রাবেযা খাতুন শান্তি। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ডা. ফওজিয়া মোসলেম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলাব উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মনিরুজ্জামান খান, বেলাব উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান মাস্টার ও সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শারমিন আক্তার খালেদা, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী যুবলীগের কার্যনির্বাহী সদস্য মো. খোকন মাহমুদসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলনে রাবেয়া বেগম শান্তিকে সভাপতি এবং নাজরীন হক হেনাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন। সম্মেলনে প্রায় ৬৫০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন– সভাপতি: রাবেয়া খাতুন শান্তি, সহসভাপতিমণ্ডলী: রাবেয়া হক, বকুলা বেগম, নাজমুন্নাহার আমিনা, সালমা হক শান্তি ও রাফিয়া বেগম, সাধারণ সম্পাদক: নাজরীন হক হেনা, সহসাধারণ সম্পাদক: আসপিয়া আক্তার হেনা,

সংগঠন সম্পাদক: খালেদা শারমিন, অর্থ সম্পাদক: পারভীন বেগম, আন্দোলন সম্পাদক: মিনতী রানী সূত্রধর, লিগ্যাল এইড সম্পাদক: রোকসানা আক্তার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক: মায়া রানী দাস, পরিবেশ সম্পাদক: ফাতেমা বেগম, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক: নাছিমা বেগম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক: শাহিনুর আক্তার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক: নাছিমা বেগম, সদস্যবৃন্দ: রেখা আক্তার, আইরিন সুলতানা হেভেন, রুবি বেগম, মোহসিনা আক্তার, আনোয়ারা বেগম, রেহেনা বেগম, আনোয়ারা বেগম, শিল্পী বেগম, সালেহা বেগম, সুরাইয়া বেগম, শিল্পী বেগম, রোনা বেগম, ঝরণা আক্তার, নুরুন্নাহার টুটুল, হেনা আক্তার ও এ্যামি আক্তার।

বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার ১০ম সম্মেলনে মঞ্চে উপস্থিত (বা থেকে) রায়পুরা সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান মাস্টার, কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, সভাপতি ডা: ফওজিয়া মোসলেম, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু , সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম এবং বেলাব শাখার সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা

জেলা শাখার সম্মেলন

সিলেট জেলা

সিলেট জেলা শাখার একাদশ সম্মেলন ৩ মার্চ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম এবং প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা শাখার সভাপতি ছবি রানী হাওলাদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হাজেরা আক্তার, সিলেট জেলা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি এনায়েত হাসান মানিক, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের পুলিশ পরিদর্শক মাছুদা বেগম, মানবাধিকার কর্মী ও দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার সাংবাদিক আনাস হাবিব কলিন্স এবং কমিউনিস্ট পার্টির অ্যাড. আনোয়ার হোসেন সুমনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলনে ছবি রানী হাওলাদারকে সভাপতি এবং রওশন আরা মুকুলকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন– সভাপতি: ছবি হাওলাদার, সহসভাপতিমণ্ডল: রুমা চক্রবর্তী, রেনুকা দাস, শেফালী ঘোষ, শংকরী শ্যাম চৌধুরী ও রীনা কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক: রওশন আরা মুকুল, সহসাধারণ সম্পাদক: অপর্ণা গুণ সেবা, সংগঠন সম্পাদক: শাহনাজ চৌধুরী লাকী, অর্থ সম্পাদক: কৃষ্ণা ঘোষ অধিকারী, আন্দোলন সম্পাদক: উষা রানী মল্লিক, লিগ্যাল এইড সম্পাদক: রমলা তালুকদার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক: শ্রাবন্তী কর ইমা, পরিবেশ সম্পাদক: তমা রানী দাস, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক: বিলকিস আক্তার, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক: পাপড়ি শ্যাম চৌধুরী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক: শম্পা রানী পাল, সদস্যবৃন্দ: রাহিলা জেরীন কানন, টিকল মনি, খুশী রানী কর, সুমা দেবী, রুবিয়া বেগম, নাসরিন সুলতানা লাকী, মুক্তা দে, সারজানা আক্তার এমি, রিক্তা চক্রবর্তী, জান্নাতুল আক্তার, ফাতেমা বেগম, শাম্মী আক্তার, আছিমা আক্তার সুমা, চৌধুরী লুবাবা তারান্নুম আশা, জান্নাতুল ফেরদৌস, ফাতেমা জান্নাত ও চৌধুরী সেগুপ্তা তাবাস্‌সুম রাখী।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সিলেট জেলা শাখার একাদশ সম্মেলনে নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম। উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সারাবান তহুরা

জেলা শাখার সম্মেলন

কুষ্টিয়া জেলা

'অন্তর্ভুক্তিমূলক সংগঠন গড়ি, নতুন সমাজ বিনির্মাণ করি'–এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে ৪ মার্চ কুষ্টিয়া জেলা শাখার ১০ম সম্মেলন স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পাবনা জেলা শাখার সভাপতি কামরুন নাহার জলি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কুমারখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি হোসনে আরা রুবি।

সম্মেলনের শুরুতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি কুষ্টিয়া জেলা শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে শিল্পকলা একাডেমিতে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পাবনা জেলা শাখার সভাপতি কামরুন নাহার জলি এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম। সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কামরুন নাহার জলি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক আন্দোলন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খোরশেদ আলম, কবি ও সাহিত্যিক কনক চৌধুরী, অ্যাড. সুলতানা বেগম মমো, অ্যাড. গোলাম রব্বানীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ সময় ফাতেমা বেগমকে সভাপতি এবং তসলিমা খানম লতাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন– সভাপতি: ফাতেমা বেগম, সহসভাপতিমণ্ডলী: আসমা ফেরদৌসী, শিপ্রা নন্দী, রওশন আরা রুবী, অ্যাড. সুলতানা বেগম, নাঈমা আক্তার ও সাবিনা সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক: তসলিমা খানম লতা, সহসাধারণ সম্পাদক: চায়না চক্রবর্তী, সংগঠন সম্পাদক: শেফালী আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক: নিলুফা বেগম, অর্থ সম্পাদক: শেখ সামসুন্নাহার, আন্দোলন সম্পাদক: নাজমা আক্তার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক: সাঈদা হক, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক: আমেনা আক্তার আলো, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক: কানিজ মাহমুদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক: শারমিন খন্দকার, পরিবেশ সম্পাদক: নূরজাহান বেগম, সদস্যবৃন্দ: রোজিনা আক্তার, ডালিম বেগম, রেনুকা খাতুন, বীথি খাতুন, আঁখি আক্তার, শাপলা খাতুন, তন্নী, পপি, নাজমা আক্তারন, চামেলী খাতুন, আনোয়ারা বেগম, আলেয়া বেগম, বিউটি খাতুন, শিউলী, জারীন তাসনীম, ফিরোজা খাতুন, ফারজানা খাতুন, মোছা. নুরুন্নাহার বেগম ও পারভীন আহম্মদ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার ১০ম সম্মেলনে নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পাবনা জেলা শাখার সভাপতি কামরুন নাহার জলি

জেলা শাখার সাথে সম্মেলন প্রস্তুতিমূলক সভা

মুন্সিগঞ্জ

১০ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩টায় অনলাইনে মুন্সিগঞ্জ জেলা কমিটির সাথে সম্মেলন প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাসিমা আক্তার। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সহসভাপতি রেখা চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম ও অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম এবং ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস সভায় উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, বিভাগীয় সংগঠক, জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এবং কর্মকর্তাসহ সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১৬ জন। সভায় জেলা শাখার সম্মেলনে করণীয় ও কমিটি গঠন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পাবনা

৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টায় অনলাইনে পাবনা জেলা কমিটির সাথে সম্মেলন প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি নুরুন নাহার। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, সংগঠন উপপরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিভাগীয় সংগঠক, জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও কর্মকর্তাসহ সভায় মোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

বেলাব

১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখ দুপুর ২টায় অনলাইনে বেলাব সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাথে সম্মেলন প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এবং কর্মকর্তাসহ মোট উপস্থিত ছিলেন ১৭ জন।

সিলেট

২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় অনলাইনে সিলেট জেলা কমিটির সাথে সম্মেলন প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ছবি রানী হাওলাদার। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে অনলাইন সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য এবং ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য খালেদা ইয়াসমিন কণা। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, বিভাগীয় সংগঠক, জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এবং কর্মকর্তাসহ সভায় মোট সংযুক্ত ছিলেন ১৬ জন।

কুষ্টিয়া

১ মার্চ দুপুর ১২টায় অনলাইনে কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সাথে সম্মেলন প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম। কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম এবং সংগঠন উপপরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য খালেদা ইয়াসমিন কণা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, বিভাগীয় সংগঠক, জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এবং কর্মকর্তাসহ সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ৩৮ জন।

সাংগঠনিক পক্ষের স্লোগান বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনের পুরস্কার বিতরণী

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে সাংগঠনিকপক্ষ'২০২২-এরস্লোগান'সংগঠনেরশক্তিসংহতকরি: সংগঠকের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি' বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হয়। ২৮টি জেলা স্লোগান বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে তিনটি জেলা শাখাকে ১ম, ২য় এবং ৩য় হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ডা. মাগদুমা নার্গিস রত্না, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দসহ মোট ৫৫ জন। প্রতিবেদন রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার বিজয়ী বরিশাল জেলা শাখা, দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা এবং তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ী কিশোরগঞ্জ জেলা শাখাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম।

জেলা শাখায় সাংগঠনিক কার্যক্রম

কুমারখালী: তেবাড়িয়া মধ্যপাড়া কমিটি গঠনের সময় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

নাটোর: কামারদিয়ার এলাকায় অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে উপস্থিতির একাংশ

কুমারখালী

শাখা সম্মেলন: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা শেষে গঠনতন্ত্র অনুসারে সংগঠন পরিচালনা ও নারীসমাজকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি তেবাড়িয়া মধ্যপাড়া শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্বপ্না খাতুনকে সভাপতি, সাজেদা খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক ও সাথী আক্তারকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট পাড়া কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী, সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান, লিগ্যাল এইড সম্পাদক আকলিমা খাতুন মিনা, অর্থ সম্পাদক শামীমা আক্তার, আন্দোলন সম্পাদক মেরিনা আক্তার মিনা, সংগঠন সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' পাঠ এ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ নারীদের সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে কুমারখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি এলঙ্গী কলোনি পাড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলঙ্গী পাড়া শাখার সভাপতি ফরিদা খাতুন। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী, সহসভাপতি চম্পা নজরুল ও সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী প্রমুখ। আলোচনা শেষে স্থানীয় নারীদের মাঝে সংগঠন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বর্তমান সদস্যবৃন্দ সংগঠনের আদর্শ ধারণ করে সংগঠনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। এ সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর

সাংগঠনিক সভা: নাটোর জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ১২ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় দিয়ারভিটায় সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিয়ারভিটা শাখার সদস্য জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠন পরিচালনা ও নারী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন হরিশপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মো. বারেক, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান ও প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ ছন্দা সাহা।

বক্তারা বলেন, সংগঠনের কর্মী ও সংগঠকবৃন্দ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও তৃণমূলে নারীদের সচেতন ও সংগঠিত করার কাজ করে চলেছে। তৃণমূলে কাজ করার মাধ্যমে মহিলা পরিষদ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠন হিসেবে একটি বিশেষ অবস্থানে পৌঁছেছে। ১৬ বছর বা তদূর্ধ্ব যেকোনো নারী মহিলা পরিষদের সদস্য হতে পারে। সভায় মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: নাটোর জেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় উপরবাজারস্থ সংগঠন কার্যালয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্মী-সংগঠকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে কাজ করা, তৃণমূলে সংগঠনকে শক্তিশালী করা, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি শ্যামা বসাকের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি মায়া পাল, সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক শেফালী পাল প্রমুখ। সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীনের সঞ্চালনায় সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার কর্মী-সংগঠক মিলে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

উঠান বৈঠক: নাটোর জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ১৩ মার্চ বিকেল সাড়ে ৩টায় কামারদিয়ার পাড়া শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, প্রাথমিক কমিটি গঠন ও সদস্য হওয়ার নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন জেলা শাখার সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান ও কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রভাতী বসাক ও রুবিয়া বেগম। বৈঠকে ৪০ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ: উকিল পাড়ায় উঠান বৈঠকে উপস্থিত তৃণমূল সদস্যদের একাংশ

রংপুর: সাংগঠনিক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী। উপস্থিত আছেন জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

রংপুর

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: রংপুর জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ১৮ জানুয়ারি সকাল ১০টায় কামাল কাছনা শালবনে জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারিয়া রহমানের স্বাগত বক্তব্যের পর সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সিডও, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম এবং দক্ষ সংগঠক হওয়ার উপায়, দক্ষ সংগঠকের গুণাবলি এবং ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন যথাক্রমে সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন আকতার, সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, সহসভাপতি মাহবুবা আরা বেগম এবং সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী। জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং জেলা কমিটির সদস্য লায়লা আরজুমান্দ বানুর সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণে মোট ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

নওগাঁ

শাখা সম্মেলন: ৯ ও ১০ জানুয়ারি যথাক্রমে নওগাঁ সদরের পূর্ব পাড়া এবং হাট নওগাঁ শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাড়ায় তিয়াশা আকতারকে সভাপতি এবং তিথীকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট এবং হাট নওগাঁ শাখায় শামীমা আকতারকে সভাপতি এবং রাজিয়া আকতারকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পাদক পারভীন আক্তার, সদস্য মুক্তি বেগম, ফেরদৌসী আক্তার, সাথী বেগম এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নেত্রীবৃন্দ নবগঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা: ১২ জানুয়ারি নওগাঁ জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা

পাবনা: মাসিক সভায় উপস্থিত পাবনা জেলা শাখার সহসভাপতি নুরুন নাহার, রওশন আক্তার মিন্টু, সাধারলণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি ও সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনাসহ অন্যান্য সংগঠকবৃন্দ

বরিশাল: গৌরনদী উপজেলা শাখার প্রথম সম্মেলনে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিপিন চন্দ্র বিশ্বাসসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নারী ও কন্যা নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সিদ্দিকা খাতুন। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নুরজাহান বেগম।

পাবনা

এনজিও-বিষয়ক সমন্বয় সভা: পাবনা জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ-আল-মামুনের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জানুয়ারি-মার্চ মাসে এনজিও সমন্বয় কমিটির পৃথক তিনটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভায় জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি এবং পরের দুটি সভায় জেলা শাখার নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা যোগদান করেন।

কর্মীসভা: পাবনা জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের আয়োজনে 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সংগঠকদের পেশাদারি দক্ষতা' বিষয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলা ও পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে যথাক্রমে ১১ জানুয়ারি ও ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় পৃথক দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি করুণা নাসরিনের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, আন্দোলন সম্পাদক জিনাত সুলতানা এবং নবগঠিত কমিটির আন্দোলন সম্পাদক মঞ্জু আরা ইয়াছমিন। দুটি সভায় ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল

কর্মীসভা: 'সংগঠকের গুণগত মান বৃদ্ধি করি, সংগঠনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করি'–এই স্লোগান সামনে রেখে ২৪ জানুয়ারি ও ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে পৃথক দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে জেলা শাখার সহসভাপতি জাহান আরা বেগম ও সহসভাপতি নূরজাহান বেগম। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, জেলা শাখার সম্মেলন সম্পন্ন করা এবং সংগঠনে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মী-সংগঠকদের করণীয় ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মলিনা মণ্ডল, সদস্য কানিজ ফাতেমা ও তহমিনা বেগম প্রমুখ। দুটি সভায় মোট ৪৮ জন কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গৌরনদী শাখার সম্মেলন: ১৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় উপজেলা পরিষদের হলরুমে গৌরনদী উপজেলা শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন গৌরনদী উপজেলা শাখার সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান মনিরুন্নাহার মেরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস। জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশনের সূচনা হয়। উদ্বোধনের পর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী,

সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, গৌরনদী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শিপ্রা বিশ্বাস প্রমুখ। দ্বিতীয় অধিবেশনে মনিরুন্নাহার মেরীকে সভাপতি ও শিপ্রা বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কাউখালী

সাংগঠনিক সফর: জানুয়ারি মাসের ২১ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখায় কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ জয়কুল, আইরন, কাঁঠালিয়া, বাশুরী, গান্ডতা ও আসপর্দী গ্রাম শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন। সফরকালে নেত্রীবৃন্দ শাখাগুলোর সংগঠক ও সদস্যদের সাথে আলোচনা সভা করেন। এ সময় তাঁরা সংগঠনকে আরো সক্রিয় করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেন এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করেন। তৃণমূল সংগঠকদের জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেন এবং তরুণীদের সংগঠনে যুক্ত করার পরামর্শ দেন।

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠন সংহতকরণে কর্মী-সংগঠকের ভূমিকা এবং তরুণ সংগঠকদের ভূমিকা ও নারী আন্দোলন বিষয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় সদস্য, কর্মী ও সংগঠকদের নিয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা, সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার এবং সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। সঞ্চালনা করেন জেলা কার্যকরী কমিটি সদস্য কুমকুম ভট্টাচার্য। এ প্রশিক্ষণে ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

কর্মীসভা: ২৩ মার্চ বেলা ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন গ্রাম শাখার সদস্যদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে কর্মী-সংগঠকদের ভূমিকা ও দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য জাহানূর বেগম। বক্তাগণ বলেন, কর্মী-সংগঠক ও সদস্যদের সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মেনে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে হবে। ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের চর্চা করতে হবে। সংগঠনের বিস্তৃতি করতে তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করতে হবে এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। তরুণী কর্মী সংগীতা সমাদ্দারের সঞ্চালনায় সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালী: কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার

নেত্রকোণা: চুচুয়া মারাদীঘী তৃণমূল কমিটিতে উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম

নেত্রকোণা

কর্মীসভা: 'সংগঠকের গুণগত মান বৃদ্ধি করি, সংগঠনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করি'–এই স্লোগানে ১৯ জানুয়ারি বেলা ৩টায় নেত্রকোণা জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে বলাইনগুয়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বলাইনগুয়া শাখার সভাপতি হোসনে আরা। আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সাফিয়া লায়েছ, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পদক মঞ্জু সরকার, আন্দোলন

সাতক্ষীরা: উত্তর কাটিয়া দাশপাড়াতে পাড়া কমিটি গঠনের সময় বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক রূপা মিত্র

রাজশাহী: লিচুবাগান এলাকায় আহ্বায়ক কমিটি গঠনকালে উপস্থিত জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

সম্পাদক সৈয়দা শামসুন্নাহার বিউটি প্রমুখ। বক্তাগণ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি)-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সংগঠন সম্পাদক শিপ্রা সিংহের সঞ্চালনায় সভায় মোট ৫১ জন উপস্থিত ছিলেন।

উঠান বৈঠক: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ২২ ফেব্রুয়ারি চুচুঁয়া মারাদীঘি পূর্বপাড়া শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন উক্ত কমিটির সভাপতি হাসনা পারভীন। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি রেহেনা সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক শিপ্রা সিংহ, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা শামছুন্নাহার বিউটি, সদস্য নুরজাহান আক্তার এবং চুচুঁয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক ললিতা আক্তার। বক্তাগণ বলেন, মহিলা পরিষদের স্বেচ্ছাশ্রমে উদ্বুদ্ধ হয়েই এর কর্মী-সংগঠকবৃন্দ নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বৈঠকে ৫১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা

শাখা সম্মেলন: উত্তর কাটিয়া দাশপাড়ায় ৩১ জানুয়ারি এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি কাটিয়া সরকার পাড়া শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দাশপাড়ায় নাজমা আক্তারকে সভাপতি ও আরিফা খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২০ সদস্যের কমিটি এবং সরকার পাড়ায় হালিমা খাতুনকে সভাপতি ও খুশি খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে সহসভাপতি সালেকা হক কেয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক রূপা মিত্র, সদস্য ফরিদা বেগম প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী

আহ্বায়ক কমিটি গঠন: জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ৫ জানুয়ারি বিকেলে লিচুবাগান এলাকায় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের পূর্বে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন লিমাসহ অন্য নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, আহ্বায়ক কমিটি হচ্ছে সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়। আহ্বায়ক কমিটি গঠনের এক বছরের মধ্যে সম্মেলন করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি কাজ হবে স্থানীয় নারীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মহিলা পরিষদের সদস্য করা এবং সম্মেলন করা। সভা শেষে মোসা. পারভীন বেবীকে আহ্বায়ক এবং রুমা বেগম ও মিলি খাতুনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

উঠান বৈঠক: ১৮ জানুয়ারি বিকেলে পবা থানার নবগঙ্গা গ্রামে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, নবগঙ্গা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুফিয়া হাসান, সদস্য নুরুন্নাহার পারভীন, শাহনাজ পারভীন প্রমুখ। সভায় বক্তাগণ

বলেন, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, জাতীয় ভিত্তিক আন্দোলন–যা প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন সমাজের সকল স্তরের নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সভায় ২৯ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা: ২৫ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় বড়গাছি ইউনিয়ন শাখায় নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মৌলিক শর্ত বিষয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে সভায় উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শিখা রায়, বড়গাছি ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক রহিমা বেগম প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী আন্দোলন ও সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। সভায় ২৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর

সাংগঠনিক সফর: তৃণমূল শাখাগুলোকে অধিকতর সক্রিয় করার মাধ্যমে সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের একটি দল ২৪ জানুয়ারি রঘুনন্দনপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ব খাবাসপুর এবং ২১ মার্চ আবার রঘুনন্দনপুর পাড়া শাখা সফর করেন। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, আন্দোলন সম্পাদক আনোয়ারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ এ সফরগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে তাঁরা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠন পরিচালনা পদ্ধতি, সংগঠনে তরুণীদের সম্পৃক্ত হওয়াসহ নানা বিষয়ে স্থানীয় নেত্রীবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন।

কিশোরগঞ্জ

শাখা সম্মেলন: বত্রিশ লিংক রোড শাখার সম্মেলনে সন্ধ্যা রানী সরকার সভাপতি ও ফেরদৌসী বেগম সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ৪ জানুয়ারি জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক হামিদা বেগম, সদস্য মনিকা দাস ও বন্দনা দত্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ২১ সদস্যবিশিষ্ট প্রাথমিক কমিটি গঠন করা হয়।

এ ছাড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটল বার্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুল মাঠে দানাপাটুলী ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাছুমা আক্তার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম পর্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার পর লিটল বার্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রিন্সিপাল মাহমুদা আক্তার শিল্পীকে সভাপতি ও সালমা আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

কর্মীসভা: নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, করোনা পরবর্তীকালে নারীর স্বাস্থ্য, বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা-২০২৩

ফরিদপুর: পূর্ব খাবাসপুর শাখায় সাংগঠনিক সফরকালে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম

কিশোরগঞ্জ: সংগঠন কার্যালয়ে মাসিক সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ সম্পাদক বনশ্রী সরকার

কুড়িগ্রাম: কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জুলিয়া জুলকারনাইন

প্রস্তুতি, জাতীয় পরিষদ সভা-২০২৩-এর অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি বিষয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩১ জানুয়ারি ও ২১ মার্চ দুটি এবং ১০ ফেব্রুয়ারি গাংগাটিয়া জমিদার বাড়ি শাখায় এবং ১০ মার্চ করিমগঞ্জ উপজেলার আয়লা গ্রাম শাখায় আরো দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভা দুটিতে সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, অর্থ সম্পাদক হাসিনা হায়দার চামলী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রতিভা শীল, আন্দোলন সম্পাদক মাছুমা আক্তার প্রমুখ। এসব সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার সংগঠক-কর্মীসহ ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা: ২৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় সতাল পাঠান বাড়িতে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সতাল শাখার সভাপতি রেহেনা অক্তার। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক, প্রাক্তন সভাপতি সুলতানা রাজিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম ও পাড়া শাখার সদস্য সন্ধ্যা রানী দত্ত ও সৃষ্টি রানী সূত্রধর।

সাংগঠনিক সফর: জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ১০ মার্চ বিকেলে করিমগঞ্জ চৌধুরী বাড়ি শাখা সফর করেন। সফরকালে নেত্রীবৃন্দ পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফারজানা আক্তার ও সিনিয়র সদস্য সাহিদা আক্তার খানমের সাথে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

কুড়িগ্রাম

উঠান বৈঠক: বর্তমান শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে বিতর্ক এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে করণীয় সম্পর্কে ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে নিমবাগান পাড়া শাখায় শাখা সভাপতি শংকরী সরকারের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও শিক্ষা কারিকুলাম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তাগণ বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে অনেক সমস্যা হচ্ছে। করোনার প্রাদুর্ভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গ্যাস, তেল, খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়েছে। পাশাপাশি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ বছর প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে যে বিতর্ক হচ্ছে তা অনভিপ্রেত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রমের কোনো বিকল্প নেই। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী প্রমুখ। বৈঠকে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ: জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি বিকেলে নাজিরা মিয়াপাড়া শাখার সংগঠকদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি মুক্তি চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী ও সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিচিতি, কর্মক্ষেত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলনীতি, উপপরিষদসমূহের কর্মপরিধি, সংগঠকদের দায়িত্ব, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে সংগঠন পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণে জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া

কর্মীসভা: সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র অনুসরণ এবং সংগঠন শক্তিশালীকরণ সম্পর্কে করণীয় বিষয়ে ২০ মার্চ কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম। উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার, সহসাধারণ সম্পাদক চায়না চক্রবর্তী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিলুফা বেগম রীণা প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম শাখার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাগুরা

শোক প্রকাশ ও স্মরণসভা: মাগুরা জেলা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং শিবরামপুর পাড়া শাখার সভাপতি মোছা. আনোয়ারা বেগম লাইলীর প্রয়াণে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মাগুরা জেলা শাখা গভীর শোক প্রকাশ করে এবং সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী লাবণী জামান। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক কৃষ্ণা সরকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক খালেদা হাশিম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত, প্রয়াত আনোয়ারা বেগমের পুত্র আনিসুর রহমানসহ শিবরামপুর পাড়া শাখার সদস্যবৃন্দ। বক্তারা আনোয়ারা বেগমের কাজের পরিধি ও সংগঠনে তাঁর অবদান আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। উল্লেখ্য, আনোয়ারা বেগম ১৩ মার্চ নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন।

চট্টগ্রাম

সাংগঠনিক সফর: জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের একটি দল ১ মার্চ বাগমনিরাম শাখা সফর করেন। সফরকালে সংগঠকদের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি লতিফা কবির, সহসভাপতি শেলী দে, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পালসহ অন্য নেত্রীবৃন্দ এ সফরে অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ

সাংগঠনিক সফর: জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, সংগঠন সম্পাদক প্রীতি কণা দাস, লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক শোভা সাহা এবং প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ সুজাতা আফরোজের সমন্বয়ে গঠিত তিনটি দল গত ১১ জানুয়ারি আমলাপাড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ভুইয়ারবাগ এবং ২৯ মার্চ ঢাকেশ্বরী শাখা সফর করেন। সফরকালে নেত্রীবৃন্দ এসব শাখার সংগঠক ও সদস্যদের সাথে সংগঠন শক্তিশালী করা, সদস্যদের অধিকতর সক্রিয় করাসহ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

রাজবাড়ী

উঠান বৈঠক: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং স্থানীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতন বন্ধে পাড়া কমিটির ভূমিকা বিষয়ে বিভিন্ন পাড়া শাখায় তিনটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৯ জনুয়ারি বেড়াডাঙ্গা তালতলা, ৩০ জনুয়ারি ধুঞ্চি গোদার বাজার এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ড্রাইআইস ফ্যাক্টরি পাড়া বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি

চট্টগ্রাম: বাগমনিরাম শাখা সফরে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির

বেলাব: কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন বেলাব শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি

পূর্ণিমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা জাহান মিনি, অর্থ সম্পাদক শাশ্বতী চক্রবর্তী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নমিতা দাস, সদস্য নাজমা সুলতানা, শার্মীন রেজা লোটাস, সদর উপজেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক নইমা আক্তার প্রমুখ। তিনটি বৈঠকে ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বেলাব

কর্মীসভা: বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার আসন্ন ১০ম সম্মেলন উপলক্ষে ১২ ফেব্রুয়ারি জেলা শাখা কার্যালয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক ও বেলাব জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা, সহসাধারণ সম্পাদক আসপিয়া আক্তার হেনা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রোকসানা বেগম প্রমুখ। সভায় ৩৮ জন কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা: বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি

সুনামগঞ্জ: কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা

মধুখালী: উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল সংগঠক লছমিয়া বন্যা

রহিমেরকান্দি প্রাথমিক শাখায় আলোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখা সভাপতি আফরোজা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় বেলাব সাংগঠনিক শাখার ১০ম সম্মেলনের প্রস্তুতি, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য বৃদ্ধিসহ প্রাথ মিক শাখায় সংগঠন শক্তিশালীকরণ সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা। সভাটি পরিচালনা করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন। সভায় ৪৯ জন কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

কর্মীসভা: যৌথ নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সংগঠনের কর্মকাণ্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে ২৪ জানুয়ারি বিকেলে কলেজপাড়া শাখায় এবং ১২ মার্চ বিকেলে ব্যাসদি গ্রাম শাখায় মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে তৃণমূল নারীদের নিয়ে পৃথক দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম প্রমুখ। বক্তগণ বলেন, সংগঠনের বহুমাত্রিক কাজের মধ্য দিয়ে সংগঠক-কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবীও প্রয়োজন। এজন্য স্বেচ্ছাশ্রমের সাথে পেশাদারি দক্ষতা মিলাতে হবে। সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুণগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

উঠান বৈঠক: ১২ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় গোন্দারদিয়া গ্রাম শাখায় তৃণমূল সংগঠক লছমিনা বন্যার সভাপতিত্বে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সদস্য খুরশিদা আনোয়ার প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, নারীর অধিকার বাস্তবায়নের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ বাড়াতে হবে। অধিকার বঞ্চিত নারীদের সচেতন করতে হবে। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: ৬ মার্চ বেলা ৩টায় মীরের কাপাষাটিয়া গ্রাম শাখায় সহসভাপতি খুকু বেগমের সভাপতিত্বে তৃণমূল নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া ও সদস্য শিমু রহমান। বক্তাগণ বলেন, প্রত্যেক কর্মীকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করতে হবে ও প্রযুক্তি বিদ্যার চর্চা করতে হবে। নিজেকে যোগ্যতর হিসেবে তৈরি করতে হবে। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ

কর্মীসভা: সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করা এবং তৃণমূল কর্মী-সংগঠকদের অধিকতর সক্রিয় করার লক্ষ্যে জেলা শাখা কার্যালয়ে একটি এবং দুটি গ্রাম শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি সঞ্চিতা চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৭ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা জেলা শাখার কার্যালয়ে, ১৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে জগন্নাথপুর গ্রাম শাখায় শাখা সভাপতি হালিমা খাতুনের সভাপতিত্বে এবং ৪ মার্চ বিকেলে মঈনপুর গ্রাম শাখায়

সদস্য আয়তুন নেছার সভাপতিত্বে এ সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য, সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মিনা পাল প্রমুখ আলোচনা করেন। বক্তাগণ বলেন, তৃণমূল কর্মীরাই সংগঠনের শক্তি। নারী আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী ও বেগবান করতে হলে তৃণমূলের প্রত্যেক কর্মী-সংগঠককে সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। তিনটি সভায় ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা: 'এসো ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পাঠ করি, নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করি'–এই আহ্বান জানিয়ে জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের সাপ্তাহিক কর্মসূচি 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা সভা সপ্তাহের প্রতি সোমবারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জানুয়ারি-মার্চ মাসে ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও তৃণমূল সংগঠকগণ নিয়মিত এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

স্বরূপকাঠী

কর্মীসভা: ৩ মার্চ সকাল ৯টায় স্বরূপকাঠী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহান। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীরা রানী চৌধুরী, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সহসভাপতি শাহিদা হক, সাংগঠনিক সম্পাদক নর্গিস জাহান, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মালতি বোস, অর্থ সম্পাদক বর্ণালী কর প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, কর্মীদের মাধ্যমে নারীসমাজের মধ্যে মহিলা পরিষদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পৌঁছে দিতে হবে। সকলকে বোঝাতে হবে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে মহিলা পরিষদ নিরলসভাবে নারী অধিকার তথা সমাজ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সভায় মোট ৩৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

শাখা সম্মেলন: ১৪ জানুয়ারি বিয়ানীবাজার উপজেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাসিনা বেগম। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনাজ চৌধুরী লাকী ও আন্দোলন সম্পাদক রমলা তালুকদার। এ অধিবেশনে নেত্রীবৃন্দ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও নারী-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে দিপ্তি রানী বিশ্বাসকে সভাপতি ও সাপিয়া রহমান লিপিকে সাধরণ সম্পাদক মনোনীত করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

স্বরূপকাঠি: কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, উপস্থিত আছেন সভাপতি লাইলী জাহান, সহসভাপতি শাহিদা খাতুন, নাদিরা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান প্রমুখ

সিলেট: নবগঠিত জেলা কমিটির প্রথম মাসিক সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

কর্মীসভা: জেলা শাখার কার্যালয়ে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য রেনুকা দাস। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পাঠ করা হয় ও তা অনুসরণ করার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হয়। সভায় ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক সভা: ৩ মার্চ সিলেট জেলা শাখার একদশ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর ১৩ মার্চ জেলা শাখা কার্যালয়ে নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ছবি রানী হাওলাদার। সভায় ৯টি উপপরিষদকে পুনর্গঠন করা হয়।

কলমাকান্দা: চাঁনপুর পাড়া শাখার কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সহসভাপতি সন্ধ্যা রাণী। উপস্থিত আছেন সভাপতি রওশন আরা পারভিন, সাংগঠকিন সম্পাদক চায়না রায়সহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

উপপরিষদগুলো হলো–সংগঠন, লিগ্যাল এইড, আন্দোলন, অর্থ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ এবং পরিবেশ।

আহ্বায়ক কমিটি গঠন: ২২ মার্চ বলাউরা কসকালিকা এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আয়শা বেগম। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক রমলা তালুকদার। বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার পর আয়শা বেগমকে আহ্বায়ক এবং সুলতানা বেগম এবং শাহিনা বেগমকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

মুন্সীগঞ্জ

আলোচনা সভা: ১৪ জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার ১০ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ২৯ জানুয়ারি সম্মেলন পরবর্তী নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নতুন কমিটির সদস্যদের পরিচয় পর্বের পর সম্মেলন অনুষ্ঠানের নানা দিক পর্যালোচনা করে আলোচনা হয় এবং আয়োজনে যেসব দিকে ঘাটতি ছিল ভবিষ্যতে সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

পাশাপাশি, ৮ ফেব্রুয়ারি ও ১২ মার্চ জেলা শাখা কার্যালয়ে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি অ্যাড. রোজিনা ইয়াসমিন, হামিদা খাতুন ও মোরশেদা আক্তার লিপি, সাধারণ সম্পাদক সালমা তালুকদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বন্যা আহমেদ ময়না, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জী, অর্থ সম্পাদক সাদিয়া জামান, সদস্য নার্গিস সুলতানা, আয়েশা বেগম, তাপসী রাবেয়া, আক্তার জাহান খুকু প্রমুখ। দুটি সভায় ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

কলমাকান্দা

উঠান বৈঠক: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে তৃণমূল সদস্যদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮ জানুয়ারি বাসাওড়াচং পাড়ায় মুসলিম উদ্দিনের বাড়িতে এবং ২৭ মার্চ বিকেলে পাচুড়া এলাকায় আফরোজা আক্তারের বাড়িতে পৃথক দুটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আলোচনা করেন সহসভাপতি সন্ধ্যা রানী সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক চায়না রায়, অর্থ সম্পাদক মালেকা খাতুন প্রমুখ। বক্তারা সাংগঠনিক যেকোনো সমস্যা সমাধানে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ এবং পাঠ করার অনুরোধ জানান।

প্রাথমিক শাখা গঠন: তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের ভিত মজবুত করার লক্ষ্যে কলমাকান্দা সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি রাজাপুর গ্রামে প্রাথমিক শাখা গঠন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ফারজানা আক্তার। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি সন্ধ্যা রানী সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক চায়না রায় প্রমুখ। সভায় নেত্রীগণ সংগঠনের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাধারণ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সভায় ফারজানা আক্তারকে সভাপতি এবং রাহেলা আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট রাজাপুর পাড়া শাখা গঠন করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কর্মীসভা: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ এবং সংগঠনে বিস্তৃতি বৃদ্ধি ও কর্মী সংগঠকদের সক্রিয়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে তিনটি পাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জানুয়ারি বিকেলে সীতানগর গ্রামে হেমলতা ঋষির সভাপতিত্বে, ৪ মার্চ বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে শোভা পালের সভাপতিত্বে এবং ১২ মার্চ মুন্সেফপাড়া শাখায় নুরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে এ তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার দীনা ও সদস্য জীবা জাহান লুনা, মনীষা দাস, পাড়া শাখার সদস্য নাজমা বেগম প্রমুখ। নেত্রীবৃন্দ বলেন, ঘোষাণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার বিধি ও পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইড। এটা অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনা করতে হবে। এ সময় উপস্থিত সদস্যগণ সংগঠনকে শক্তিশালী করা ও নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার অঙ্গীকার করেন। তিনটি সভায় ৪৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: মহিলা পরিষদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ নারীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি

কলেজপাড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যপাড়া এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি মৌড়াইল রেল কলোনিতে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সভাপতি শোভা পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা শিকদার দীনা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নুরুন্নাহার বেগম, আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী, কার্যকরী কমিটির সদস্য নেলী আক্তার, যোগমায়া বর্মণ ও বীনা সরকার। বক্তাগণ বলেন, সংগঠন শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটি ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তিনটি সভায় মোট ১১০ জন কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় পুনিয়াউট পাড়া শাখায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন জেলা শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য নেলী আক্তার। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি শোভা পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা শিকদার দীনা, আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী। বক্তাগণ বলেন, দক্ষ কর্মী-সংগঠক তৈরি ও সংগঠনের বিস্তৃতির মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কর্মী-সংগঠকদের সংগঠিতভাবে কাজ করতে হবে। সভায় মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: জেলা কার্যালয়ে কর্মীসভা আলোচনা করছেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী

টঙ্গী: জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে কর্মীসভায় আলোচনা করছেন সাধারণ সম্পাদক রীতা ব্রহ্ম

টঙ্গী

কর্মীসভা: ২০২৩ সালের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ ও প্রস্তুতির লক্ষ্যে টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৫ জানুয়ারি বেলা ৩টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রীতা ব্রহ্ম ও সহসাধারণ সম্পাদক নুরজাহান। বক্তারা বলেন, এই কর্মীসভার মাধ্যমে সারা বছর কীভাবে সংগঠনের কাজ পরিচালিত হবে তার একটি ধারণা পেল সবাই। পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষতার সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সবাইকে কাজ করতে হবে। সেইসঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে। এভাবে শক্তিশালী সংগঠন ও দক্ষ কর্মী তৈরি হবে। সভায় ২২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

যশোর

কর্মীসভা: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ করা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, স্বেচ্ছাসেবারভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা, নির্দলীয় অবস্থান, সংগঠনের গতিশীলতা রক্ষা করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, অঙ্গীকারাবদ্ধতা, সমতায় বিশ্বাসী, নেটওয়ার্ক গঠন এবং সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পেশাদারি দক্ষতা অর্জন কর্মী-সংগঠকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। ১৬ জানুয়ারি জেলা শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় নেত্রীবৃন্দ এসব কথা উল্লেখ করেন। জেলা শাখার সহসভাপতি রোজিনা রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদীনা রহমান এ্যানি, লিগ্যাল এইড সম্পাদক

ঢাকা মহানগর: উত্তরা শাখায় কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। উপস্থিত আছেন অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

অ্যাড. কামরুন নাহার কনা, ভারপ্রাপ্ত অর্থ সম্পাদক উম্মে মাকসুদা মাসু, কাজীপাড়া নদীরপাড় শাখার সভাপতি হনুফা বেগম, ঘোষপাড়া শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক সুচিত্রা মল্লিক, ঋষিপাড়া শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ফাতেমাতুজ ববি, ঘোপ পাড়াম শাখার সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার প্রমুখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন।

ময়মনসিংহ

ঈশ্বরগঞ্জে সম্মেলন প্রস্তুতি সভা: ৭ জানুয়ারি ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখার সম্মেলন প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি মায়া সরকার। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন– সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা ও সাংগঠনিক সম্পাদক মরিয়ম বেগম ময়না। সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি উপজেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা সঞ্চালনা করেন উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারা পারভিন বিনা।

সাংগঠনিক সফর: জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের দুটি দল ২৫ ফেব্রুয়ারি গৌরীপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন। সভাপতি মনিরা বেগম অনু এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক আনোয়ারা পারভিন বীনা ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখা সফরকালে কেন্দ্রীয় সার্কুলারের আলোকে উপজেলা শাখার কর্মসূচি পালন এবং পূর্ব নির্ধারিত তারিখে সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্ভব না-হওয়ায় যত দ্রুত সম্ভব সম্মেলন করার তাগিদ দেন। এ সময় উপজেলা শাখার সদস্যসহ ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা ও সাংগঠনিক সম্পাদক মরিয়ম বেগম ময়না গৌরীপুর উপজেলা শাখা সফরকালে সাংগঠনিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও উপজেলা শাখার বাস্তবায়িত কর্মসূচি সম্পর্কে সভাপতি নাদিরা জামান পান্না ও অন্যান্য সংগঠকবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন। এ সময় উপজেলা শাখার ২১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর

উঠান বৈঠক: সাংগঠনিক কাজের ধারা, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ জানুয়ারি বিকেলে সিকদার মল্লিক ইউনিয়নে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখার সদস্য মনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আকতার হেনা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক কানিজ ফাতেমা হাসি, সদস্য তাসলিমা বেগম প্রমুখ। বৈঠকে ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা: সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, অধিকার আদায়ে নারীশিক্ষার গুরুত্ব, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাতোয়ারা টুলির সভাপতিত্বে সহসভাপতি খায়জুরান দিরোজ, সাধারণ সম্পাদক সালমা রহমান, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা প্রমুখ আলোচনা করেন। সভায় বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যসহ ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা মহানগর

কর্মীসভা: ঢাকা মহানগর শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ২৯ জানুয়ারি উত্তরা শাখায় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় কল্যাণপুর পাইকপাড়া শাখায় পৃথক দুটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে ঢাকা মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর মহানগরের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উত্তরা পাড়া শাখার সহসভাপতি কল্যাণী পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় উত্তরা শাখার সম্মেলন এবং সদস্য বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলতানা পারভীনকে আহ্বায়ক এবং শামীমা আক্তার ও ফাতেমা শেখকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন পাড়া শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জাহান আরা খাঁন কহিনূর। এ সভায় ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, কল্যাণপুর পাইকপাড়া শাখায় শাখা সভাপতি মানসুরা বেগমের সভাপতিত্বে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকের করণীয় সম্পর্কে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিন ইতি, সহসাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান পাপিয়া এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক নিগার সুলতানা উর্মী আলোচনা করেন। অর্থ সম্পাদক বিলকিস বানু শাহিনের সঞ্চালনায় এ সভায় ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখায় আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নারী-অধিকার আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আয়শা খানম ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি প্রয়াত হন। এ বছর তৃতীয় প্রয়াণ দিবসে সংগঠনের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল শাখা পর্যন্ত দেশব্যাপী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রয়াত এ নেত্রীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। তাঁর প্রয়াণ দিবসে জেলা শাখার কর্মসূচিগুলো এখানে তুলে ধরা হলো–

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানম স্মরণসভায় উপস্থিতির একাংশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

স্রোতের বিপরীতে চলা বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আয়শা খানমের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি জেলা শাখা কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি শোভা পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আয়শা খানমের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরীসহ জেলার অন্য নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা উল্লেখ করেন আয়শা খানম তাঁর পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন নারীর অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনার একজন পূর্ণ মানুষ আমাদের এই সমাজে বিরল। সারা জীবন তিনি মানুষের জন্য ভেবেছেন, মানুষের কাজ করার জন্য নিজেকে তৈরি করেছেন এবং মানুষের জন্যই কাজ করেছেন। তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমে যেন আমরা তাঁর জীবন থেকে পাঠ নিতে পারি এটাই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার। সভার শুরুতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে প্রয়াতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার দীনা।

বেলাব

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট নারীনেত্রী, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়শা খানমের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২ জানুয়ারি বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তির সভাপতিত্বে সভার শুরুতে আয়শা খানমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, সহসাধারণ সম্পাদক আসপিয়া আক্তার হেনা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রোকসানা আক্তার, কার্যকরী কমিটির সদস্য আনোয়ারা বেগম, সদস্য রোনা বেগম প্রমুখ। আলোচকগণ আয়শা খানমের বর্ণাঢ্য সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসের কথা তুলে ধরেন। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা।

মধুখালী

সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি আয়শা খানমের ২য় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২ জানুয়ারি সংগঠন কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং কালো পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এদিন বেলা ৩টায় পূর্ব গাড়াখোলা গ্রাম শাখায় জেলা শাখার সহসভাপতি নাসরিন কালামের সভাপতিত্বে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। স্মরণ সভায় আয়শা খানমের বর্ণাঢ্য কর্মবহুল জীবন, সংগঠক-কর্মীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন সহসভাপতি রেহেনা আলমগীর, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সদস্য

সিলেট: জেলা শাখা কার্যালয়ে আয়শা খানমের স্মরণসভায় উদীচীর সিলেট জেলার সভাপতি এনায়েত হাসান মানিকসহ সবাই দাঁড়িয়ে আয়শা খানমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান

নাটোর: আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা

খুরশিদা আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শুক্লা ভৌমিক, সদস্য ছালেহা বেগম, শিমু রহমান, রুবিনা খন্দকার প্রমুখ।

নাটোর

উপরবাজার সংগঠন কার্যালয়ে আয়শা খানমের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩টায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাকের সভাপতিত্বে সহসভাপতি মায়াপাল, সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শাহানা আফরোজ শিল্পী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, অর্থ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক হীরা নন্দী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক শেফালী পাল প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ স্মৃতিচারণ করেন। সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীনের সঞ্চালনায় সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার কর্মী-সংগঠকসহ ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, স্কুলজীবন থেকেই আয়শা খানম ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তান আমলে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবিতে ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় সদস্য হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সময় তিনি রোকেয়া হল ছাত্র সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করেন। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আয়শা খানম বক্তৃতা দেন। পাশাপাশি, ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সিলেট

সিলেট জেলা শাখা কার্যালয়ে ২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় আয়শা খানমের স্মরণ সভা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি শংকরী শ্যাম চৌধুরী। সভায় উদীচীর সিলেট জেলার সভাপতি এনায়েত হাসান মানিক, সভার শুরুতে সবাই দাঁড়িয়ে আয়শা খানমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সভায় আয়শা খানম পাঠাগার উদ্বোধন করেন উদীচীর সভাপতি এনায়েত হাসান মানিক, সংগঠনের জেলা শাখার আন্দোলন সম্পাদক রমলা তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনাজ চৌধুরী লাকী, শাখার সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, সদস্য উষা রানী মল্লিক, অপর্না গুণ সেবা প্রমুখ আলোচনা করেন। বক্তারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নারীমুক্তির অন্বেষায় ব্রতী ও নারী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ আয়শা খানমের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী

টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে নারী আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা

খানমের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ জানুয়ারি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে স্মরণসভা জেলা শাখা কার্যালয়ে বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়। সহসাধারণ সম্পাদক নুরজাহান, সহসভাপতি জাহানারা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফেরদৌসী জাহান প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ আয়শা খানমের বর্ণাঢ্য জীবন ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন আয়শা খানমের সাবলীল বাচনভঙ্গি, বক্তৃতা আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। নারীদের নিয়ে কথা তিনি সহজ-সরলভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতেন। তাঁর কথা, কাজ ও সংগ্রামময় জীবন আমাদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। সভায় ২৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ: জেলা শাখা কার্যালয়ে সন্ধ্যায় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়

নওগাঁ

আয়শা খানমের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে নওগাঁ জেলা শাখা ৩ থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলা কার্যালয়ে সংগঠনের পতাকা ও কালো পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সংগঠন কার্যালয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ সময় জেলা শাখার সভাপতি জহুরা ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নুরজাহান বেগম অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়শা খানমের আজীবন সংগ্রাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বরিশাল: আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সম্পর্কে নিজের লেখা পাঠ করছেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী

পাবনা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকীতে পাবনা জেলা শাখা কার্যালয়ে ২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন শেষে জেলা শাখার সহসভাপতি রওশন আক্তার মিন্টুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি, সহসাধারণ সম্পাদক রোজী খাতুন, অর্থ সম্পাদক, রেহানা করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, কার্যকরী কমিটির সদস্য রওশন আরা চম্পা ও রেহেনা খাতুন।

বরিশাল

প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব আয়শা খানমের দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে বরিশাল জেলা শাখা। এ উপলক্ষে ২ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি রাবেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভার শুরুতে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা। সংগীত পরিবেশন শেষে নেত্রীবৃন্দ আয়শা খানমের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। সেইসাথে আয়শা খানমের স্মরণে নিজের লেখা নিবন্ধ পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী। এরপর একে একে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক টুনু রানী কর্মকার, কার্যকরী কমিটির সদস্য সালমা খান, সহসভাপতি প্রফেসর শাহ-সাজেদা, জাহান আরা বেগম ও নুরজাহান বেগম এবং

দিনাজপুর: আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকীতে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

মাগুরা: আয়শা খানমের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত

সভাপতি রাবেয়া খাতুন।

বক্তারা বলেন, আয়শা খানম কেবল একজন নারীনেত্রী নয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে একজন অনন্য যোদ্ধা, প্রগতিশীল সকল আন্দোলন সংগ্রামের সামনের সারির নেত্রী। বাঙালি সংস্কৃতি এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম রূপকার তিনি। আলোচনা শেষে কবিতা আবৃত্তি করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম। সভা সঞ্চালনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার।

দিনাজপুর

২ জানুয়ারি আয়শা খানমের প্রয়াণ দিবসে বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয় এবং এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি মাহ্বুবা খাতুন। আলোচনা করেন সহসভাপতি মিনতী ঘোষ, অর্চনা অধিকারী ও সুমিত্রা বেশরা, সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক জেসমিন আরা, সদস্য অনামিকা পান্ডে, শুক্লা কুন্ডু, মিনতি এক্কা, রেহেনা বেগম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আয়শা খানম আজীবন অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচন, ৭১'র অসহযোগ আন্দোলনসহ যেসব আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল সবগুলোতেই তিনি সামনের সারিতে ছিলেন। তিনি নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সক্রিয় থেকেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সভা শেষে জেলা শাখার পরিবেশ সম্পাদক মওদুদা বেগম 'আয়শা খানম পাঠাগার'-এ কয়েকটি দান করেন।

মাগুরা

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন আয়শা খানম। তাঁর অবদান স্মরণ করে মাগুরা জেলা শাখা ২ জানুয়ারি বেলা ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাগুরা জেলা শাখা সভাপতি মমতাজ বেগম। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত, জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক খালেদা হাশিম, সহসভাপতি কাজী লাবনী জামান, আন্দোলন সম্পাদক রেহেনা পারভীনসহ অন্য নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা আয়শা খানমকে নারী আন্দোলনের অগ্রপথিক হিসেবে উল্লেখ করেন। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

জেলা শাখা সভাপতি রেহারা সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক শিপ্রা সিংহ, অর্থ সম্পাদক আফরোজা চৌধুরী, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা বিউটি, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নাদিয়া আক্তার ঝর্ণা, সদস্য সীমা সাহা, মালেকা বেগম পলি, শাম্মী খান ও প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ নাছিমা খানমসহ মোট ১২ জন ২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় কাটলিস্থ আয়শা খানমের কবর

জিয়ারত করেন এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

এদিন বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেত্রীবৃন্দ বলেন, আয়শা খানম শুধুমাত্র একজন নারী নেত্রীই নয়, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন অনন্য যোদ্ধা। অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে আমৃত্যু কাজ করেছেন। জেন্ডার বৈষম্য নিরসন ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ, নারীশিক্ষা ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তার প্রতিটি কথায় কাজে তুলে ধরেছেন। দেশ ছাড়াও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আয়শা খানম ছিলেন একজন দক্ষ ও দূরদর্শী সমন্বয়ক।

ফরিদপুর: আয়শা আপার স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার

রাজশাহী

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রাক্তন সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়শা খানমের প্রয়াণ দিবস ২ জানুয়ারিতে বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সেলিনা বানু, নুরুন্নাহার পারভীন প্রমুখ। নেত্রীবৃন্দ বলেন, আয়শা খানম আমৃত্যু নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি একজন ব্যক্তিমাত্র নস, তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি নারীদের অনুপ্রেরণা। সভার শুরুতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও আয়শা খানমের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন। সভায় ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

যশোর: বীরমুক্তিযোদ্ধা আয়শা খানমের প্রয়াণ দিবসে স্মৃতিচারণ করছে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা

ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আয়শা খানমের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আয়শা খানমের কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি আনোয়ারা বেগম, সহসভাপতি খাদিজা বেগম মনি, সহসভাপতি হাসিনা মোশাররফ, সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার, আন্দোলন সম্পাদক আনোয়ারা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত প্রমুখ। স্মরণসভায় মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

যশোর

২ জানুয়ারি যশোর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় আয়শা খানম স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি নাসিমা বানু লিলি। সভায় আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সহসভাপতি রোজিনা রহমান, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক সায়েদা বানু শিল্পী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত অর্থ সম্পাদক উম্মে মাকসুদা মাসু।

বক্তারা বলেন, আয়শা খানম বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্ম, জীবনাদর্শ আর সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ মানবাধিকার আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ,

কুষ্টিয়া: আয়শা খানমের তৃতীয় প্রয়াণ দিবসে আলোচনা করেন সহসভাপতি শিপ্রা নন্দী

নারায়ণগঞ্জ: আয়শা খানমের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে জেলা নেতৃবৃন্দের মোমবাতি প্রজ্বলন

তেজোদীপ্ত অগ্রসৈনিককে হারালো। সভার শুরুতে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ২০ জন।

কিশোরগঞ্জ

সংগঠন কার্যালয়ে ২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। আয়শা খানমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, প্রাক্তন সভাপতি সুলতানা রাজিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রতিভা শীল, আন্দোলন সম্পাদক মাছুমা আক্তার, পরিবেশ সম্পাদক বনশ্রী সরকার, সদস্য শংকরী সাহা, মনিকা দাস প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন মাহফুজ আরা পলক। সভায় ২৬ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

৩ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, নারী আন্দোলনের অগ্রসেনা প্রয়াত আয়েশা খানমের তৃতীয় প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি শিপ্রা নন্দী। আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিলুফা বেগম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক, অর্থ সম্পাদক শেখ সামসুন্নাহার, সদস্য ফিরোজা খানম। সভায় বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা আয়শা খানমের কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নারায়ণগঞ্জ

নারী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়শা খানমের তৃতীয় প্রয়াণ দিবসে নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা ২ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৫টায় মোমবাতি প্রজ্বলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি কৃষ্ণা ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন, সহসাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সংগঠন সম্পাদক প্রীতি কণা দাস, লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক রওনক রেহানা, সদস্য রাশিদা বেগম, পাড়া শাখার সদস্য সুফিয়া বেগম প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ

আয়শা খানমের তৃতীয় প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২ জানুয়ারি জেলা শাখা কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন, সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা, সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী প্রমুখ। আলোচকগণ বলেন বাংলাদেশেরে নারী আন্দোলনের দক্ষ কারিগর আয়শা খানম। সুফিয়া কামাল, বেগম রোকেয়া এবং আয়শা খানম আমাদের আলোর উৎস, মহাত্মন। এঁরা আমাদের আদর্শ। আয়শা খানমের আদর্শ ধারণ করে আমরা পথ চলব, সংগঠনকে বিস্তৃত করব। একজন আলোকিত মানুষ আয়শা খানমের আদর্শ নারীমুক্তির পথ দেখিয়েছে। তিনি এ সমাজে

নারীর উত্তরণে ভূমিকা রেখেছেন। সভায় আয়শা খানমের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়।

স্বরূপকাঠী

স্বরূপকাঠী জেলা শাখা ৮ ফেব্রুয়ারি জেলা কার্যালয়ে আয়শা খানমের স্মরণসভার আয়োজন করে। সভার শুরুতে আয়শা খানমের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর স্মৃতিচারণ করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মিথিলা আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পদক খনা চন্দ, সহসভাপতি শাহিদা খাতুন, সহসভাপতি কানন বালা সুতার, সহসভাপতি নাদিরা বেগম, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য মো. কাউসার আহম্মেদ, মো. মহিবুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীরা চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহান। স্মরণসভায় ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ী

আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ডা. পূর্ণিমা দত্ত। আলোচনা করেন স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হুসনে নাহিদ প্রিয়া, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নমিতা দাস, সদস্য শ্যামলী সরকার প্রমুখ। আয়শা খানমের জীবনী পাঠ করেন আন্তর্জাতিক সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার। সংগীত পরিবেশন করেন শাশ্বতী চক্রবর্তী ও আকলিমা সইদ।

বরগুনা

আয়শা খানমের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বরগুনা জেলা শাখার উদ্যোগে ৩ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩টায় আয়শা খানমের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজমা বেগম। সভায় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি শিখা চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার, সংগঠন সম্পাদক কাজল রানী দাসসহ অন্য সম্পাদকবৃন্দ এবং জেলা ও তৃণমূল শাখার সদস্যবৃন্দ। আলোচনায় বক্তারা উল্লেখ করেন নারীমুক্তি তথা নারী আন্দোলনে আয়শা খানম যে অবদান রেখে গেছেন তা দেশ ও নারীসমাজ আজীবন মনে রাখবে। তাঁর শূন্যতা কখনও পূরণ হবার নয়। তাঁর কর্ম ও চেতনা ধারণের মধ্য দিয়ে তাঁকে সর্বদা স্মরণ করা হবে।

কুড়িগ্রাম: আয়শা খানম স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

রাজবাড়ী: আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২ জানুয়ারি বিকেলে জেলা কার্যালয়ে স্মরণসভার প্রাক্কালে নিরবতা পালন করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কুড়িগ্রাম

নারী আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি প্রয়াত আয়শা খানমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২ জানুয়ারি বেলা ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। সভার শুরুতে প্রয়াত আয়শা খানমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন ও তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। পরে স্মৃতিচারণ করেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ, সদস্য ফালগুনী তরফদার ও শিক্ষক সাজেদা বেগম।

মতবিনিময় সভা

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা

৬ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে ও লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের আয়োজনে 'নারীর অধিকার সুরক্ষায় ও সহিংসতা মোকাবেলায় চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বৈষম্যহীন সৃজনশীল প্রযুক্তি' স্লোগান নিয়ে লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা সঞ্চালনা করেন লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক দেলোয়ারা খাতুন। মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ (অব.) এ এস এম জহুরুল ইসলাম, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মানবাধিকার কর্মী ঝরনা খানম, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সমাজকল্যাণ বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক বিকারুন নাহার। যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে, ধর্ষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তরুণসমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার। মতবিনিময় সভায় ৫৩ জন শিক্ষার্থী, ১৩ জন শিক্ষক ও অন্যান্য সংগঠনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ ও কর্মকর্তাসহ মোট ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা বলেন, জন্মগতভাবেই প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রাপ্য। মানবাধিকার 'জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির মৌলিক অধিকার।' নারী ও কন্যাদের জন্য বিশেষ অধিকার দেওয়ার কারণ তাঁরা যুগযুগ ধরে পিছিয়ে রয়েছে। নারী ও কন্যারা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হয়।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দের একাংশ

জেন্ডার বৈষম্য দূর করে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দিকনির্দেশনা দিয়ে রায় দিয়েছেন। পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমতার চর্চা করতে হবে। তরুণদের নিজেদের সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে ও নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মানবাধিকার কর্মী ঝরনা খানম বলেন, সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা সমান অধিকার পাচ্ছি না। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমানভাবে, সমান দৃষ্টিতে এবং সমবণ্টন নারীদের সম্পদ-সম্পত্তিতে অধিকার সমাজে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বড় অন্তরায়। সমাজে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তরুণদের পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

লিগ্যাল এইড উপপরিষদের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অ্যাড. দীপ্তি সিকদার বলেন, আমরা সমাজে অসচেতনভাবেই বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছি। আমাদের সকলেরই আইন-নীতিমালা, মহামান্য হাইকোর্টের রায় সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। নারী-পুরুষ সকলেই এখন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মহামান্য হাইকোর্টের ২০০৯ সালে রিট পিটিশনের রায়ের মধ্যে যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে কী রকম কমিটি গঠন করা হবে এবং কীভাবে কাজ করা হবে বলা হয়েছে। যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ একটি অপরাধ এটা সবাইকে জানাতে হবে এবং সচেতন করতে হবে।

সিনিয়র জজ ও দায়রা জজ এ এস এম জহুরুল ইসলাম যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ কমিটি গঠন হয়নি, সে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন করার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি তরুণ ছেলে-মেয়েদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার কথা বলেন এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলেন।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ মো. আকমল হোসেন বলেন, আমাদের দেশে এখনো নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য এবং পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান। আমাদের উচিত নারী ও কন্যাদের সম্মান ও যোগ্য মর্যাদা দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে সমতা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা। নারী ও কন্যাদের স্বাধীন জীবন ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহিংসতামুক্ত এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি আমরা কোনো বৈষম্য করি না। আমরা চাই প্রত্যেকের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ থাকুক এবং তাঁদের জীবনে কর্মক্ষেত্রে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমান অধিকার নিশ্চিত হোক।

সুপারিশসমূহ

- প্রতিটি স্কুল-কলেজে কমিটি গঠন করতে হবে। এবং তাঁদের কাজ তত্ত্বাবধায়ন পূর্ণাঙ্গ করতে হবে।
- যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের আলোকে একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করতে হবে।
- স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সমতাভিত্তিক আচরণ করবেন। আইনের প্রতি সবাইকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
- স্কুল-কলেজে যৌন নিপীড়ন, উত্ত্যক্তকরণ, সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাড়াতে হবে।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি

৯ মার্চ বিকেল সাড়ে ৩টায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে 'ডিজিটাল বিশ্ব হোক সবার: নারীর অধিকার সুরক্ষায় ও সহিংসতা মোকাবেলায় চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বৈষম্যহীন সৃজনশীল প্রযুক্তি'- প্রতিপাদ্যটির আলোকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এবারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চ সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় এই দিবসটি ৯ মার্চ উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য প্রদান করেন রঞ্জন কর্মকার, নির্বাহী পরিচালক, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট; শাহিন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন; মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ; সানজিদা সুলতানা, অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবী নারী; অ্যাড. সেলিনা আক্তার, সিনিয়র আইনজীবী আইন ও সালিশ কেন্দ্র; নবনীতা চৌধুরী, পরিচালক, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি বিভাগ, ব্র্যাক; নিলুফার বেগম, ডেপুটি ডিরেক্টর, শক্তি ফাউন্ডেশন; এবং ফাল্গুনী ত্রিপুরা, সমন্বয়ক, আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। অনুষ্ঠানের শুরুতে একক সংগীত পরিবেশন করেন লিঠু মন্ডল। পূরবী বিশ্বাস, নাজমুন নাহার নিপা, শারমিন ইভা ও হৃদিতা নূর সিদ্দিকী সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। দ্বৈত নৃত্য পরিবেশন করেন স্পন্দন-এর শিল্পী, প্রমা ও লাবণ্য এবং একক নৃত্য পরিবেশন করেন স্পন্দন-এর শিল্পী, শেঠীল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এডাব-এর সমাপিকা হালদার।

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহিন আনাম,মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানুসহ সামাজিক কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

উক্ত সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালিতে স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যাক, এডাব, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিনিধিসহ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, সংগঠনের কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ শতাধিক উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তারা বলেন, এখনো যেখানে নারীরা ন্যূনতম নিরাপত্তা পায় না সেখানে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার আশা করা যায় না। প্রযুক্তির ব্যবহারে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ২৯ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছে এবং এই পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ নারীদের মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ব্যবহারের একসেস এখনও কম। ৬১% নারীর মোবাইল ব্যবহারের একসেস আছে, যেখানে পুরুষের হার ৮৬%। ব্র্যাকের প্রতিবেদন অনুসারে ৬০% আদিবাসী শিশুরা শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়েছে ডিজিটাল সুযোগের অভাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পলিসি অনুসারে নারী ও তরুণীদের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। শ্রমজীবী নারীরা ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে এখনও পিছিয়ে আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসহ নানা দক্ষতার অভাবে। গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে অটোমেশনের কারণে। আধুনিক প্রযুক্তিগুলো নারীবান্ধব করতে হবে, তাদের ব্যবহারের সুযোগ ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, প্রযুক্তির ব্যবহারে নারীর প্রতি থাকা স্টিগমাগুলো দূর করতে হবে। সামাজিকমাধ্যম ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো ও গুজব বন্ধে বিদ্বেষকারীদের দমনে ডিজিটাল আইন প্রয়োগে সরকারকে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগগুলোও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। বক্তারা এ সময় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নিশ্চিতের দাবি জানান।

সমাবেশে ঘোষণা পাঠ করেন বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের পরিচালক শাহনাজ সুমি। ঘোষণায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশকে উৎসাহিত করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারণার উদ্যোগ; গুজব, ভুলতথ্য ও মিথ্যা এবং নারী ও সংবিধানবিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার-প্রচারণা বন্ধে সেন্সরশিপ প্রক্রিয়া চালু করা এবং এসব কাজে যুক্তদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করা; অনলাইনে হয়রানির শিকারদের অনলাইনে সহজে অভিযোগ দায়ের করতে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট চালু করা; পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২-এর বাস্তবায়ন করা; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা অজ্ঞতাবশত নারীকে অবমাননা করে যে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করা; জাতিসংঘের সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ ও ১৬(১)(গ)-এর ওপর হতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা; বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন পারিবারিক আইন চালু করা; নারী ও কন্যার প্রতি নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করাসহ মোট ১৩টি দাবি জানানো হয়।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীকে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করা জরুরি। এই নতুন পরিবর্তনের ফলে নারী-পুরুষের সমতার পথে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় প্রযুক্তির ব্যবহারে সমাজ ও মানুষকে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতে নারীসমাজকে তৈরি করতে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নারী আন্দোলনকে নতুন করে ভাবতে হবে।

পাঠচক্র

সাইবার হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড ভায়োলেন্স: বিল্ডিং এ সেফার ওয়ার্ল্ড অনলাইন ফর ওয়েমেন

৬ মার্চ বেলা ১১টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের সভাকক্ষে অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রের আলোচ্য বিষয় ছিল 'সাইবার হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড ভায়োলেন্স: বিল্ডিং এ সেফার ওয়ার্ল্ড অনলাইন ফর ওয়েমেন'। অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন শাহারিয়া আফরিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পাঠচক্রে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদের সিনিয়র রিসার্চ ট্রেনিং অফিসার শাহজাদী শামীমা আফজালী, সিনিয়র অ্যাডভোকেট ফাতেমা বেগম প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদের রিসার্চ অফিসার আফরুজা আরমান।

অধ্যাপক জিয়া রহমান বিশ্বব্যাপী নারীদের সংগ্রামের অতীত এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদানের ইতিহাস সম্পর্কে বলেন। ভবিষ্যতে অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগ ও মহিলা পরিষদ সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও ক্যাম্পেইন জাতীয় নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শাহজাদী শামীমা আফজালী বলেন, ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবার। তাই প্রত্যেককে অপরাধ প্রতিরোধ, প্রতিকার ও প্রতিবাদের শিক্ষা নিজ নিজ পরিবারেই প্রথম চালু করতে হবে। তবেই সচেতনতা সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। নারী অধিকার রক্ষায় সচেতনতা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট দিনে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বসময় এ জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি অনলাইনে নিপীড়নের শিকার নারী-পুরুষ সকলকে নিজের সাথে সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করেন।

আফরুজা আরমান বলেন, 'নারী অধিকার ব্যতীত মানবাধিকার অসম্পূর্ণ।' নারী অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ফাতেমা বেগম সাইবার অপরাধ ও অনলাইনে নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রণীত বিভিন্ন প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক আইন সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। পরে তিনি নারীর প্রতি সাইবার সহিংসতা

পাঠচক্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচকবৃন্দ

ও হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পাঠচক্রে নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতি সম্মান জানানো হয়।

পাঠচক্রে উপস্থিত তরুণ-তরুণীদের মতামতসমূহ:

- সাইবার ক্রাইম নিয়ে অনলাইনে হলেও এই বিষয়ে সকল প্রকার আলোচনা বা ওয়ার্কশপ হয় অফলাইনে। যখন কোনো একটা ঘটনা ঘটে তখনই আমরা কিছুদিন এটা নিয়ে আলোচনা করি, ওয়ার্কশপ করি বা হ্যাশট্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা করি। কোনো বিষয় বা ঘটনাকে একটা দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলি অর্থাৎ কাজের বা প্রতিবাদের জায়গাটা চলমান নয়। ক্রিমিনাল মাইন্ডকে কন্ট্রোল করতে না পারলে অপরাধের মাত্রা কমানো সম্ভব নয়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন ও নারী আন্দোলনের সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানে বলেই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাতে পারে। ঠিক তেমনি নারী আন্দোলনের ইতিহাস জানতে পারলেই এর মর্মার্থ জানতে পারবে ও চর্চায় আনবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যিই এখন তরুণ প্রজন্ম পত্র-পত্রিকা, বইপত্র পড়তে চায় না। অনলাইন পোর্টাল দু-একটা পড়ে, বেশিরভাগ সময়টা সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকে। আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো ভিডিও দেখতে গেলেও ৪/৫ সেকেন্ডের দুটো (উবার বা ফুডপান্ডার) ছোট্ট এড দেখতে পাই। আমরা যারা শিক্ষিত যুবসমাজ বা জনগণ আছি তারা অল্পবিস্তর নারী-পুরুষ সমতা, নারী আন্দোলন বা নারী নির্যাতন প্রতিরোধমূলক আইন সম্পর্কে জানলেও, প্রায় ৮০ ভাগ সাধারণ জনগণ এ-সব সম্পর্কে জানে না। যার ফলে অসচেতনতার হার বাড়ছে, বিবেক আরো নিম্নগামী হচ্ছে এবং সেই সাথে অপরাধ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিশাল অংশকে সচেতন করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করতে হবে। নারী-পুরুষ সমতা, নারী আন্দোলন বা নারী নির্যাতন প্রতিরোধমূলক আইন বিষয়ক ছোট ছোট কনটেন্ট বা এড তৈরি করে সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। মোবাইলে ছোট্ট ছোট্ট বার্তা প্রেরণ করা যেতে পারে। উদাহরণসরূপ করোনার সময় আমরা দেখেছি টেলিকম্যুনিকেশনের মাধ্যমে কীভাবে মাস্ক পরার জন্য বার্তা দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি। কিন্তু এটা শুধুমাত্র ৮ই মার্চ উপলক্ষে বা কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে নয়। সারা বছর প্রতিনিয়ত এর জন্য প্রচারণা করতে হবে, তবেই সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। দেরিতে হলেও এর সুফল আসবে নিশ্চিত।
- ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মেয়েদের কাছে বিভিন্ন ধরনের স্পাম মেসেস পাঠানো হয় বা কোন বাজে গ্রুপে এড করা হয়ে থাকে। যেগুলোর মাধ্যমে মেয়েদের খুব বাজে বাজে কথা বলা হয়ে থাকে, বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে থাকে। এটা শুধুমাত্র মেয়েদেরই করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ফেসবুকে অভিযোগ করেও কাজ হয় না। এ ক্ষেত্রে বিটিআরসির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- কোনো নারী বা মেয়ে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে, তা প্রকাশ করতে চায় না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের আস্থার জায়গাটুকু অর্জন করতে পারলে অনেক ভালো হয়। হটলাইনের সুবিধাটি আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত করা দরকার যাতে কোনো ঘটনার শিকার হলে তৎক্ষণাৎ এর প্রতিকার বা সাহায্য পেতে পারে।
- স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা বিশেষ করে গ্রামে বা মফস্বলের মেয়েরা উত্যক্তকরণের শিকার হয় বেশি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বয়সের তরুণীদের উপস্থিতির সংখ্যা বেশি। অনলাইনে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে, কী করণীয় এই বিষয়ে অবগত নন। সেজন্য এই বয়সের তরুণ-তরুণীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।
- পরিবারের কথা ভেবে কিংবা সম্মান হারানোর ভয়ে অনেকেই সব 'চুপচাপ' সয়ে যান, নীরব থাকেন। অপরাধীরা এর ফলে আরো বেশি সুযোগ নেয়। বাবা-মা, বড় ভাই-বোন এর সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক থাকতে হবে। সাইবার বুলিং কী, ভার্চুয়াল জগতের পরিচিতরা কেন অনিরাপদ এবং একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য কেন সবার সঙ্গে শেয়ার করা যাবে না– এগুলো সন্তান বা ছোট ভাই-বোনদের বুঝিয়ে বলতে হবে। ভার্চুয়াল জগতে তারা কোন দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে, সেদিকে নজর দিতে হবে তাদেরই বন্ধু হয়ে। এর জন্য গণসচেতনতা তৈরির বিকল্প নেই।
- বুলিংয়ের শিকার কোনো ভিকটিমের জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে মানসিক সাপোর্ট। পরিবারের ছোট সদস্যটির অস্বাভাবিক আচরণে ক্ষুব্ধ না হয়ে তার সমস্যাটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কীভাবে সে এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।
- সাইবার বুলিংয়ের শিকার যেহেতু নারীরা বেশি হন এবং সাধারণত তাঁরা তাঁদের সমস্যাগুলো এখনো পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না, তাই বুলিংয়ের শিকার হলে অবশ্যই একজন আপনজনকে জানাতে হবে।
- অনলাইনে সহিংসতা ও সাইবার হয়রানির শিকার হলে আইনি সহায়তা নেওয়ার জন্য যে সকল হটলাইন নম্বর রয়েছে (যেমন: কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, সাইবার পুলিশ সেন্টার, হ্যালো সিটিঅ্যাপ, রিপোর্ট টু র‍্যাব অ্যাপ, ৯৯৯ এবং শিশুদের সহায়তায় ১০৯৮, নারী ও শিশুদের সহায়তায় ১০৯) সেগুলোর প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।
- সামাজিকভাবে সাইবার বুলিং প্রতিরোধ করতে সাইবার বুলিং সংক্রান্ত সভা-সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অজান্তেই অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কীভাবে সাইবার বুলিংয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ছে তা জানানোর পাশাপাশি এর প্রভাবে সমাজের কী ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর ফলে একটি সাইবার বুলিংবিরোধী সচেতন প্রজন্ম তৈরি করা সম্ভব হবে।

জেলা শাখায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

কুমারখালী: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনা সভায় আলোচনা করছেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার রায়

নাটোর: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কুমারখালী

'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মণ্ডলের সভাপতিত্বে দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলা সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সংগঠনের কুমারখালী শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী এবং সহসভাপতি রওশন আরা বক্তব্য দেন। এ ছাড়া র‍্যালিতে সংগঠনের নেত্রী-কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পাশাপাশি, 'ডিজিটাল বিশ্ব হোক সবার, নারীর অধিকার সুরক্ষায় ও সহিংসতা মোকাবেলায় চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বৈষম্যহীন সৃজনশীল প্রযুক্তি'–এই স্লোগান সামনে রেখে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ১০ মার্চ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হোসনেয়ারা রুবী। আলোচনা করেন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বপন কুমার রায়, কবি সৈয়দ আবদুস সাদিক, মহিলা পরিষদ কুমারখালী শাখার সহসভাপতি রওশন আরা ও আয়েশা আক্তার আছমা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মেরিনা আক্তার মিনা, নিজেরা করি'র আঞ্চলিক সমন্বয়কারী কামাল হোসেন ও নাগরিক কমিটির সভাপতি আকরাম হোসেন। সভার শেষের দিকে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি পরিমল কুমার ঘোষ, কবি আব্দুর রাজ্জাক ও রাইয়্যান। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী। এ আলোচনা সভায় ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন' শিরোনামে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় জেলা শাখার কর্মী-সংগঠকবৃন্দ 'জেন্ডার সমতায় তথ্য-প্রযুক্তি' লেখা ব্যানার নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য রত্না আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. রওনক জাহান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহমুদা শারমীন, সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অ.দ.) শারমিন শাপলা। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাক, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক বিজলী রেজা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, একই দিন বেল সাড়ে ৩টায় ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে নিডা'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোচন সভায় জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাক ও সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন যোগদান করেন।

পরের দিন ৯ মার্চ জাতীয় মহিলা সংস্থা নাটোরের উদ্যোগে সকাল ১১টায় জাতীয় মহিলা সংস্থার হলরুমে আরেকটি আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মহিলা সংস্থা নাটোরের চেয়ারম্যান নাছিমা বানু খেলা।

পাশাপাশি, ১১ মার্চ বিকেল ৪টা দুর্বার নেটওয়ার্ক ও নারী পক্ষের যৌথ আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একতা মহিলা সংস্থার হলরুমে মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকার বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন একতা মহিলা সংস্থার সভাপতি শামসুন্নাহার বেগম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আয়শা বেগম, হোসনেয়ারা বুলবুলি, মহিলা পরিষদের সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন ও নির্বাহী সদস্য প্রভাতী বসাক।

টঙ্গী: আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের শোভাযাত্রায় টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখা নেতৃবৃন্দ

পাবনা: সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশ ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

টঙ্গী

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে চেরাগআলী মার্কেটে বিকেল ৩টায় আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রা করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সভাপতি আনোয়ারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক রীতাব্রহ্ম, সহসাধারণ সম্পাদক নুরজাহান, সংগঠন সম্পাদক মেহেরুন্নেছা সিমা ও সদস্য বিনোদিনী আক্তার বিথী। বক্তারা বলেন, ৮ মার্চ নারীদের জন্য একটি বিশেষ দিন। এ দিনটি সম্পর্কে নারীদের জানতে হবে। কর্মক্ষেত্র, পরিবারে ও সমাজে নারী প্রতিনিয়ত যে বৈষম্যের শিকার হয় তা থেকে বেরিয়ে আসতে নারীকেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকলক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলেই নারী তাদের অধিকার পাবে, তাদের জীবন হবে সুন্দর। তারা ৮ মার্চ সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবি জনান। সভায় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ দিনব্যাপী পাবনা জেলা প্রশাসক, পাবনা পুলিশ সুপার ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'–এ আহ্বান জানিয়ে পাবনা জেলার বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে পুলিশ লাইনে এসে শেষ হয়। পরে সকাল সাড়ে ১০টায় পুলিশ লাইন হল রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পাবনা-সিরাজগঞ্জ সংরক্ষিত মহিলা আসন-৪২ এর মাননীয় সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন

রংপুর: শোভাযাত্রায় রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার মো. সাবিরুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক ড. চিত্রলেখা নাজনীন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক কাওসার পারভীনসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

জলি। পুলিশ সুপার মো. আকবর আলী মুন্সির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পাবনা জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. কামরুন নাহার জলি ও সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, ওয়াইডব্লিউসিএ-এর সাধারণ সম্পাদক হেনা গোস্বামী ও আসিয়াব'র নির্বাহী পরিচালক আব্দুস সামাদ।

একই দিন দুপুর ১২টায় জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স। জেলা প্রশাসক বিশ্বাস রাসেল হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন পাবনা-সিরাজগঞ্জ সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, পুলিশ সুপার আকবর আলী মুন্সী। আলোচনা করেন সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড কামরুন নাহার জলি, পাবনা সদর উপজেলা নারী ভাইস চেয়ারম্যান শামছুন নাহার রেখা প্রমুখ।

রংপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসক ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে শোভাযাত্রা এবং আলোচনা সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রংপুর জেলা শাখা অংশগ্রহণ করে। ৮ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার মো. সাবিরুল ইসলাম এবং জেলা প্রশাসক ড. চিত্রলেখা নাজনীন। শোভাযাত্রাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে টাউন হলে গিয়ে শেষ হয়। এরপর টাউন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মো. সাবিরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ পুলিশ রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি মো. আব্দুল আলীম মাহমুদ, বিপিএম, পুলিশ কমিশনার নূরে আলম মিনা বিপিএম (বার), পুলিশ সুপার মো. ফেরদৌস আলী চৌধুরী, মহিলা পরিষদের রংপুর জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরী প্রমুখ।

পাশাপাশি, 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পীরগাছা নাছুমামুদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১ মার্চ বেলা ৩টায় পীরগাছা উপজেলা শাখার সদস্য এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা সভা, রচনা ও স্লোগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ২৫ জন ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নাজমুল হক সুমন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানজিনা আহমেদ। রচনা প্রতিযোগিতায় মোছা. রোকাইয়া আক্তার, সুমাইয়া আক্তার ও মোছা. হানুফা আক্তার এবং স্লোগান প্রতিযোগিতায় মোছা. শারমিন, মোছা. হানুফা আক্তার ও সুমাইয়া আক্তার যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পীরগাছা উপজেলা শাখার সভাপতি মনোয়ারা বেগম কিরণ। অনুষ্ঠানে মোট ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় বরিশাল জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় সংগঠনের নেত্রী-সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রার উদ্বোধন ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মো. আমিন উল আহসান। আলোচনা করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক দিলারা খানম, সনাক সাবেক সভাপতি প্রফেসর শাহ- সাজেদা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, আভাসের নির্বাহী পরিচালক রহিমা সুলতানা কাজল, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন প্রমুখ।

পাশাপাশি, 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই স্লোগান সামনে রেখে বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে ৮ মার্চ বেলা ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সাংগঠনিক সম্পাদক টুনু রানী কর্মকার, কার্যকরী কমিটির সদস্য পিয়ারা বেগম, সদস্য কানিজ ফাতেমা প্রমুখ।

বক্তারা জেন্ডার সমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে নারীর

অভিগম্যতা নিশ্চিত, ইন্টারনেটসহ সকল প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক ডিভাইস সুলভ করা এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তাঁরা। অনলাইনে সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করার ও দাবি। সভা শেষে জেলা শাখা কার্যালয় হতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

এ ছাড়া, একই দিন সম্মিলিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন পর্ষদের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন। আলোচনা করেন, প্রাক্তন কাউন্সিলর নিগার সুলতানা হনুফা, রূপান্তর'র উন্নয়ন সংগঠক রাবেয়া বর্ষী, ওয়াইডব্লিউসি'র সাধারণ সম্পাদক এনজিলা বাড়ই, শুভ'র নির্বাহী কর্মকর্তা হাছিনা বেগম নীলা, কোস্ট ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী সুশান্ত ঘোষ, সিআর ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা ফাহিমা সুলতানা, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, চন্দ্রদীপ'র নির্বাহী কর্মকর্তা জাহানারা বেগম স্বপ্না, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কোহিনূর বেগম প্রমুখ। আলোচনা সভায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বরিশাল: র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তীসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

দিনাজপুর: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম

দিনাজপুর

'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই স্লোগান সামনে রেখে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জেলা শাখা এদিন সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসন আয়োজিত শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর বিকেল ৪টায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে। জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, সহসভাপতি মিনতি ঘোষ, সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার, আন্দোলন সম্পাদক গৌরী চক্রবর্তী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাহ্যিকভাবে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমতার লড়াইয়ে আগের চেয়ে অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু নারীর পূর্ণ মানবাধিকার অর্জনের মৌলিক যে শর্তাবলি তা পূরণ করতে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

এ ছাড়াও, এদিন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতারের লেখা প্রবন্ধ '৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস' স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ হয়।

কাউখালী

৮ মার্চ বিকেল ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে শাখা সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বক্তব্য রাখেন কাউখালী শাখার কার্যকরী কমিটি সদস্য ও প্রভাষক কুমকুম ভট্টাচার্য্য, আন্দোলন

কাউখালী: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান কৃষ্ণলাল গুহ

নেত্রকোণা: আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

সম্পাদক মাহাফুজা খাতুন, সহসাধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ৮ মার্চ নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অর্থাৎ নারী জাগরণের দিবস, নারী ছিল অবহেলিত, কিন্তু নারী তাঁর কর্মের মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়েছে নারীর সহায়তা ছাড়া এই বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির কারণে নারীরা এগিয়েছে, তাদের কর্মদক্ষতা প্রমাণ করতে পেরেছে। নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করতে তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীকে দক্ষ করে তুলতে হবে। সভায় স্কুল-কলেজের ছাত্রীসহ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, ১৫ মার্চ বেলা ৩টায় সমাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে কাউখালী শাখা কার্যালয়ে 'নারীর অধিকার সুরক্ষায় ও সহিংসতা মোকাবেলায় চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, বৈষম্যহীন সৃজনশীল প্রযুক্তি' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান কৃষ্ণ লাল গুহ, হিউম্যান আইডিয়াল সোসাইটির সভাপতি ও সাংবাদিক নুরুজ্জামান খোকন, সমাজসেবক মাহফুজ রহমান, ব্যবসায়ী মাওলাদ হোসেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক সভায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠনের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন সড়ক পদক্ষিণ করে আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রা ও অলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আশরাফ আলী খান খসরু, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য হাবিবা রহমান খান সেফালী, পুলিশ সুপার মো. ফয়েজ আহমেদ, সিভিল সার্জন ডা. মো. সেলিম মিয়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা আক্তার, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. অসিত কুমার সরকার (সজল), নেত্রকোণা পৌরসভার মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মো. নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ। এ অনুষ্ঠানে সংঠনের বিভিন্ন পাড়া ও গ্রাম শাখার সদস্যসহ ৪৭ জন যোগদান করেন।

অন্যদিকে, 'ডিজিটাল বিশ্ব হোক সবার, নারীর অধিকার সুরক্ষায় ও সহিংসতা মোকাবেলায় চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, বৈষম্যহীন প্রযুক্তি'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জেলা শাখার আন্দোলন উপপরিষদের উদ্যোগে ৯ মার্চ বিকেল ৪টায় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যালয়ে সমাবেশ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দীকি। সঞ্চালনা করেন আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা শামসুন্নাহার বিউটি।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও টেনিস ক্লাবের সাধারণ সম্পদক মোজাম্মেল হক বাচ্চু, আইনজীবী মো. শহিদুল্লাহ, নজরুল ইসলাম খান ও অঞ্জনা সরকার, চন্দ্রনাথ ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক আনোয়ার হাসান, বাংলাদেশ নারী প্রগতির কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, সাংবাদিক আলপনা বেগম, মদনপুর শাহ সুলতান ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক নূর পেয়ারা ফেরদৌসী, নেত্রকোণা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক কামরুন্নাহার, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক অসিত কুমার সরকার, সংগঠনের সহসভাপতি পারভীন সুলতানা, সেফালী রানী ঘোষ ও নুরজাহান বেগম, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক ঊষা রায়, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক শিপ্রা সিংহ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক তুহিন আক্তার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফাহমিনা সুলতানা, মোহনগঞ্জ উপজেলার সভাপতি তাহমিনা সাত্তার, প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন তৃণমূল শাখার সদস্যসহ মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

যশোর: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা

যশোর

'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই স্লোগান সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে যশোর জেলা শাখার উদ্যোগে ৯ মার্চ বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি রোজিনা রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য, সহসভাপতি রেহেনা পারভীন, সহসাধারণ সম্পাদক সুলতানা রহমান জলি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদীনা রহমান এ্যানি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাজমা পারভীন হিরণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক সায়েদা বানু শিল্পী, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুফিয়া বেগম, সদস্য খুরশীদা জাহান খাঁন, শাহানা পারভীন, সুফিয়া বেগম, জোৎস্না রানী ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আন্দোলন সম্পাদক উম্মে কুলসুম আলো।

বক্তারা বলেন নারীর অধিকার এবং লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধির জন্য নারীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাদের বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে হবে। পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও তথ্যপ্রযুক্তিতে সমান দক্ষ করা গেলে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে আরও সহজ হবে।

কিশোরগঞ্জ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী নেত্রীবৃন্দের একাংশ

কিশোরগঞ্জ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা নিজস্ব ব্যানার নিয়ে অংশগ্রহণ করে। মানববন্ধনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক বক্তব্য রাখেন।

পাশাপাশি, জেলা শাখার আন্দোলন উপপরিষদের উদ্যোগে ৮ মার্চ বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা

রাজশাহী: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালিতে প্রধান অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর গোলাম সাব্বির সাত্তার তাপু, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সমন্বয়কারী মুহতারেমা আশরাফি খানমসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

সাতক্ষীরা: আন্তর্জাতিক নারীদিবসের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি সুলতানা রাজিয়া, সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক হামিদা বেগম ও সদস্য শংকরী সাহা। সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা, মানববন্ধন ও সমাবেশ করা হয়। 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নগরীর সমমনা সকল সংগঠন মিলে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় আলুপট্টি বঙ্গবন্ধু চত্বর থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের জিরো পয়েন্টে মানববন্ধন ও সমাবেশ করে। এতে সভাপতিত্ব করেন মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গোলাম সাব্বির সাত্তার তাপু।

অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন, সাংবাদিক মুস্তাফিজুর রহমান খান, রুলফার পরিচালক আফজাল হোসেন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ সাধারণ সম্পাদক গণেশ মাঝি, টিআইবির সমন্বয়কারী মনিরুল ইসলাম, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সমন্বয়কারী মুহতারেমা আশরাফি খানম, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাড. শামিমা নাসরীন, মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শিখা রায়, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সেলিনা বানু, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক অনুসূয়া সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পরিবর্তনের পরিচালক রাশেদ রিপন। এতে শতাধিক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

একইসাথে, জেলা শাখার উদ্যোগে ৯ মার্চ বেলা ১১টায় সংগঠন কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, বর্তমানে প্রযুক্তির বিকাশে সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে অনলাইন সহিংসতা। নারীকে অনলাইন সহিংসতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে না পারলে নারীর ক্ষমতায়ন বা সমতা অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে না। সভায় ৩১ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা

'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'–এ স্লোগানে জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে পালিত নারী দিবসের অনুষ্ঠানে জেলা শাখার কর্মী-সংগঠকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কাজী আরিফুর রহমান, জেলা তথ্য অফিসার মো. জাহারুল ইসলাম ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি আন্‌জুমানারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না দত্তসহ জেলা ও পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ যোগদান করেন।

পরে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না সংগঠনের বক্তব্য তুলে ধরেন। এ কর্মসূচিতে ৬১টি সংগঠনের প্রায় ৫ শত নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

পাশাপাশি, জেলা শাখার উদ্যোগে বাকখালী গ্রামের মুন্ডা জনগোষ্ঠীর নারীদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না দত্ত, অর্থ সম্পাদক হাফিজা খাতুন, আন্দোলন সম্পাদক জোছনা পারভীন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, গ্রামের নারীরা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে এখনও জানে না। তাঁদের অনেকেই এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাঁদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তাঁরা তাঁদের অধিকার আদায় করে নিতে পারবে।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যেগে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পুলক কান্তি চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য মনিরা সুলতানা মনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মো. শাহিনুর হোসেন ফকির ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান। র‍্যালি ও আলোচনা সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এতে ৩৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ সাতটি বেসরকারি সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ৯ মার্চ বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন।

ময়মনসিংহ: প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে উপস্থিত ময়মনসিংহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

পিরোজপুর: জেলা শাখার উদ্যোগে পুরাতন ডিসি অফিস সড়কে নারী দিবসের র‍্যালিতে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সারার জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্মকর্তা সুলতানা রাজিয়া, আইইডির ব্যবস্থাপক নূরুন নাহার বেগম, প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি সনৎ কুমার ঘোষ, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি আতাউর রহমান ও অধ্যাপক মাহমুদা নাসরীন। সভা পরিচালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা। সভায় বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের কর্মকর্তাসহ ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর

জেলা শাখার আন্দোলন উপপরিষদের উদ্যোগে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাতোয়ারা বেগম তুলির

কুড়িগ্রাম: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে উপস্থিত কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

সভাপতিত্বে মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে আলোচনা করেন গণউন্নয়ন সমিতির নির্বাহী পরিচালক জিয়াউল আহসান জিয়া, ডাক দিয়ে যাই'র প্রতিনিধি মানসুরা সাথী, পিডিএফের পরিচালক রফিকুল ইসলাম পান্না, রূপান্তর'র জেলা সমন্বয়কারী মো. খলিলুর রহমান, ওয়ার্ল্ড ভিশন'র সমন্বয়কারী শারমিন সুলতানা, সুশীলনের প্রতিনিধি গৌরাঙ্গ সাহা, প্যানেল মেয়র মিনারা বেগম, সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা ও সাধারণ সম্পাদক সালমা রহমান হ্যাপী।

বক্তারা বলেন, দেশের প্রচলিত আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা ও দোদুল্যমানতা নারীর অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। নারীরা এখনও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এখনও চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

কুড়িগ্রাম

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, এএফএডি, সচেতন নাগরিক কমিটি, ব্র্যাক, সলিডারিটি, এইড কুমিল্লা, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল, ফেন্ডশীপ, তৃর্ণমূল নারী ফাউন্ডেশন, ফুল কাশেম ফাউন্ডেশন এবং বিএসডিএস-এর যৌথ উদ্যোগে 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই স্লোগান সামনে রেখে ৭ মার্চ সকাল ১০টায় কলেজ মোড়ে শোভাযাত্রা, মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা পরিষদ কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদ কুড়িগ্রামের সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, ব্র্যাকের সৈয়দ ফাহিদ হাসান, সলিডারিটির বদরুন্নেছা বীথি, সনাক' সহসভাপতি ইউসুফ আলমগীর, এফএডির সুপার ভাইজার অনজুমা বেগম, প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আফতাব উদ্দিন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের আলাদা করে সম্মান জানানো হয় ও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। নারী দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রদান করা।

পাশাপাশি, ৮ মার্চ সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত শোভাযাত্রা, মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। একই দিন বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্কের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আলোচনা করেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য আহম্মেদ নাজলী সুলতানা, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরিফ, পুলিশ সুপার আল আসাদ মো. মাহফুজুল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জেবুন্নেছা, মহিলা পরিষদ কুড়িগ্রাম জেলার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ প্রমুখ।

কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে ৯ মার্চ বিকেল ৪টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, সহসভাপতি শিপ্রা নন্দী, সহসাধারণ সম্পাদক চায়না চক্রবর্তী, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক নিলুফা বেগম রীণা। বক্তারা বলেন, নারী আন্দোলনের ফলে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে নারীর অর্জনকে পাশাপাশি উন্নয়নের পথে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং সেগুলো নিরসনে আশু ব্যবস্থাগ্রহণ জরুরি। সভায় বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম ও ইউনিয়ন শাখার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলা শাখা কার্যালয়ে ১০ মার্চ বিকেল ৪টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পাল, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল, সহসভাপতি শেলী দে ও নূরী আসমা, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, আন্দোলন সম্পাদক জেসিন্তা ডায়েস, ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা সাহা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া, পরিবেশ সম্পাদক মিতা ঘোষ, সদস্য চিন্ময়ী ঘোষ, রিনা দাশ, মুনমুন দে, হোসনে আরা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানসহ অন্যান্য আইনে নারীদের অধিকারের কথা বলা থাকলেও নারীরা

অধিকার পাচ্ছে না। নারী-পুরুষের সমঅধিকারের জন্য আমাদের সবার মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

আলোচনা সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগীত পরিবেশন ও আবৃত্তি করেন সংগঠনের তরুণ সদস্যগণ।

সভার আগে একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সংগঠন কার্যালয় হতে কোতোয়ালি পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আন্দোলন সম্পাদক জেসিন্তা ডায়েস।

চট্টগ্রাম: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে র‍্যালিতে চট্টগ্রাম জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

ঢাকা মহানগর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ১১ মার্চ ঢাকা মহানগরের আন্দোলন উপপরিষদের উদ্যোগে শাহজাহানপুর পাড়া শাখার সভাপতি সারা আলমের সভাপতিত্বে তাঁর বাসভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন পাড়া শাখার সদস্যগণ। সভায় ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি মাহাতাবুন নেসা উপস্থিত সবাইকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান। নারী দিবসের স্লোগান 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি' বিষয়ে মূলবক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা মহানগরের আন্দোলন সম্পাদক জুয়েলা জেবুননেসা খান। এরপর বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর, আন্দোলন উপপরিষদের সদস্য বহ্নিশিখা পুরকায়স্থ এবং শাহজাহানপুর পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক রোকসা আরা জেবিন। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১১নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর হামিদুল হক শামীম।

বক্তারা বলেন, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, নারীরা পিছিয়ে পড়লে দেশ পিছিয়ে পড়বে, সামগ্রীক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। নারীকে মানুষ হিসেবে তৈরি হতে নিজেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। পাশাপাশি, গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের হাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও সুবিধা উন্মুক্ত করার আহ্বান জানান তাঁরা।

ঢাকা মহানগর: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা মহানগরের সভাপতি মাহাতাবুন নেসা

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরের লিগ্যাল এইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক সংঘমিত্রা ভট্টাচার্য্য, সদস্য খালেদা ইয়াসমিন কণা প্রমুখ। সভায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভা সঞ্চালনা করেন পাড়া শাখার সদস্য শাহেদা আক্তার শাহীন এবং সাবরিনা সুলতানা সাফা।

পটুয়াখালী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ বিকেল ৪টায় পটুয়াখালী জেলা শাখা আলোচনা সভার আয়োজন করে। এবারের প্রতিপাদ্য 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'-কে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পুষ্প রানী সাহা। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর শহিদুল ইসলাম, কলাগাছিয়া সেকেন্দার আলী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ফেরদৌসি আক্তার, দুমকি মহিলা কলেজের অধ্যাপক শাহনাজ বেগম, অধ্যাপক

রাজবাড়ী: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জেন্ডার সমতায় তথ্য প্রযুক্তি শ্লোগানে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী নেত্রীবৃন্দ

মধুখালী: আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা গৌরাঙ্গ চন্দ্র মন্ডল এবং সমাজসেবা কর্মকর্তা কল্লোল সাহাসহ নেত্রীবৃন্দ

মোস্তাফিজুর রহমান মিলন, মোতালেব মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন দিলীপ প্রমুখ।। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা জানান সাধারণ সম্পাদক শিরীন নাহার।

বক্তারা তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কম্পিউটার শিক্ষা, ই-কমার্স ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

গাইবান্ধা

৮ মার্চ গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মিলনায়তনে জেলা শাখার আয়োজনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন সাদুল্লাপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শাহরিয়ার খান বিপ্লব, মহিলা পরিষদ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার রিটা, প্রশিক্ষণ মায়া রানী পোদ্দার, সাদুল্লাপুর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক উম্মে হাবিবা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মাহাফুজা খানম মিতা। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

রাজবাড়ী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ জেলা প্রশাসক ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজবাড়ী জেলা শাখা অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার।

অন্যদিকে, ১২ মার্চ বিকেল সাড়ে ৪টায় সংগঠনের রাসসুন্দরী মিলনায়নে 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি' সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি পূর্ণিমা দত্তের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন ফেলোশীপ ফর ডিসঅ্যাডভানটেজড পিপলসের নির্বাহী পরিচালক লরেন্সো বাধন বাড়ৈ, ৭১'র ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দাস, রাজবাড়ী প্রেসক্লাবের সহসাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, শিক্ষক ও সমাজকর্মী ধীরেন্দ্রনাথ দাস, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি আজিজুল হাসান খোকা, নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফকির শাহাদত হোসেন, সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য ডা. রাজদুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নেহাল আহমেদ, সামাজিক বিকাশ কেন্দ্রের মাহফুজা হক নীলা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, নারীর পশ্চাদপদতার মূল কারণ ধর্মান্ধতা। ধর্মান্ধতা দূর করতে না পারলে নারী-পুরুষ সমতা আসবে না। তথ্যপ্রযুক্তিতে নারী-পুরুষের সমতা আনতে হলে ইন্টারনেট জগতে নারীর অংশগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করা, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সহজলভ্যতা, ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সকল স্তরের নারীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা। সভায় ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ বেলা ১১টায় মধুখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশিকুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ, উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর এবং

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পরে উপজেলা মহিলা অধিদপ্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মহিলা পরিষদ অংশগ্রহণ করে এবং সংগঠনের বক্তব্য তুলে ধরেন সভাপতি সুরাইয়া সালাম ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার। অন্যান্য নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি রেহেনা আলমগীর, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রীতিকণা ভাদুড়ী, সদস্য ছালেহা বেগম, রুবিনা খন্দকার ও তৃণমূল নেত্রী নাজমা বেগম।

বক্তারা বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। নারী পাচার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ নারীর প্রতি যে কোনো ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন নিরসন করতে হবে।

সুনামগঞ্জ

'জেন্ডার সমতায় তথ্য প্রযুক্তি'–স্লোগানে ৮ মার্চ সকাল ১০টায় সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় মহিলা পরিষদ অংশগ্রহণ করে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক এ.জে. এম রেজাউল আলম।

আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি সঞ্চিতা চৌধুরী ও নিগার সুলতানা কেয়া।

বক্তারা বলেন, নারীর অগ্রযাত্রাকে যদি গতিশীল করতে হলে, আইন সংস্কারের প্রয়োজন। সেই আইন সংস্কারের আন্দোলনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আজ সময়ের দাবি। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে অংগ্রহণকারী জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কলমাকান্দা: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক চন্দনা তালুকদার

কলমাকান্দা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কলমাকান্দা সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'– স্লোগানে শোভাযাত্রা করা হয় ও পরে চানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রওশনারা পারভীন, সাধারণ সম্পাদক চায়না তালুকদার, সহসভাপতি সন্ধ্যা রানী সাহা, অর্থ সম্পাদক মালেকা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক চায়না রায়, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেবা ভৌমিক, আন্দোলন সম্পাদক রাখী খানম প্রমুখ। শতাধিক নারী শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

সিলেট

৮ মার্চ বিকেল ৪টায় সিলেট জেলা শাখা কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ছবি রানী হাওলাদার। সভায় বক্তব্য রাখেন

মুন্সিগঞ্জ: ডিস্ট্রিক্ট পলিসি ফোরামের আয়োজনে এবং মহিলা পরিষদ মুন্সিগঞ্জের সহযোগিতায় আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার উপদেষ্টা ও প্রাক্তণ সভাপতি খালেদা খানম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করছে সোনালী সকালের আবৃত্তিকর্মীগণ

কার্যকরী কমিটির সদস্য খুশি কর ও রিক্তা চক্রবর্তী, জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক শ্রাবন্তী কর ইমা, অর্থ সম্পাদক কৃষ্ণা ঘোষ অধিকারী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনাজ চৌধুরী লাকী, সহসাধারণ সম্পাদক অপর্না গুণ সেবা, সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, সহসভাপতি শংকরী শ্যাম চৌধুরী ও সহসভাপতি রীনা কর্মকার এবং সভাপতি ছবি রানী হাওলাদার।

সভায় বক্তারা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে নারীর প্রতি সম্মান ও সমান অধিকারের বার্তা জানাতে দিবসটি অতি গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। নারী দিবস পালন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে সমাজে ও রাষ্ট্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার। সভা সঞ্চালনা করেন আন্দোলন সম্পাদক উষা রানী মল্লিক। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২০ জন ।

মুন্সীগঞ্জ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত শোভাযাত্রায় মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখা নিজস্ব ব্যানারে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বেলা ১১টায় স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় মুন্সীগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট পলিসি ফোরামের আয়োজনে এবং মহিলা পরিষদের সহযোগিতায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামপাল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মো. জাহাঙ্গীর হাসান, সরকারি হরগঙ্গা কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহফুজা বেগম এবং মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি শহীদ-ই-হাসান তুহিন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

'ডিজিটাল বিশ্ব হোক সবার, নারীর অধিকার সুরক্ষায় ও সহিংসতা মোকাবেলায় চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, বৈষম্যহীন সৃজনশীল প্রযুক্তি'–এই স্লোগানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ সমমনা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ব্যক্তির মোর্চা সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি ৮ মার্চ বেলা ৩টায় বঙ্গবন্ধু স্কোয়ারে সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি শোভা পালের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম, উদীচী জেলা সংসদের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস রহমান, সরকারি মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক লক্ষ্মী বণিক, শ্রমিকনেতা শাহেদ আলী, সোনালি সকালের পরিচালক ও সংস্কৃতিকর্মী ফাহিম মুনতাসির।

বক্তাগণ বলেন, দুনিয়া ডিজিটাল হচ্ছে, প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মানুষের জীবনধারা বদলে যাচ্ছে কিন্তু নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সনাতনী বৈষম্য বিরাজমান। নারী-পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য কমাতে

প্রযুক্তির ব্যবহারেও সমান সুযোগ দিতে হবে। প্রযুক্তিকে নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা সংঘটনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

এর আগে সোনালী সকাল আবৃত্তি পরিষদের সদস্যগণ মনোজ্ঞ আবৃত্তি পরিবেশন করেন। সবশেষে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বরগুনা

'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই স্লোগান নিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষে বরগুনা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যৌথভাবে কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে সকাল সাড়ে ৯টায় শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি নাজমা বেগম, সংগঠন সম্পাদক কাজল রানী দাস, আন্দোলন সম্পাদক হোসনেয়ারা চম্পা বক্তব্য রাখেন।

ফরিদপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই স্লোগানে ৮ মার্চ সকাল ৯টায় ফরিদপুর জেলা শাখা কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, নারী উন্নয়ন ও নারীর সাফল্য থেমে যাবে যদি না বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যায়।

পাশাপাশি, 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই স্লোগান সামনে রেখে জেলা শাখার উদ্যোগে ১১ মার্চ বিকেল ৫টায় বৃন্দাবনের মোড় পাড়া শাখায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন একই পাড়া শাখার আহ্বায়ক লক্ষ্মী রানী বিশ্বাস। সভায় সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত ও কার্যকরী কমিটির সদস্য ফারিয়া শাহনেওয়াজ আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩১ জন।

ফরিদপুর: ৮ মার্চের সমাবেশে জেলা প্রশাসক মো. কামরুল আহসান তালুকদারের সাথে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ

বরগুনা: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী জেলা শাখা ও তৃণমূল শাখার নেত্রীবৃন্দ, সংগঠক ও সদস্যগণ

অন্যদিকে, জেলা পুলিশ প্রশাসনের আয়োজনে ৯ মার্চ সকাল ১১টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায় আলোচনা করেন। তিনি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুলিশ প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

একইসাথে বেসরকারি সংস্থা এডারে আয়োজনে ১১ মার্চ বিকেল ৪টায় পথকলি সংস্থার কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায় ও সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার।

স্বরূপকাঠী

১১ মার্চ বিকেল ৪টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্বরূপকাঠী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি লাইলি

নারায়ণগঞ্জ: জেলা প্রশাসনের আয়োজনে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

শেরপুর: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ অন্যান্যরা

জাহানের নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে র‍্যালি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি মীরা চৌধুরী ও সহসভাপতি কানন বালা সুতার, সহসাধারণ সম্পাদক মালতী বোস, সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান, আন্দোলন সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মিথিলা আক্তার, অর্থ সম্পাদক বর্ণালী কর প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি কাওসার হোসেন ও সাংবাদিক মো. আনোয়ার।

বক্তারা বলেন, তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চত করতে হবে। নারীর অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনের একটি অর্জন নারী দিবস। সভায় ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

বেলাব

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি' স্লোগানে ৯ মার্চ বেলা ৩টায় বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি। সভা পরিচালনা করেন বেলাব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুন্নাহার আমিনা। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা, সহসাধারণ সম্পাদক আসপিয়া আক্তার হেনা, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা শারমিন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রোকসানা বেগম প্রমুখ। আলোচনা সভায় বিভিন্ন প্রাথমিক শাখার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ

৮ মার্চ বেলা ১১টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় নারায়ণগঞ্জ জেলার পক্ষে অংশগ্রহণ করেন সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী।

অন্যদিকে, ১৩ মার্চ বিকেল ৪টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জেলা শাখা কার্যালয়ে লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কিমিটির সহসভাপতি আনজুমান আরা আকসির, জেলা শাখার সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, শুটার সুরাইয়া আক্তার, তরুণ সাংবাদিক জারা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন।

বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী দিবস পালন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধাবস্থায় প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে বিরাজমান। ফলে পারিবারিক কলহ-অশান্তি এবং নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় নারীদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের স্বাবলম্বী করা যেতে পারে।

শেষপর্বে কবিতা আবৃত্তি করেন তরুণ সদস্য তিথি সূর্বনা এবং সংগীত পরিবেশন করেন সদস্য দীপা রায়। সভায় জেলা ও পাড়া শাখার ৪১ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় আন্দোলন উপপরিষদ প্রদত্ত বিবৃতি ও স্মারকলিপি

বিবৃতি

- বান্দরবানের লামা উপজেলায় আদিবাসী ম্রোদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি।
- ঠাকুরগাঁওয়ে এক রাতে ১২ মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, শোভ প্রকাশ করে এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি। ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- পঞ্চগড়ে আহমদিয়াদের জলসা বন্ধের দাবিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ও নিহতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, শোভ প্রকাশ করে ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি।
- নওগাঁয় র‍্যাব হেফাজতে নারীর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ এবং সংবিধানের আলোকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি।

স্মারকলিপি

- ঠাকুরগাঁওয়ে এক রাতে ১২ মন্দিরে ১৪টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের স্মারকলিপি।
- তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ হতে তুরস্ক অ্যাম্বাসিতে শোক বার্তা প্রেরণ করা হয়।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির বিবৃতি

- নতুন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সম্প্রীতি বিনষ্টকারী, বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে ৬৬ নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফর্ম- সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির বিবৃতি।
- পঞ্চগড়ে আহমদিয়াদের জলসা বন্ধের দাবিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ও নিহতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, ক্ষোভ প্রকাশ করে ও প্রতিবাদ জানিয়ে ৬৬ নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম- সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির বিবৃতি।
- দায়িত্ব পালনকালে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম- সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির বিবৃতি।
- বর্বরোচিতভাবে গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে ভাবিকে হত্যা করার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ৬৬টি নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম- সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির বিবৃতি

জেলা শাখার আন্দোলন কার্যক্রম

টঙ্গী: সাংগঠনিক জেলা শাখার আন্দোলন উপপরিষদের উদ্যোগে বাজেট-পূর্ব আলোচনা সভায় উপস্থিতির-একাংশ

কুমারখালী: কয়া গ্রামে হামলার ঘটনায় গণশুনানিতে উপস্থিত জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী ও সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

কুমারখালী

শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনায় গণশুনানিতে নেত্রীবৃন্দের অংশগ্রহণ: স্কুলে মহিলা জামায়াতের মাহফিল করতে না দেওয়ায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী প্রধান শিক্ষকের নামে হিজাব ও বোরখা সম্পর্কে কটূক্তির অভিযোগ তুলে মামলা করে। এ মামলায় ২৩ ফেব্রুয়ারি কুমারখালীর কয়া চাইল্ড হ্যাভেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু সালেহকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন ওই শিক্ষকের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে তার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। শিক্ষকের পরিবার জানায়, স্কুলে মহিলা জামায়াতের মাহফিল করতে একটি গোষ্ঠী চাপ দিচ্ছিল, তিনি এতে রাজি না হওয়ায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়ে মামলা দেওয়া হয়েছে। হামলার আভাস পেয়ে তারা স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও রাজনীতিবিদদের সহায়তা চেয়েও পাননি।

এ হামলার ঘটনায় ৪ মার্চ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির তদন্ত গণকমিশনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মণ্ডল, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মোহসীন হোসাইন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এটিএম আবুল মনসুর মজনু, কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক মমতাজ বেগম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কুমারখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী ও সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহানসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

টঙ্গী

টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখার আন্দোলন উপপরিষদের উদ্যোগে ১৬ মার্চ বেলা ১১টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি জাহানারা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক নুরজাহান, সংগঠন সম্পাদক মেহেরুননেছা সিমা প্রমুখ। বক্তগণ নারীবান্ধব বাজেট প্রণয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে বলেন, প্রতিবছর বাজেট ঘোষণায় নারীদের কী কী বিষয় অগ্রধিকার দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে, তার খসড়া সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এ কাজটি সুন্দরভাবেই করে যাচ্ছে। কিন্তু নারীদের জন্য বরাদ্দ বাড়ালেও তার যথাযথ ভাবে বণ্টন ও সঠিক স্থানে পৌঁছে না। যে কারণে পরিকল্পনা থকলেও তার বাস্তবায়ন সুষ্ঠু হয় না। তাঁরা নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ করে তোলা, তৃণমূলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নারীর স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, নারীর প্রতি সহিংসতা ও

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ যথাযথ বাস্তবায়নের দাবি জানান। পাশাপাশি, নারীর গৃহকাজে স্বীকৃতি দান ও নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের দাবি জানান। সভায় ২৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ

প্রতিবাদ সমাবেশ: সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ইরান ও আফগানিস্তানে নারীর মানবাধিকার হরণ, উচ্চশিক্ষা থেকে নারীদের বঞ্চিত করা ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় নারীদের কর্মসংস্থানে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে ৩ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় শহরের ফিরোজ জাহাঙ্গীর চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মহিলা পরিষদের ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। সাংগঠনিক সম্পাদক মরিয়ম বেগম ময়নার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার জোটের সভাপতি অ্যাড. নজরুল ইসলাম চুন্নু ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আব্দুল মোতালেব লাল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ময়মনসিংহ জেলার সভাপতি অ্যাড. এমদাদুল হক মিল্লাত, মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, জেলা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলী আকন্দ, আইইডির কর্মকর্তা নূরুন নাহার বেগম, গোধুলী নারী কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা সেলিমা আজাদ, স্বাবলম্বী সংস্থার কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম সেলিম, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি বাহউদ্দীন শুভ, আলোর পথে হিজড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি হিজড়া সালমা শেখ, যুব ইউনিয়নের সভাপতি জহিরুল আমিন রুবেল, শান্তিমিত্র সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক সুবর্ন পলি দ্রং, ক্লিন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান অ্যাড. মতিউর রহমান ফয়সাল, প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি সনৎ ঘোষ, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি সারোয়ার কামাল রবিন ও উর্দুভাষী বাংলাদেশি অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. নেসার আহমেদ।

বক্তাগণ বলেন ইরান ও আফগানিস্তানের নারীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাঁরা এ দুটি দেশে নারীরা যাতে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য সে দেশের সরকারের প্রতি দাবি জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এবং মহিলা পরিষদের কর্মী-সংগঠকসহ ১৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ: আফগানিস্তান ও ইরাকে নারীদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন জেলা মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি অ্যাড. নজরুল ইসলাম চুন্নু

মধুখালী: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সদস্য রুবিনা খন্দকার

মধুখালী

মতবিনিময় সভা: ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩.৩০টায় বৈকণ্ঠপুর গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জায়েদা বেগমের সভাপতিত্বে দলিত নারীদের অধিকার সম্পর্কে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দলিত নারীরা তাঁদের সমস্যা ও বৈষম্যের কথা জানান। তাঁরা বলেন, দলিত সম্প্রদায়ের শিশুরা স্কুলে গেলে তাঁদের পিছনের বেঞ্চে বসতে হয়। তাঁদের দিয়ে টয়লেট পরিষ্কার করানো হয়। শিশুর মাকে দেখলে স্কুল পরিষ্কারের কাজে লাগিয়ে দেয়। শিক্ষকদের এই রকম বৈষম্যমূলক আচরণে অনেক ক্ষেত্রে দলিত শিশুরা স্কুল বিমুখ হয়। পাশাপাশি, বেশিরভাগ দলিত

কিশোরগঞ্জ: সংগঠন কার্যালয়ে মাসিক সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ সম্পাদক বনশ্রী সরকার

কিশোরীরা বাল্যবিবাহের শিকার। তারা অল্প বয়সে সন্তান ধারণ করে। ফলে নিজে অপুষ্টিতে ভোগে এবং অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেয়। তাঁদের প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা লেগেই থাকে। অজ্ঞতার অভাবে অপরিকল্পিতভাবে তাঁরা অধিক সন্তান জন্ম দেয়। ফলে দারিদ্র্য লেগেই থাকে। বাংলাদেশ হিন্দু সমাজে বাঙালি হোক বা অবাঙালি নারীদের পিতার সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয় না। বর্ণবাদী হিন্দু নেতারা হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার আইনের বিরোধিতা করে আসছে বরাবরই সে হিসেবে দলিত নারীরাও সম্পত্তি তো পায় না। আবার দলিত সমাজে যৌতুকের হার এতোই উচ্চ যে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহযোগ্য কন্যার বিয়ে দেওয়া মুশকিল। আবার ব্যক্তিগত পছন্দে কেউ বিবাহ করলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয় অথবা পঞ্চায়েতে মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা দিয়ে সমাজে উঠতে হয়। জাত-পাতের সাথে নারীর অধিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। তাঁরা দলিতদের জন্য দলিত কমিশন গঠনের দাবি জানান। সভায় নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার ও সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা

উঠান বৈঠক: তৃণমূলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ কাটিয়া পাড়া শাখায় ২৯ জানুয়ারি এবং কাটিয়া সরকার (জরিনার বেড়) পাড়া শাখায় ২৬ ফেব্রুয়ারি দুটি পৃথক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উঠান বৈঠকে আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি শামীমা সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না দত্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক রুপা মিত্র, অর্থ সম্পাদক হাফিজা খাতুনসহ শাখা দুটির নেত্রীবৃন্দ। আলোচকগণ বলেন, মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিবাহ দিলে তাদের নানা ধরনের সমস্যা হয়, অল্প বয়সে গর্ভধারণ করে ফলে মা ও শিশুর মৃত্য ঝুঁকি থাকে। কম বয়সে মা হওয়ার কারণে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। শিশু ও মা উভয়েই অপুষ্টিতে ভোগে। সর্বপরি মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিলে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এর পরিবর্তে মেয়েদের শিক্ষিত করতে পারলে তারা স্বাবলম্বী হয়, সংসারের হাল ধরতে পারে এবং নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে। দুটি সভায় ৪৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

মানববন্ধন: 'চাই সাংস্কৃতিক জাগরণ ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ'–এই দাবিতে ২৭ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় কুড়িগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এই মানববন্ধনে মহিলা পরিষদের পাশাপাশি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, উদীচী, প্রচ্ছদ, রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহণ করে। বক্তব্য রাখেন দুলাল বোস, নুর মোহাম্মদ আনছার, আব্দুল খালেক ফারুখ, দেলোয়ার হোসেন, আক্তারুজ্জামান রাজু, সাংবাদিক শ্যামল ভৌমিক, জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ প্রমুখ।

মাগুরা

মতবিনিময় সভা: বাল্যবিবাহ একটা মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন আবশ্যক বলে মনে করেন 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক' মতবিনিময় সভার বক্তারা। মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে ২১ মার্চ বিকেল ৪টায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী লাবনী জামান। প্রধান আলোচক ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক খালেদা হাশিম, আন্দোলন সম্পাদক রেহেনা পারভীন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক কৃষ্ণা সরকার।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রসুল্লাবাদ ইউনিয়নের উত্তর দাররা গ্রামের গৃহবধূ এবং একই উপজেলার কালঘড়া গ্রামের হেলাল সরকারের মেয়ে লতিফা বেগম (৪২) কে পুড়িয়ে হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারী দেবর জালালকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ২৩ মার্চ বিকেল ৩.৩০টায় প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি শোভা পালের সভাপতিত্বে এবং আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজীর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নেলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা

সিকদার, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিরীন আক্তার, উদীচীর সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস রহমান, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম, নোঙরের সভাপতি শামীম আহমদ, সোনালি সকাল আবৃত্তি সংগঠনের পরিচালক ফাহিম মুনতাসির, সাহিত্য একাডেমির সদস্য সোহেল আহাদ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, প্রতিদিন কোথাও-না-কোথাও অসংখ্য নারী ধর্ষণ ও হত্যাসহ বহুমাত্রিক সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। কিন্তু একটি ঘটনারও সঠিক বিচার হয় না। ফলে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান না-থাকায় নারীর ওপর নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা বারবার ঘটে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জীবন দিতে হলো লতিফাকে। বক্তাগণ অবিলম্বে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, লতিফা বেগমের দেবর জালাল ২০ মার্চ লতিফার গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তাঁর সারা শরীর পুড়ে যায়। দগ্ধ অর্ধগলিত লতিফা ২২ মার্চ শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত অভিযুক্ত জালালকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: নবীনগরের গৃহবধু লতিফাকে পুড়িয়ে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধনে উপস্থিতির একাংশ

রাজশাহী: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন ১০০-তে উন্নীত করা এবং এসব আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবিতে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মানববন্ধন

রাজশাহী

মানববন্ধন ও সমাবেশ: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন ১০০-তে উন্নীত করা এবং এসব আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবিতে রাজশাহী জেলা শাখার উদ্যোগে সমমনা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যৌথভাবে মানববন্ধন ও সমাবেশ করা হয়। ১০ জানুয়ারি বেলা ১১টায় রাজশাহী নগরের জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মহিলা পরিষদের রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত থেকে এ দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক ফয়েজুল্লাহ চৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান খান, দৈনিক সোনার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাত ও নির্বাহী পরিচালক রুলফাও আফজাল হোসেন, ব্লাস্টের সমন্বয়কারী অ্যাড. সামিনা বেগম, এডাবের চেয়ারম্যান আবুল বাশার পল্টু, মানবাধিকার জোটের সদস্য সচিব ও আসুসের নির্বাহী পরিচালক রাজকুমার শাও, প্রেসিডিয়াম সদস্য কৃস্টিনা বিশ্বাস, সংগ্রামী জীবন মহিলা সমিতির সভাপতি সায়েমা পারভীন, দিনের আলো হিজরা সংঘের সভাপতি মোহনা, আলোর মিছিল নারীকল্যাণ সমিতির সভাপতি সুইটি ইয়াসমিন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, রাজনীতিতে ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সমঅংশগ্রহণ ও সমঅংশীদারত্ব নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর জন্য সংরক্ষিত ১০০ আসন নিশ্চিত করতে হবে এবং এই আসনগুলোতে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভায় তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিসহ শতাধিক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

মামলার রায়

মহিলা পরিষদসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানের রিট আবেদনের পক্ষে রায়

২৪ জানুয়ারি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত সকল ফরমে পিতা অথবা মাতা অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম সংযোজনের মাধ্যমে সকলের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতের নির্দেশনা দিয়ে উচ্চ আদালত রায় প্রদান করেছেন। জনস্বার্থে দায়েরকৃত রিট আবেদন নং ৫৩৪৩/২০০৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩রা আগস্ট ২০০৯ প্রদত্ত রুলকে বহাল রেখে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় প্রদান করেন। একইসাথে, এ রায়ের আলোকে সকল ফর্ম সংশোধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সকল শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত।

উল্লেখ্য, যে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে 'শিক্ষার্থী তথ্য ফরম' এ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাবার নাম পূরণ করতে না পারার কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী; ঠাকুরগাঁও জেলার এক ছাত্রীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবেশপত্র দিতে অস্বীকৃতি জানানোর প্রেক্ষিতে, একজন ছাত্রী শুধু মায়ের নাম ব্যবহার করলে পরীক্ষায় ফরম কেন অপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কেন প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না এ বিষয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং নারীপক্ষ জনস্বার্থে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করেছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে ফরম পূরণে পিতার নাম পূরণ করতে না পারলে এতকাল ধরে শিশুরা শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। এ যুগান্তকারী রায়ের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সকল শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রত্যাশা করে, সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে সমতারভিত্তিতে পিতা-মাতার উভয়েরই সন্তানের অভিভাবকত্বের অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মহিলা পরিষদের সহায়তায় শিশু ইমন হত্যা মামলার রায়

মোছা. আনোয়ারা একমাত্র শিশু সন্তান ইমন (তিন বছর ছয় মাস)-কে নিয়ে রাজধানীর মণিপুরী পাড়াতে বসবাস করে বিভিন্ন বাসাতে গৃহকর্মীর কাজ করত। মোছা. আনোয়ারা মণিপুরী পাড়ার আন্থনী অসীম গোমেজ এর বাসাতেও গৃহকর্মীর কাজ করত। ২০ জুন ২০০৬ আনোয়ারা আন্থনী অসীম গোমেজ এর বাসাতে কাজে গেলে গৃহকর্তা আন্থনী ইমনকে তার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে মারধর করতে শুরু করে। একপর্যায়ে আন্থনী দরজা খুলে দিলে আনোয়ারা ইমনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম দেখতে পান। ইমন তখন তার মাকে জানায় আন্থনী তাকে পেটে পা দিয়ে চেপে ধরে মারধর করেছে। মারধরের সময় ইমন স্টিলের আলমারিতে মাথায় আঘাত পায়। চিকিৎসার জন্য ইমনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় শিশু ইমনের মাতা মোছা. আনোয়ারা মামলা দায়ের করেন যা তেজগাঁও থানার মামলা নং- ৪৫, তারিখ ২১.০৬.২০০৬। ধারা-৩০২ দ. বি.।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি হতে বিবৃতি প্রদান, তথ্যানুসন্ধান, ঘটনার বিষয়ে দায়েরকৃত মামলার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের যথাযথ শাস্তি এবং ঘটনার শিকার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নিকট চিঠি প্রেরণ, মামলার বাদী মোছা. আনোয়ারাকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।

ঘটনার শিকার শিশু ইমনের মাতা মোছা. আনোয়ারার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এ মামলায় আইন সহায়তা প্রদান করেছে। সংগঠনের পক্ষ হতে আদালতে এ মামলা পরিচালনায় সহায়তাসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ভিকটিম/বাদীর প্রতিনিধি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষে আদালতে এ মামলা পরিচালনায় সহায়তা করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জেয়াদ-আল মালুম, পরবর্তীতে অ্যাডভোকেট এস. এম. এ. সবুর। তাদের সহায়তা করেন অ্যাড. রাম লাল রাহা।

৬ মার্চ মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গ্রহণ শেষে মহানগর দায়রা অতিরিক্ত ৪র্থ আদালত, ঢাকা এর বিজ্ঞ বিচারক চাঞ্চল্যকর এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। মামলার আসামি আন্থনী অসীম গোমেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত আসামি আন্থনী অসীম গোমেজকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে সুপারিশমালা প্রেরণ

২৮ মার্চ নারী ও কন্যার প্রতি উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ঘটনা প্রতিরোধ ও নির্মূলে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের হালনাগাদকৃত 'যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ আইন (খসড়া), ২০১০'-এর প্রস্তাবনা এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের বিধান পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের বিষয়ে সুপারিশমালা বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী; উহার অনুলিপি আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বরাবর প্রেরণ করা হয়।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে ২০০২ সাল হতে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভায় উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধে আইনি সুরক্ষার বিষয়ে জোরালো সুপারিশ আসে। পরবর্তীতে সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালার খসড়া তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে। পাশাপাশি ২০০৯ সালের ১৪ মে একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধের লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদানপূর্বক নির্দেশাবলি জারি করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিভিন্ন সভা, কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশ, পূর্বোল্লিখিত নীতিমালা ও হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের আলোকে *যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ আইন, ২০১০*-এর খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক সময়ের সুপারিশের আলোকে উক্ত খসড়া প্রস্তাবনা হালনাগাদ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে প্রতিরোধ ও সুরক্ষার বিধানসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলসহ সকল স্থানকে অন্তর্ভুক্ত করে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের সময়োপযোগী সংজ্ঞা, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটি, উহার কার্যাবলি, অভিযোগের তদন্ত, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, বিচার পদ্ধতি, সচেতনতা ও জনমত গঠনের বিষয়সহ একটি পৃথক আইনের সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ আইন (খসড়া), ২০১০ এর পাশাপাশি দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা-৫০৯ এ কোনো নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে কোনো মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু প্রদর্শনের বিষয়; ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ধারা- ৭৬ এ নিপীড়ন, অশালীন ভাষা ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ধারা-৯ক এ নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনার বিষয় এবং ধারা-১০ এ কোন নারী ও শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের অনেক বিষয় অনুপস্থিত থাকায় প্রযুক্তি, বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উল্লিখিত প্রচলিত আইনের বিধান যুগোপযোগী ও সংশোধনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়।

নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির জাতীয় কনভেনশন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পেশ

গত ২৮ নভেম্বর 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনে গৃহীত সুপারিশসমূহ সদয় বিবেচনা ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য ১৩ মার্চ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক, এমপির নিকট পেশ করেন।

এ সময় উল্লেখ করা হয়, নারী ও কন্যার প্রতি ক্রমবিস্তৃত, ক্রমবর্ধিত সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয়ভাবে ও জেলা পর্যায়ে সমাজের বিশিষ্টজনদের নিয়ে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে স্থানীয়ভাবে সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে।

না রী আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি, সরকারি নানা উদ্যোগের পরেও নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের ঘটনা ঘটে চলেছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ ও সামাজিক শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে ২৮ নভেম্বর ২০২২ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকাতে জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করে। জাতীয় কনভেনশনে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণসহ মতামত প্রদান করেন।

২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা:

- জাতিসংঘ সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ এবং অনুচ্ছেদ-১৬ (১) (গ) হতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করতে হবে।
- জাতিসংঘ সিডও সনদের আলোকে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার করতে হবে।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করতে হবে।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে পৃথক আইন করতে হবে এবং অপরাধগুলো আলাদাভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং দণ্ডবিধিতে সংযোজন করতে হবে।
- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল শিক্ষা ও কর্ম প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার তথ্যের ডাটাবেজ করতে হবে।
- আইনে বর্ণিত ধর্ষণের সংজ্ঞা সময়োপযোগী করাসহ ধর্ষণের ঘটনার দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীর সুরক্ষা নিশ্চিত করাসহ সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর প্রচার ও বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিবাহ প্রদানের প্রবনতা বন্ধ করতে হবে এবং আইন বহির্ভূতভাবে নারী নির্যাতনের মামলার আপসের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।
- ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিকেল পরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা মনিটরিং-এর ব্যবস্থাসহ ডিএনএ ল্যাব-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ধর্ষণের ঘটনার মামলায় তদন্ত রিপোর্ট দ্রুত প্রদানের বিষয়ে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার জন্য শেল্টার হোম দেশব্যাপী বৃদ্ধি ও পরিবেশ মানসম্মত করতে হবে।
- সাইবার ক্রাইম বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নারী ও কন্যা নির্যাতন বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান সাপেক্ষে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষা হতে নারী ও কন্যা শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, উপবৃত্তি বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় পর্যায়ের সকল কমিটি কার্যকর

করতে হবে।

- বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচারণা চালাতে হবে।
- মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে।
- বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে আইনে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারীরা যাতে পরবর্তীতে সামাজিক বৈষম্যের শিকার না হয় সে জন্য তাদের সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় আনতে হবে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে সক্রিয় করতে হবে।
- গণপরিবহনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধিসহ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে সেইসাথে রাস্তাঘাটে নারী ও কন্যার নিরাপদ যাতায়াতের জন্য পরিবহন মালিক সমিতি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করতে হবে।
- পাঠ্যসূচিতে জেন্ডার ধারণার বিষয় যুক্ত করতে হবে।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও মন্তব্য আইনের আওতায় এনে বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও অংশীদারত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী নির্যাতনের সংস্কৃতিকে সমর্থন করে, এমন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- ধর্মীয় সমাবেশে নারী বিদ্বেষী মন্তব্য আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সাম্প্রদায়িক শক্তি যাতে নারী উন্নয়নের পদক্ষেপকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সালিশ প্রতিবেদন

(জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩)

পারিবারিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে সালিশী বৈঠকের আয়োজন করে আসছে। সালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সালিশী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই সময়কালে সালিশ সভায় সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের সদস্য অ্যাড. হাসিনা পারভীন, শামীমা আফরোজ আইরিন, অ্যাড. মোহসিনা খাতুন, কাজী দ্রাকসিন্দা জাবিন তুইসি উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি অ্যাড. দীপ্তি সিকদার, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. রাম লাল রাহা, আইনজীবী অ্যাড. ফাতেমা খাতুন, প্রোগ্রাম অফিসার (কাউন্সেলিং) সাবিকুন নাহার সালিশ সভায় উপস্থিত থাকেন।

সালিশ সংখ্যা	-৬টি
সালিশ বৈঠক	-৯টি
(সালিশের বিষয় ৬টি ও ফলোআপ ৩টি)	
মীমাংসিত	-৩টি
অমিমাংসীত	- ৩টি

সালিশের মাধ্যমে দেনমোহর ও ভরণপোষণ বাবদ আদায় করে দেওয়া হয়েছে ২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

অভিযোগ গ্রহণ ও গৃহীত কার্যক্রম

(জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩)

বিষয় :

ক. আইনগত পরামর্শ	-২১ টি
খ. সরাসরি অভিযোগ	-২১ টি
সরাসরি অভিযোগের ধরণ:	
শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন	- ৭টি
খোঁজখবর না নেওয়া ও ভরণপোষণ না করা	- ৮টি
যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন	- ৩টি
প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত	- ১টি
ডির্ভোস পরবর্তী উত্তক্ত্যকরণ	- ১টি
অন্যান্য	- ১টি
	মোট: ২১টি

*অভিযোগের প্রেক্ষিতে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে ২৬টি।

ভিএসসি হতে প্রেরিত সরাসরি অভিযোগের বিবরণ

(জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩)

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (ভিএসসি) তে সর্বমোট সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ করা হয় ৭টি এবং আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয় ৩টি। এর মধ্য থেকে বিরোধপূর্ণ পারিবারিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে আবেদন আসে ৪টি। সেগুলো হলো– শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ২টি, খোজঁখবর না নেওয়া ও ভরণপোষণ না করা ১টি, যৌতুকের জন্য নির্যাতন ১টি। এই অভীযোগগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ৪টি অভিযোগই নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে।

নারী ও কন্যা নির্যাতনের তথ্য
(জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩)

ক্র নং	নির্যাতনের ধরণ	নারী ও কন্যা নির্যাতন			
		জানু	ফেব্রু	মার্চ	মোট
১.	ধর্ষণ	৪১	৩৬	৩৭	১১৪
২.	দলবদ্ধ ধর্ষণ	৬	৭	১০	২৩
৩.	ধর্ষণের পর হত্যা	৭	১	৭	১৫
৪.	ধর্ষণের চেষ্টা	৫	১১	৯	২৫
৫.	যৌন নিপীড়ন	৬	১৬	১২	৩৪
৬.	উত্ত্যক্তকরণ	৪	৯	৫	১৮
৭.	উত্ত্যক্তকরণের কারণে আত্মহত্যা	২	২	২	৬
৮.	নারী ও কন্যা পাচার	২	৩	৪	৯
৯.	অগ্নিদগ্ধ	১	১	২	৪
১০.	অগ্নিদগ্ধের কারণে মৃত্যু	৩	১	১	৫
১১.	যৌতুকের কারণে নির্যাতন	৯	৪	৪	১৭
১২.	যৌতুকের কারণে হত্যা	২	৩	-	৫
১৩.	শারীরিক নির্যাতন	১৪	২৪	৪৩	৮১
১৪.	শারীরিক নির্যাতন	-	৩	-	৩
১৫.	গৃহকর্মী নির্যাতন	৪	-	-	৪
১৬.	গৃহকর্মী হত্যা	১	২	-	৩
১৭.	গৃহকর্মী আত্মহত্যা	-	-	১	১
১৮.	হত্যা	৩৬	৪০	৪০	১১৬
১৯.	হত্যার চেষ্টা	২	১	-	৩
২০.	রহস্যজনক মৃত্যু	২৫	১০	২২	৫৭
২১.	আত্মহত্যা	৩৫	১৬	১০	৬১
২২.	আত্মহত্যায় প্ররোচনা	২	৮	৪	১৪
২৩.	আত্মহত্যার চেষ্টা	১	১	২	৪
২৪.	অপহরণ	১১	১০	১১	৩২
২৫.	অপহরণের চেষ্টা	-	১	১	২
২৬.	ফতোয়া	-	১	-	১
২৭.	বাল্যবিবাহ	-	২	-	২
২৮.	বাল্যবিবাহের চেষ্টা	৫	৮	৬	১৯
২৯.	পুলিশী নির্যাতন	১	১	৩	৫
৩০.	সাইবার ক্রাইম	৫	৫	৪	১৪
৩১.	অন্যান্য	১০	৫	৯	২৪
মোট		২৪০	২৩২	২৪৯	৭২১

বি. দ্র. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে সংরক্ষিত ১৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। পত্রিকা গুলো হলো– The Independent, The Daily Star, New Age, The Daily Observer, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, যুগান্তর, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক কালের কণ্ঠ।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনায় বিবৃতি ও স্মারকলিপি প্রদান
(জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩)

নারী ও কন্যা নির্যাতনের ১৭টি ঘটনায় ১৬টি বিবৃতি দেওয়া হয়–

ক্র নং	ঘটনাসমূহ	সংখ্যা
১.	ধর্ষণ	১
২.	দলবদ্ধ ধর্ষণ	১
৩.	উত্ত্যক্তকরণেরকারণে আত্মহত্যা	৩
৪.	যৌন নিপীড়ন	৫
৫.	শারীরিক নির্যাতন	৩
৬.	হত্যা	২
৭.	হত্যার চেষ্টা	১
৮.	যৌতুকের কারণে হত্যা	১
মোট		১৭

১৬১টি ঘটনায় ১৩২টি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়–

বরাবর	সংখ্যা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	৪টি
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	১২৮টি
অনুলিপি:	
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	৪টি
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩ টি
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১২৮টি
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি)	১২৮টি
পুলিশ কমিশনার	১০টি
উপপুলিশ কমিশনার	১২টি
জেলা প্রশাসক (ডিসি)	১৫০টি
পুলিশ সুপার (এসপি)	১২৪টি
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (বিভিন্ন থানা)	১৪৮টি
মোট	**৭১৭টি**

জেলা শাখার লিগ্যাল এইড কার্যক্রম

মাগুরা: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত

মুন্সীগঞ্জ:

আলোচনা সভা: ১৬ মার্চ জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে এবং ২২ মার্চ গণকপাড়া শাখায় যৌন নিপীড়ন ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচকগণ বলেন, পরিবার থেকে প্রথমে নির্যাতন রোধ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় এ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সর্বপরি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার।

আলোচনা করেন সহসভাপতি হামিদা খাতুন ও সহসভাপতি শাহানারা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার, সহসাধারণ সম্পাদক নাজমা আক্তার ময়না, অর্থ সম্পাদক সাদিয়া জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকি, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. সুলতানা আক্তার বিউটি, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাসুদা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক ফরিদা পারভীন, সদস্য তাপসী রাবেয়া, সাবরীনা আলী, আক্তার জাহান খুকু, আয়েশা আক্তার প্রমুখ। সভায় ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা: ১৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যগণ তাদের মতামত প্রদানকালে উল্লেখ করেন বাল্যবিবাহ নারীর অগ্রগতির পথে বাধা। বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধ করতে হলে নারীকে স্বশিক্ষিত হতে হবে। সভায় মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি প্রদান: কেওয়ার দেওয়ানবাড়ির জেসি মাহমুদ (১৭) হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর ৯ জানুয়ারি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। **সালিশ:** ভরণপোষণ না দেওয়া এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা অভিযোগে ২১ মার্চ জেলা শাখা কার্যালয়ে সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মানের ভিত্তিতে সংসার করতে সম্মত হন।

কলমাকান্দা

উঠান বৈঠক: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কলমাকান্দা সাংগঠনিক জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে ২৭ জানুয়ারি ঝুমা আক্তারের সভাপতিতে আখিয়া আক্তারের বাড়িতে এবং মাইজপাড়া শাখায় দুটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলা শাখার সহসভাপতি সন্ধ্যা রানী সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক চায়না রায়, অর্থ সম্পাদক মালেকা খাতুন।

বক্তারা বলেন, বাল্যবিবাহের কারণে অনেক নারী ও কন্যাকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করে। এ ছাড়াও তাঁরা নানা রোগে আক্রান্ত হয়, ফলে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। বাল্যবিবাহ যাতে না হয় তাঁর জন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

কর্মীসভা: ২৫ জানুয়ারি চাঁনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভিন্ন পাড়া শাখার কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা পারভীন। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি সন্ধারানী সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক চায়না রায় প্রমুখ। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি আন্দোলনমুখী সংগঠন যাঁরা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে যাচ্ছে। বর্তমানে নারী নির্যাতন বেড়ে গেছে। নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মতবিনিময় সভা: নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় বিষয়ে ১৫ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় ঘাটুরা গ্রাম শাখায়, ২৮ জানুয়ারি সকাল ১০টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে, ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় সীতানগর গ্রামে এবং ১৫ মার্চ ভাদুঘর পাড়া শাখায় পৃথক চারটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে জেলা

নাটোর: উপজেলা এনজিও সমন্বয় সভায় সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীনসহ অন্যান্য সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ

শাখার সভাপতি শোভা রানী পাল, প্রতিমা রানী ঋষি এবং পারভীন বেগম।

বক্তাগণ বলেন, নারী নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। কারণ পারিবারিক সহিংসতা নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রধান বাধা। সবাইকে বুঝাতে হবে পারিবারিক সহিংসতা ব্যক্তিগত নয়, এটি সামাজিক সমস্যা। এটা প্রতিরোধ করতে হবে।

সভায় আলোচনা করেন, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা শিকদার দীনা, আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নুরুন নাহার বেগম, সদস্য স্বপ্না কর প্রমুখ।

কুমারখালী

মতবিনিময় সভা: নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারি বেলা ৩টায় আগ্রাকুন্ডা শাখায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন একই শাখার সভাপতি রাকিবা খাতুন। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী, সহসভাপতি চম্পা নজরুল ও সাজেদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান, লিগ্যাল এইড সম্পাদক আকলিমা খাতুন মিনা, অর্থ সম্পাদক শামীমা আক্তার ও কার্যকরী কমিটির সদস্য আলেফা খাতুন।

আলোচকগণ বলেন, সারা দেশেই নারী নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও প্রচলিত আইনে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু আইনের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন বা ধর্ষণ রোধ করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তাই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন হতে হবে। সভায় ৪৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি প্রদান: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও তার সহযোগীদের দ্বারা নবীন শিক্ষার্থীকে শেখ হাসিনা হলের গণরুমে ডেকে নিয়ে রাতভর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কারার পাশাপাশি তাকে নগ্ন করে ভিডিওধারণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং নির্যাতনের শিকার ছাত্রীর নিরাপত্তাসহ নির্বিঘ্নে শিক্ষাজীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থাগ্রহণের দাবিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন কুমারখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি হোসনেয়ারা রুবী, সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক হোসনে আরা, অর্থ সম্পাদক শামীমা আক্তার এবং কুষ্টিয়া জেলা শাখার সহসভাপতি শিপ্রা নন্দী ও সদস্য জারিন তাসলিম।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ: কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দূর্বাচারা গ্রামের সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় তার পরিবার। কুমারখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ১৮ ফেব্রুয়ারি এ বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করে এবং দুপক্ষের অভিভাবকদের এ ব্যাপার সচেতন করেন।

সালিশ: স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ভরণপোষণ না-দেয়া এবং যৌতুকের জন্য নির্যাতনের দুটি অভিযোগের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দুটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে কোনো মীমাংসা না হওয়ায় আবার সালিশের দিন ধার্য করা হয়।

তথ্যানুসন্ধান: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রীকে ১২ মার্চ কোচিং-এ পড়তে যাওয়ার সময় শিলাইদহ ইউনিয়নের মাজগ্রাম জোরালপুর গ্রামের মাদকাসক্ত বখাটে আশিক শেখ অতর্কিতে হামলা করে। গুরুতর আহত ছাত্রী দুজনকে কুমারখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে, মালিয়াট গ্রামের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করা এবং প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না পেয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বখাটে এক যুবক সঙ্গীসহ ঐ ছাত্রীর ঘরে প্রবেশ করে ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে এবং আসামি গ্রেপ্তার হয়।

এ দুটি ঘটনায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দে একটি দল ১৪ ও ১৬ মার্চ সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করেন।

নাটোর

এনজিও সমন্বয় সভায় যোগদান: ৩০ জানুয়ারি ও ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে দুটি এনজিও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাটোরের বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নাটোর জেলা

বরিশাল: বরিশাল গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের প্রভাষক মর্জিনা আক্তারকে একই কলেজের প্রভাষক নিশাত আফরিন টুম্পার স্বামী মো. হাসনাইন চৌধুরীর কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে শারীরিক নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন

শাখার পক্ষ থেকে কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রভাতী বসাক ও প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ ছন্দা সাহা চৌধুরী প্রথম সভায় এবং সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন দ্বিতীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তরুণীকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর: ১৫ ফেব্রুয়ারি জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শাহানা আফরোজ শিল্পী মোবাইল ফোনে জানতে পারেন নাটোর ছায়াবানীর মোড় এলাকায় এক তরুণী অসুস্থ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। সংবাদ পাওয়ামাত্র জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সেখানে উপস্থিত হন এবং কিশোরীকে দ্রুত নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। এরপর থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশের সহায়তায় তাকে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জানা যায়, স্নাতকোত্তর অধ্যয়নরত তরুণীকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এক বান্ধবীর সাথে নাটোর আসে। সে অসুস্থ হলে বান্ধবী তাকে ফেলে চলে যায়।

নারী নেটওয়ার্কের সভায় অংশগ্রহণ: খান ফাউন্ডেশনের আয়োজনে তাদের কর্মসূচি অপরাজিতা–নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প সম্পর্কে নাটোর উপজেলার প্রশিক্ষণ সেবাকেন্দ্রে ১৫ মার্চ সকাল ১১টায় পর্যায়ের নারী নেটওয়ার্কের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সারমিনা সাত্তার। অন্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিলা পরিষদ নাটোর জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শাহানা আফরোজ শিল্পী, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, খান ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি শাহীনা লাইজু, নাটোর পৌরসভার নারী কাউন্সিলর নার্গিস পারভীন প্রমুখ।

পাবনা

আইন সহায়তা কার্যক্রম: নারী ও কন্যা নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনায় জানুয়ারি–মার্চ ত্রৈমাসে জেলা শাখা কার্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে সাতটি, তথ্যানুসন্ধান হয়েছে নয়টি, সালিশি সভা হয়েছে পাঁচটি, সালিশি সভায় মীমাংসা হয়েছে চারটি, আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ১৭টি, ফলোআপ ভিজিট হয়েছে তিনটি এবং দেনমহর ও খোরপোশ বাবদ ৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা আদায় করে দেওয়া হয়েছে।

রংপুর

আইন সহায়তা কার্যক্রম: জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অভিযোগ এসেছে দুইটি, তথ্যানুসন্ধান হয়েছে একটি এবং সালিশ বৈঠক হয়েছে একটি।

বরিশাল

শিক্ষিকা নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন, স্মারকলিপি প্রদান ও সংবাদ সম্মেলন: বরিশাল গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক মর্জিনা আক্তারকে একই কলেজের প্রভাষক নিশাত আফরিন টুম্পার স্বামী মো. হাসনাইন চৌধুরী কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে শারীরিক নির্যাতন করে ২ ফেব্রুয়ারি।

এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং বিচারের দাবিতে ৬ ফেব্রুয়ারি জেলা শাখার উদ্যোগে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি, ১৪ ফেরুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় অশ্বিনী কুমার হলের সামনে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি প্রফেসর শাহ-সাজেদা, স্বাগত বক্তব্য সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ বরিশাল বিভাগীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আমিনুল রহমান খোকন, মহিলা পরিষদের প্যানেল আইনজীবী হিরণ কুমার দাশ মিঠু, রিচ টু আন রিচ'র নির্বাহী সম্পাদক মো. রফিকুল আলম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শুভংকর চক্রবর্তী, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি এমআর প্রিন্স, স্কোপ'র নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী এনায়েত হোসেন শিবলু, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতা অ্যাড. একে আজাদ, প্রদিপন'র নির্বাহী কর্মকর্তা রনজিৎ দত্ত প্রমুখ।

বক্তারা প্রভাষক নিপীড়নের নিন্দা জানান এবং নিপীড়নকারী মো. হাসনাইন চৌধুরী শাস্তি দাবি করেন। মানববন্ধন পরিচালনা করেন শাখার সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এই ঘটনায় ১১ মার্চ বেলা ১১টায় সম্মিলিত শিক্ষক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে সিটি কলেজে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি পুষ্প চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন নিপীড়নের শিকার প্রভাষক মর্জিনা আক্তার, কলেজ শিক্ষক সমিতির বিভাগীয় সভাপতি অধ্যক্ষ মহসিন উল ইসলাম হাবুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি অধ্যক্ষ আ.ক.ম মিজানুর রহমান, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সফিউল আজম, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সহসভাপতি প্রফেসর শাহ-সাজেদা প্রমুখ।

মতবিনিময় সভা: বাল্যবিবাহ ও যৌতুক নিরোধ আইন এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে গণনারী-পুরুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে ৩০ মার্চ বেলা সাড়ে ১১টায় পলাশপুর শাখায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন একই শাখার সভাপতি মিনারা বেগম। আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা ও পলাশপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক খাদিজা বেগম বিনতা। সভায় মোট ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আইন সহায়তা কার্যক্রম: জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অভিযোগ গ্রহণ করা হয় ১৯টি, সালিশ বৈঠক হয়েছে ১১টি, নতুন মামলা ও আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ৮টি, নারী শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ৯টি এবং ভরণপোষণ ও দেনমোহর বাবদ আদায় করে দেওয়া হয়েছে ১১ হাজার ৬ শত টাকা।

দিনাজপুর

তথ্যানুসন্ধান: স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ডিভোর্সের পর সন্তানদের সাথে স্ত্রীকে দেখা করতে না দেওয়ার দুটি অভিযোগ এবং বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় স্কুল থেকে বহিষ্কার করায় শিক্ষার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করা হয়। তথ্যানুসন্ধানে এসব ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। প্রথম দুটি অভিযোগ মীমাংসার জন্য বিবাদীকে সালিশে উপস্থিত থাকার জন্য ডাকা হয় এবং শেষের অভিযোগের ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ঐ শিক্ষার্থীকে একই ক্লাসে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।

আইন সহায়তা কার্যক্রম: জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত জেলা শাখা কার্যালয়ে অভিযোগ এসেছে তিনটি, তথ্যানুসন্ধান হয়েছে তিনটি এবং সালিশ বৈঠক হয়েছে দুইটি। এ সময় চারটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তবে নতুন মামলা হয়নি।

কাউখালী: জেলা শাখা কার্যালয়ে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন

কাউখালী

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা: ২০ জানুয়ারি বেলা ৩টায় কাউখালী সাংগঠনিক শাখা কার্যালয়ে তৃণমূল সংগঠকদের সাথে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি জাহানারা হাবীব। সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন। বক্তব্য রাখেন সহসাধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, কার্যকরী কমিটি সদস্য জাহানূর বেগম এবং ফরিদা ইয়াসমিন।

আলোচকগণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, নারী নির্যাতনের ধারা ও নৃশংসতা বেড়েই চলছে। নারীরা বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। আইনের যথ যথ প্রয়োগ না থাকার কারণে নির্যাতনের মাত্রা বাড়ছে। পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও সঠিকভাবে আইন জানা না থাকার কারণে নারীরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। তারা নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: তৃণমূল সংগঠক ও কর্মীদের নিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি ও ২৪ মার্চ বিকেলে কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে দুটি প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন।

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল– নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩-এর বাল্যবিবাহ ও যৌতুকবিরোধী আইন, নারী ও শিশু পাচার আইন, উত্তরাধিকার আইন, হিন্দু বিয়ে রেজিস্ট্রেশন, মুসলিম বিয়ের কাবিননামা, যৌন নিপীড়ন ও সাইবার ক্রাইম এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০।

প্রশিক্ষক ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি

নেত্রকোণা: চুচুয়া মারাদীঘি তৃণমূল শাখায় মতবিনিময় সভায় সংগঠনের কর্মী-সংগঠকবৃন্দ

সুনন্দা সমাদ্দার, সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা এবং লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন।

দুটি প্রশিক্ষণে ৫০ জন করে অংশগ্রহণ করেন।

আইন সহায়তা কার্যক্রম: জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে সরাসরি অভিযোগ এসেছে ১১টি তন্মধ্যে স্বামী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন ২টি, যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ৫টি, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ১টি, স্ত্রীর অবাধ্যতা বিষয়ে ১টি এবং অন্যান্য ২টি। তথ্যানুসন্ধান হয়েছে ৭টি এবং সালিশি বৈঠক হয়েছে ৪টি। চারটি সালিশ বৈঠকের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে মীমাংসা হয় এবং একটি ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ হয় এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেনমোহর আদায় করে দেওয়া হয়।

নেত্রকোণা

সালিশ: স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের দুটি অভিযোগে জেলা শাখা কার্যালয়ে দুটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে একটি ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে সংসার করতে সম্মত হয় এবং একটি ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয় এবং ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দেনমোহর আদায় করে দেওয়া হয়।

মতবিনিময় সভা: জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে ১৯ মার্চ বিকেলে চুচুয়া মারাদীঘি তৃণমূল শাখায় 'নারীর অধিকার মানবাধিকার' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চুচুয়া শাখার সভাপতি আছিয়া আক্তার। সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দীকা, সহসভাপতি সাফিয়া লায়েছ, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা শামসুন্নাহার বিউটি, লিগ্যাল এইড সম্পদক মঞ্জু সরকার, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পদক শিপ্রা সিংহ, সদস্য নুরজাহান আক্তার প্রমুখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন।

রাজশাহী

সেবাগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা: ১৭ জানুয়ারি বেলা ১১টায় রাজশাহী জেলা শাখা কার্যালয়ে সংগঠন থেকে আইনি সেবাগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শিখা রায়, সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শিখা রায়, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক আফরোজা খান হেলেন, সদস্য নুরুন্নাহার পারভীন, শাহনাজ পারভীন প্রমুখ। সভায় ১৯ জন সেবাগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

আদিবাসী নারী শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় সভা: ২২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় গোদাগাড়ী থানার বসন্তপুর গুনীগ্রামে আদিবাসী নারী শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি গোগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সুধীর চন্দ্র উরাও, বসন্তপুর গুণীগ্রাম গ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক সোমা পান্না প্রমুখ। তাঁরা বলেন, আদিবাসী নারীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং পারিবার, সমাজ, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। তাদের মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সভায় ৩০ জন আদিবাসী নারী উপস্থিত ছিলেন।

সালিশ: একজন নারী স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যান এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ করে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ জানুয়ারি বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রেখে স্বামী-স্ত্রী সংসার করতে সম্মত হয়।

সাতক্ষীরা

সালিশ: স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের তিনটি অভিযোগে জেলা শাখা কার্যালয়ে তিনটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে একটি ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে সংসার করতে সম্মত হয় এবং বাকি দুটি ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয়। বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনায় এবং ২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা দেনমোহর ও খোরপোশ বাবদ আদায় করে দেওয়া হয়।

ময়মনসিংহ

সালিশ: স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে গালিগালাজ করা, শারীরিক নির্যাতন করা এবং বিবাহবিচ্ছেদের হুমকি দেওয়ার

অভিযোগে ৯ ফেব্রুয়ারি জেলা শাখা কার্যালয়ে দুটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি বৈঠকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না করা, পারস্পরিক সমঝোতায় সংসার করার সিদ্ধান্ত হয় এবং অপর একটি অভিযোগের ঘটনায় ১২ ফেব্রুয়ারি জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয়।

তথ্যানুসন্ধান: স্ত্রীর ভরণপোষণ না করার অভিযোগে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ দুটি ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে যান যথাক্রমে ১৬ ও ১৯ মার্চ। তথ্যানুসন্ধানে তাঁরা অভিযোগকারী নারী, তাদের পরিবার ও প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলেন এবং ক্ষেত্রেই তাঁরা অভিযোগের সত্যতা পান।

ফরিদপুর: প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত

ফরিদপুর

আলোচনা সভা: জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে ২৪ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় রঘুনন্দনপুর পাড়া শাখার সদস্যের সাথে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন সম্পাদক আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহের কুফল এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, সাংগঠনিক সম্পাপদক ডিউবী শিকদার ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত। সভায় ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: ১১ মার্চ বেলা ৩টায় বৃন্দাবনের মোড় পাড়া শাখায় লক্ষ্মী রানী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাতের পরিচালনায় প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু ও মুসলিম বিবাহের আইন, রেজিস্ট্রেশন ও সিডও সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর। প্রশিক্ষণে সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম ও কার্যকরী কমিটির সদস্য ফারিয়া শাহনেওয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যানুসন্ধান: ১০ ফেব্রুয়ারি অ্যামাজান নার্সিং প্রাইভেট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী প্রীতি হালদার (১৯) হোস্টেল রুমে আত্মহত্যা করে। পশ্চিম খাবাসপুর মিয়ার পাড়ায় ঝুমা আক্তারের (৩৫) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের প্রতিনিধিদল এই দুটি ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে যায়। তারা নিহতের পরিবার ও প্রতিবেশী এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে কথা বলেন এবং ঘটনার বিবরণ জানতে চান। প্রতিনিধিদল এ দুটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ন্যায়বিচার দাবি করেন।

যশোর

আইন সহায়তা কার্যক্রম: জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসে সরাসরি অভিযোগ এসেছে ১০টি, সালিশ হয়েছে ৫টি, সালিশে মীমাংসা ৩টি এবং আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৬টি।

কিশোরগঞ্জ

মতবিনিময় সভা: ১৩ মার্চ বেলা ৩টায় সদর উপজেলা পরিষদে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মজীবী, পেশাজীবী ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মামুন আল্ মাসুদ খান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাছুমা আক্তার। জনপ্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন চৌদ্দশত ইউনিয়নের সদস্য ললিত বেগম, মাইজখাপন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ফাতেমা আক্তার, বীরদামপাড়ার প্রাক্তন ইউপি সদস্য দিলরুবা জাহান, মহীনন্দর প্রাক্তন ইউপি সদস্য দিলোয়ারা আক্তার প্রমুখ। তাঁরা সবাই প্রতিটি ইউনিয়নে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

আলোচনা সভা: ১২ মার্চ সকাল ১০টায় বিন্নাটী ইউনিয়ন পরিষদে 'নারী ও কন্যা নির্যাতন বন্ধকরি, নতুন সমাজ নির্মাণ করি'–এই স্লোগানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। প্রধান অতিথি ছিলেন বিন্নাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম। মুখ্য আলোচক ছিলেন জেলা শাখার লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম। অন্যান্যদের মধ্যে ইউপি সদস্য শেখ ফারুক, কামাল উদ্দিন ও তৃণমূল কর্মী সপ্তমা দেবনাথ, বিলকিছ আক্তার প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

লিগ্যাল এইড কার্যক্রম পরিদর্শন: ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের লিগ্যাল এইড উপপরিষদের কর্মকর্তা সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাম লাল রাহা ও অ্যাডভোকেট ফাতেমা আক্তার কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার লিগ্যাল এইড কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় জেলা

পিরোজপুর: সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভায় বক্তব্য রখছেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার হেনা

শাখার সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কর্মকর্তাগণ লিগ্যাল এইড কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা করেন এবং পরামর্শ দেন।

তথ্যানুসন্ধান: জানুয়ারি-মার্চ মাসে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের কয়েক দল নারী ও কন্যা নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা এবং নারীর প্রতি অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণের বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে যান। তাঁরা এসব ঘটনার সরেজমিনে অনুসন্ধান করেন এবং প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পরমার্শ, সহযোগিতা প্রদান করেন এবং মীমাংসার উদ্যোগ নেন।

পিরোজপুর

সালিশ: নেশাগ্রস্ত স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও যৌতুক দাবি করার অভিযোগে একটি এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌতুক দাবি এবং তালাকের জন্য চাপ প্রয়োগের অভিযোগের ঘটনায় দুটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিতে দেনমোহর এবং খোরপোশ ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা পরিশোধ করে বিবাহবিচ্ছেদ ও স্বামী দোষ স্বীকার করে নির্যাতন না করার অঙ্গীকার করে সংসার করাতে সম্মত হয়।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা: ২২ জানুয়ারি বিকাল ৪টার পিরোজপুর জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নামাজপুর গ্রামে সদস্য মিলি আক্তারের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক লাইজু আক্তার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা, অর্থ সম্পাদক শিখা দাস, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক কানিজ ফাতেমা হাসি প্রমুখ নেত্রীগণ বক্তব্য রাখেন।

কাউন্সিলিং: ২৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কাউন্সিলিং সভা কিয়ামুদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাতোয়ারা বেগম টুলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঐ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ফিরোজা বেগম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তরুণসমাজের ভূমিকা ও সম্পৃক্ততা এবং ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে আলোচনা করেন শিক্ষক ফিরোজা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা প্রমুখ। সভায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মধুখালী

মতবিনিময় সভা: নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৯ জানুয়ারি বেলা ১১টায় কামারখালী গ্রাম শাখায় মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য কামারখালীর ইউপি চেয়ারম্যান ইরান শেখ, এজেডএম তানভীর হোসেন, মো. আতিয়ার রহমান, মো. কামাল শেখ, মো. আব্দুর রাজ্জাক শেখ, মো. ইসরাইন মোল্যা, মো. আল-আমীন, মো. কামরুল ইসলাম, মো. শোয়েব খান ও মো. মজিবর রহমান। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, ২০ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় রামদিয়া গ্রাম শাখায় শাখা সদস্য ছালেহা বেগমের সভাপতিত্বে নারী পাচার ও যৌন নিপীড়নরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমজীবী নারীদের সাথে মতবিনিময় হয়।

আলোচনা সভা: ১২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় মধুখালী পাট বাজারের এন.এস. টাওয়ার মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও যৌন হয়রানি বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকের সাথে আলোচনা সভা করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি রেহেনা আলমগীর ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, বক্তারা বলেন, কেবল শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনই যৌন হয়রানি পর্যায়ে পড়বে না। ইমেইল, এসএমএস, টেলিফোনে বিড়ম্বনা, পর্নোগ্রাফি, যে কোনো ধরনের অশালীন উক্তি, কটূক্তি, খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোও যৌন হয়রানি।

১৮ জানুয়ারি বেলা ১১টায় গাড়াখোলা

এন.এস. টাওয়ার প্রাঙ্গণে সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তৃণমূল নারীদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেত্রীবৃন্দ বলেন, যৌতুকের কারণে অনেক নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে পরিবারের সহযোগিতা, সামাজিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে নারীদের মুক্তি জরুরি।

এ ছাড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় আখচাষী ভবন প্রাঙ্গণে সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে সুশীলসমাজের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি মথুরাপুর গ্রাম শাখায় সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে আলোচনা সভা হয়। সভায় বক্তারা সিডও সনদের পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন দাবি করেন।

তৃণমূল নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা: তৃণমূল পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ ও কর্মীদের সাথে ২৪ মার্চ বৈকণ্ঠপুর গ্রাম শাখায় সহসভাপতি রেহেনা আলমগীরের সভাপতিত্বে এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি ম্যাকড়াইল এবং ১৫ মার্চ মহিষাপুর গ্রাম শাখায় সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেত্রীবৃন্দ বলেন, নারীরা ঘরে-বাইরে সব জায়গায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিশু বা নারীরা নিরাপদ নয়। স্বামীর হাতে স্ত্রী, গৃহকর্তার হাতে গৃহকর্মী, অধ্যাপকের হাতে শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ ছাড়া ঘরে বসে অনলাইনে নারীরা সাইবার বুলিং তথা অনলাইনে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। এসব থেকে মুক্তি পেতে যার যার জায়গা থেকে সবাই সচেতন হতে হবে, দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: ২১ মার্চ বিকেল ৪টায় পশ্চিম গাড়াখোলা শাখায় তৃণমূল নারীদের নিয়ে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন সভাপতি সুরাইয়া সালমা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহরিয়া। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার এবং সার্বিক সহযোগিতা করেন সদস্য রিপা সাহা, ছালেহা বেগম ও রুবিনা খন্দকার। এই প্রশিক্ষণে ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মধুখালী: প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন প্রদান করেন সদস্য রিম্পা সাহা

গাইবান্ধা

তথ্যানুসন্ধান: স্বামী নেশায় আসক্ততা, নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, সন্তানদের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব; দীর্ঘদিন ধরে তরুণীতে উত্ত্যক্ত করা এবং স্বামী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন– এই তিনটি ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনায় নেত্রীবৃন্দ স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকার সাথে দেখা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান এবং তৃতীয় ঘটনায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করলে তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

সালিশ: সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামনডাঙ্গার এ হিন্দু নারী স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন। তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমঝোতারভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে সংসার করবেন বলে সম্মত হন।

বেলাব

আইন সহায়তা কার্যক্রম: বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে জানুয়ারি থেকে মার্চ–এই তিন মাসে আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ১১টি, সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে–যৌতুকের জন্য শারীরিক মানসিক নির্যাতনের ৩টি, শারীরিক মানসিক নির্যাতনের ৪টি, খোঁজ-খবর না নেওয়া ও ভরণপোষণ না করার ২টি এবং স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ ১টি। সরাসরি অভিযোগের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান হয়েছে ২টি এবং সালিশ হয়েছে ২টি। দুটি সালিশেই স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমঝোতার ভিত্তিতে মিলেমিশে সংসার করতে সম্মত হয়েছেন।

কুড়িগ্রাম: নাজিরামিঞা পাড়া শাখায় বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা সভা উপস্থিতির একাংশ

সিলেট

উদ্বুদ্ধকরণ সভা: ২৩ জানুয়ারি বেলা ৩টায় জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে ওসমানী নগর উপজেলায় তৃণমূলের নারীদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আফরোজা বেগম। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, আন্দোলন সম্পাদক রমলা তালুকদার, সদস্য কার্যকরী কমিটি অর্পনা গুণ সেবা প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমাধিকার, নারী নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

উঠান বৈঠক: নারী আন্দোলন, সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কার্যবলি সম্পর্কে তৃণমূল নারীদের সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রাম শাখায় পাঁচটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার যুধিষ্টিপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও, ২০ মার্চ দত্তগ্রাম, ২১ মার্চ জকিগঞ্জ উপজেলার কিলোগ্রাম এবং ২৯ মার্চ বিয়ানীবাজার উপজেলার শেউলা গ্রামে এ বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

এসব বৈঠকে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনাজ চৌধুরী লাকী, আন্দোলন সম্পাদক উষা রানী মল্লিক, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রমলা তালুকদার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শ্রাবন্তী কর ইমা, কার্যকরী কমিটির সদস্য অপর্না গুণ সেবা ও জান্নাতুল আক্তার মোহনা। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে লাকী রানী দাস, কল্পনা রানী দাস, ফাতেমা বেগম, সবিতা সুত্রধর ও শিউলী বেগম।

বক্তারা বলেন, একজন নারী বিয়ের দেনমোহর পাবে। দেনমোহরের সাথে তালাকের কোনো সম্পর্ক নেই। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই দেনমোহর পাওয়া একজন বিবাহিত নারীর আইনি অধিকার।

পাঁচটি বৈঠকে শতাধিক তৃণমূল নারী উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

মতবিনিময় সভা: কুড়িগ্রাম জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদের উদ্যোগে ২৬ ফেব্রুয়ারি নিমবাগান পাড়ায় বেলা সাড়ে ৩টায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তৃণমূল নারী ও তরুণীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মালা দেব সদস্য ফাল্গুনী তরফদার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি প্রতিনিয়ত যে সহিংসতা ঘটছে তা নির্মূল করতে হলে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিবাদ করতে হবে। পরিবার থেকে সহিংসতা দূর করতে হবে। শিশু সুরক্ষা আইন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪৯ জন।

আলোচনা সভা: ৫ জানুয়ারি বিকেলে নাজিরামিঞা পাড়া শাখায় বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলার সহসভাপতি মাধুবালা দেব। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ ও সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়। বক্তারা বলেন, নারীদের নিজেদের বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: ২৯ জানুয়ারি জেলা শাখা কার্যালয়ে তরুণীদের নিয়ে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন) ২০১০ এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধের করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মালা দেব ও লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ। আরো আলোচনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়। প্রশিক্ষণার্থীরা দুটি দলে ভাগ করা হয়ে নারী নির্যাতনের ধরন এবং প্রতিকারসমূহ উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণে স্কুলের ও কলেজের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সালিশ: স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে জেলা শাখা কার্যালয়ে তিনটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব সালিশে স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও সন্দেহ না করা এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে মিলেমিশে স্বামী-স্ত্রী সংসার করতে রাজি হয়।

মাগুরা

সালিশ: বিবাহবিচ্ছেদের পর পুত্র সন্তানকে ফিরে পেতে আবেদন করেন। তাঁর

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৬ ফেব্রুয়ারি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উভয়পক্ষের সাথে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় ঐ নারী প্রতি মাসে অন্তত একবার সন্তানের সাথে সময় কাটাতে পারবেন এবং এর ক্ষেত্রে তার স্বামী কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

নারায়ণগঞ্জ

সালিশ: স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং এর জের ধরে স্ত্রী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে জেলা শাখা কার্যালয়ে একটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ স্বামী আপাতত মাসে ৪০ হাজার টাকা করে দেবে এবং পরবর্তী সালিশে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

রাজবাড়ী

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ: বাল্যবিবাহের কুফল ও শাস্তি, বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থায় বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া, যৌতুক নিরোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, যৌন নিপীড়ন ও হত্যার শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে জেলা শাখায় একটি এবং তৃণমূল শাখায় দুটি প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ জানুয়ারি জেলা কার্যালয়ের রাসসুন্দরী মিলনায়তনে, ২৯ জানুয়ারি ধুঞ্চি পাড়া এবং ২২ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ পল্লী পাড়ায় প্রশিক্ষণ তিনটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি পূর্ণিমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেহেনাজ পারভীন সালমা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা মিনি, সদস্য লাইলী নাহার ও অ্যাড. নাজমা সুলতানা। তিনটি প্রশিক্ষণে ৭৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

স্মারকলিপি প্রদান: নারী ও কন্যা নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনায় চারটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বানিবহ ইউনিয়নের বার্থা গ্রামের গৃহবধূ বিউটি খাতুন (৩০) হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে ২২ জানুয়ারি, রাজবাড়ীতে বিজয় মেলায় লটারির নামে জুয়াখেলা বন্ধের দাবিতে ২৩ জানুয়ারি, পাচুরিয়া ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামে এক তরুণীকে ধর্ষণ-চেষ্টার প্রতিবাদ ও অপরাধীর বিচারের দাবিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি এবং রাজবাড়ীতে সম্প্রতি সংঘটিত

দুটি ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে ও অপরাধীদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ২৯ মার্চ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর এসব স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মতবিনিময় সভা: বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত সমাজ গঠনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সাথে দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াছিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ও ২২ মার্চ রাজবাড়ী সরকারি আর্দশ মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে সভা দুটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সভাপতি ডা. পূর্ণিমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা জাহান মিনি, রাজবাড়ী সরকারি আর্দশ মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী সুরাইয়া জেরিন, অনন্যা আক্তার অনু ও সাদিয়া খাতুন।

বক্তারা বলেন, মেয়েরা পরিবার থেকেই বঞ্চিত হয়। পারিবারিক আইনে তাঁরা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার পায় না। নারীরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার না পাওয়ায় পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর হয়ে পড়েছে। এই বৈষম্য নিরসন না হলে নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। দুটি সভায় যথ ক্রমে ৯৩ ও ১৮১ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ী: রাসসুন্দরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্রিস্টিনা মারিও রেখা

সুনামগঞ্জ

সালিশ: বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে জানুয়ারি-মার্চ মাসে জেলা শাখার লিগ্যাল এইড উপপরিষদে সাত জন নারী সরাসরি অভিযোগ করেন। এই সকল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষকে ডেকে সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান করে দেওয়া হয়। সালিশের মাধ্যমে প্রতিটি বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ: সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার বদরপুর গ্রামে বাল্যবিবাহের আয়োজন হচ্ছে– এই সংবাদের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ জেলা প্রশাসন, জেলা মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করে এবং লিগ্যাল এইড উপপরিষদ থেকে একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

স্বরূপকাঠী

সালিশ: দাম্পত্য বিরোধের জের ধরে স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ চাইলে স্বামীর আবেদনের প্রেক্ষিতে লিগ্যাল এইড উপপরিষদ ২২ মার্চ জেলা শাখা কার্যালয়ে সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং স্বামী–স্ত্রী পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মানের ভিত্তিতে সংসার করতে সম্মত হন।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে

তরুণী সংগঠকদের নিয়ে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ

২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের উদ্যোগে এবং দিনাজপুর জেলা শাখার সমন্বয়ে দিনাজপুরের মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্রে (এম.বি.এস.কে. প্রশিক্ষণ সেন্টার) দুই দিনব্যাপী রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় তরুণী সংগঠকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মোট ১৩টি জেলা (রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা, কুড়িগ্রাম, নাটোর, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী এবং আহ্বায়ক জেলা লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) থেকে ৭০ জন তরুণী সংগঠক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা অধিকাংশই ইতঃপূর্বে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ নেননি এই ধরনের তরুণী সংগঠক।

বিভাগীয় প্রশিক্ষণে সার্টিফিকেট নিচ্ছেন অংশগ্রহণকারী একজন তরুণী

দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি। দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগমের পরিচালনায় উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কামরুল ইসলাম। উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ।

দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৫টি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে:

১. জেন্ডার ধারণা ও নারীর ক্ষমতায়ন: প্রেক্ষিত নারী
২. প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাস্তব কাজের ধারা: তরুণীদের করণীয়
৩. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে সংগঠনের কার্যক্রম
৪. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের উদ্যোগ ও সিডও সনদ
৫. সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা ও তরুণী সংগঠক

প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাহবুবা কানিজ কেয়া, অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ; রীনা আহমেদ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ; রেখা সাহা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং অ্যাড. দীপ্তি রানী সিকদার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি, কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহাবুবা খাতুন রানী, সহসভাপতি, দিনাজপুর জেলা শাখা; রওশন আরা বেগম, সহসভাপতি, দিনাজপুর জেলা শাখা; মিনতি ঘোষ, সহসভাপতি, দিনাজপুর জেলা শাখা। এ ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীরা নারী নির্যাতন ও সংগঠন বিষয়ক দুইটি দলীয় কাজ পরিচালনা করেন।

দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের তিনটি অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ১. রুবি আফরোজ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক দিনাজপুর জেলা শাখা; ২. রুবিনা আকতার, সংগঠন সম্পাদক দিনাজপুর জেলা শাখা; ৩. রাজিয়া সুলতানা পলি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক, দিনাজপুর জেলা শাখা

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ এবং দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে

কেন্দ্রীয় সংগঠকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স

সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের উদ্যোগে গত ৭ জানুয়ারি সেগুনবাগিচাস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনোয়ারা বেগম মুনিরা খান মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের জন্য এক দিনব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংগঠকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের সম্পাদক রীনা আহমেদ রিফ্রেশার্স কোর্সটি পরিচালনা করেন। দক্ষ সংগঠক প্রশিক্ষক, নতুন চিন্তা ভাবনার আলোকে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য এই প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম।

প্রশিক্ষণের আলোচ্যসূচি ছিল: ১. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পরিচালনা, ২. পুরুষতান্ত্রিকতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, ৩. প্রশ্নোত্তর পর্ব। ঢাকার ও বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৪৫ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ১টি কর্ম অধিবেশন ও অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভক্ত ছিল। পুরো প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি ছিল অংশগ্রহণমূলক এবং প্রাণবন্ত। 'পুরুষতান্ত্রিকতা ও নারীর ক্ষমতায়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণে ফ্যাসিলিটেটর ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার।

প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার

জেলা শাখায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ফরিদপুর: প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রীতিকনা রাহা

মধুখালী: ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার

মধুখালী

মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা ২ মার্চ জেলা কমিটির সংগঠকদের নিয়ে দিনব্যাপী 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালাম। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল–বাংলার নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ; সংগঠনের কার্যক্রম, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি; নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সিডও সনদ। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, সংগঠন সম্পাদক তুরিন শাহরিয়া, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার এবং সভাপতি সুরাইয়া সালাম। প্রশিক্ষণে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩০ জন।

বরিশাল

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখা জেলা সংগঠকদের নিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণে মোট ৪১ জন সংগঠক যোগদান করেন। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি নুরজাহান বেগম। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল–বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ড. মাহবুবা কানিজ কেয়া এবং সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার।

ফরিদপুর

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখা প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে জেলার সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ৫ মার্চ। এই প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল নারীর ক্ষমতায়ন এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর। প্রশিক্ষণে মোট ১৫ জন সংগঠককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

রাজশাহী

রাজশাহী জেলা শাখা গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জেলা কমিটির সংগঠকদের নিয়ে দিনব্যাপী 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে।

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল–বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংবিধান ও প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাস্তব কাজের ধারা, সিডও সনদ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সংগঠনের কার্যক্রম ও বাস্তব কাজের ধারা। জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায় একই সাথে মডারেটর এবং অন্যতম প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অন্য প্রশিক্ষকবৃন্দ হলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ এবং সংগঠন সম্পাদক আলিমা খাতুন লিমা। প্রশিক্ষণে ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

যশোর: নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিতির একাংশ

যশোর

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যশোর জেলা শাখা তৃণমূল শাখার তরুণী সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩ মার্চ সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল মোট ৪২ জন। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন মশিয়াহাটি কমিটির সভাপতি তৃপ্তি রানী বৈরাগী। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: জাতীয় সংসদ থেকে স্থানীয় সরকার ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি ও যশোর জেলা কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য এবং লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কণা।

নারায়ণগঞ্জ: নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তরুণী সংগঠকদের নিয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ

নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা তরুণী সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে ১৩ মার্চ। উক্ত প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল সিডও সনদ। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ। এই প্রশিক্ষণে ২৫ জন তরুণী অংশগ্রহণ করেন।

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১৩ মার্চ বিভিন্ন পাড়া শাখার কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল–সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য দক্ষ নেতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর মানবাধিকার ইত্যাদি। প্রশিক্ষণে মাডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। প্রশিক্ষক ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি মুক্তি চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জুলিয়া জুলকার নাইন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন পাড়া শাখার ৩০ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জেলা শাখায় পাঠচক্র

দিনাজপুর: জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাঠচক্রে আলোচনা করছেন জনৈক শিক্ষার্থী

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১০ জানুয়ারি ও ১৯ ফেব্রুয়ারি জেলা শাখা কার্যালয়ে তরুণী শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাসিক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পাঠচক্রে সুফিয়া কামালের স্মারক বক্তৃতা থেকে এবং দ্বিতীয়টিতে বেগম রোকেয়ার রচনাকৃত বই থেকে পাঠ ও আলোচনা হয়। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী, সহসভাপতি জাহানারা হোসেন, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ। পাঠ করেন তরুণী সদস্য মাহিয়া আক্তার ও নাদিয়া ইয়াছমিন প্রিয়া। দুটি পাঠচক্রে ৫৬ জন তরুণী অংশ নেন।

দিনাজপুর

দিনাজপুর জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে 'নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে আলোচনা করেন জেলা শাখার সারাধণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, সদস্য রোকসানা বিলকিস, রেহেনা বেগম, শুক্লা কুন্ডু প্রমুখ। পাঠচক্রে তরুণী সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার তরুণী সদস্যবৃন্দ পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করনে। জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ সম্পাদক রুবি আফরোজ পাঠচক্রটি সঞ্চালনা করেন।

কিশোরগঞ্জ

১২ জানুয়ারি বিকের ৪টায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে জেলা শাখা কার্যালয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রের বিষয় ছিল 'দূষণমুক্ত পরিবেশ।' পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন ও সহসভাপতি সুলতানা রাজিয়া। পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন।

বরিশাল

২৯ মার্চ বেলা ১১টায় বরিশাল জেলা শাখার প্রশিক্ষক্ষণ উপপরিষদের আয়োজনে জেলা শাখা কার্যালয়ে ছাত্রীদের নিয়ে '৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন হিরণলাল ও রানী ভট্টাচার্য্য স্মৃতি পাঠাগারের সদস্য ও শিক্ষার্থী সাইবা ইসলাম মৌমি। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা ও শিক্ষার্থী বীথি দাস। পাঠচক্রে জাফর ইকবালের লেখা 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' পাঠ করেন শিক্ষার্থী সুমাইয়া আক্তার। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনিরা আক্তার, তাহিরা, সুমাইয়া আক্তার রিয়া, জান্নাতুল ইসলাম, সুমাইয়া আক্তার, সারতী রবি দাস, সাইবা ইসলাম মৌমি, তিথি রায়, সুমাইয়া, বিথী দাস বই পড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাঠচক্রে ১০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কাউখালী

কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে জানুয়ারি-মার্চ মাসে তিনটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে ২ জানুয়ারি 'নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' বিষয়ে, ৫ ফেব্রুয়ারি 'যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে তরুণ সমাজের ভূমিকা' বিষয়ে এবং ৫ মার্চ 'মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান' বিষয়ে পাঠচক্র তিনটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রগুলোতে আলোচনা করেন তরুণী সদস্য সুস্মিতা কুন্ডু, শুক্লা দে, জিতু আক্তার, তূর্ণী সমাদ্দার, বিদ্যা ভারতী ব্রহ্মচারী, কর্মী লাবনী আক্তার ও সীমা আক্তার, নিপা হালদার, সাথী আক্তার। পাঠচক্রে তরুণীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা। পাঠচক্র আসর পরিচালনা করেন কাউখালী মহিলা কলেজের প্রভাষক কুমকুম ভট্টাচার্য্য ও তরুণী কর্মী শিউলী কর্মকার। তিনটি পাঠচক্রে ৭৫ জন অংশগ্রহণ করন।

নাটোর

কবি সুফিয়া কামালের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলন, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলনে সামাজিক শক্তির ভূমিকা বিষয়ে ৫ মার্চ

বিকেল ৪টায় নাটোর জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে জেলা শাখা কর্যালয়ে পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামা বসাক এবং পরিচালনা করেন সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন। পাঠচক্রে বিভিন্ন পাড়া কমিটির ২৭ জন তরুণী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা

'কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও প্রাসঙ্গিক নারীসমাজ' বিষয়ে ২২ জানুয়ারি বেলা ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে কবি সুফিয়া কামালের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি লেখা থেকে পাঠ করা হয় এবং এ বিষয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদসহ অন্য নেত্রীবৃন্দ এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে সুফিয়া কামাল বেশি প্রাসঙ্গিক। তাঁর সামাজিক সংগ্রাম হতে শিক্ষা নিয়ে নারীসমাজকে আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং সেই এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে সামাজিক সংগ্রাম দরকার সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কাজ করে যাচ্ছে। পাঠচক্রে ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারি ও ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় যথাক্রমে চরকমলাপুর এবং পূর্ব খাবাশপুর পাড়া শাখার সদস্যদের সাথে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। দুটি পাঠচক্রের বিষয় ছিল 'নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াতের জীবনী ও শিক্ষা এবং সমাজ ভাবনা' এবং 'মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের তাৎপর্য'। প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রীতিকণা রাহার পরিচালনায় পাঠচক্র দুটিতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায় ও আফরোজা বেগম চায়না। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত, অর্থ সম্পাদক কামরুন্নাহার পপি, পরিবেশ সম্পাদক খুশি খন্দকার এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য সুফিয়া ইয়াছমিন। উপস্থিত তরুণী সদস্যদের মধ্যে রিমি মিত্র ও অদিতি ঘোষ আলোচনা করেন। পাঠচক্রে পাড়াশাখার সদস্য, ছাত্রী ও নেত্রীসহ মোট ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা: বেগম সুফিয়া কামাল ও প্রাসঙ্গিক নারী সমাজ বিষয়ে পাঠচক্রে আলোচনা করছেন জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক লায়লা নাসরিন

পাবনা

জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসে তিনটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ২ জানুয়ারি তরুণী সংগঠকদের নিয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে আয়শা খানম স্মরণে 'আয়শা খানমের জীবনী' বিষয়ে, ২১ ফেব্রুয়ারি 'ভাষা সৈনিকদের জীবনী' বিষয়ে এবং ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'নারী দিবসের তাৎপর্য' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পাঠচক্র তিনটিতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য রেহেনা খাতুন, ফাতেমা খাতুন লতা ও ইসমো আরা। পাঠচক্রগুলোতে আলোচনা করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য সাহারা খাতুন, রুবাইয়া আক্তার, ইসমো আরা ও রীমা পারভীন। পাঠচক্রগুলো পরিচালনা করেন জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক রোজীনা আকতার। তিনটি পাঠচক্রে ৬০ জন তরুণী অংশগ্রহণ করেন।

দিনাজপুর

জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে 'নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে পাঠচক্রে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম। পাঠচক্রে অংশ নেন তরুণী সদস্য আরফিন জান্নাত (রিতু), পুজা রানী, ফারহানা রহমান, খুকি হেম্ব্রম, জেরিন রিমি, সুপ্রীতি গোস্বামী প্রিয়া ও তামান্না আকতার তনু। প্রমুখ। এ ছাড়াও লিগ্যাল এইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, সদস্য রোকসানা বিলকিস, রেহেনা বেগম, শুক্লা কুন্ডুসহ বিভিন্ন পাড়াশাখার তরুণী সদস্যসহ ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'নারীর অধিকার মানবাধিকার' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দীকি। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা শামসুন্নাহার বিউটি, জনতা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

সুনামগঞ্জ: পাঠচক্রে উপস্থিত তরুণীদের একাংশ

রংপুর: 'নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা' বিষয়ক পাঠচক্রে আলোচনা করছেনে জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারিয়া রহমান

মো. কায়সুল আজম, সহকারী শিক্ষক খন্দকার নুরজাহান প্রমুখ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা করেন দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রমিকা সরকার, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সৈয়দা হুমায়রা, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোতাসসিম বিল্লাহ। জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফাহমিনা সুলতানা তোতার সঞ্চালনায় পাঠচক্রে ৩৭ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

রংপুর জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রের বিষয় ছিল 'নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা।' পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরী। আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারিয়া রহমান। বক্তারা বলেন, প্রচীন প্রথা, আইন ও নিয়মের দোহাই দিয়ে নারীকে প্রাপ্য সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কেবল শোষণ করা হয়েছে। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পরিবার ও সমাজ গুরুত্ব দেয় না। ফলে নারীরা সবসময় অবহেলিত ও নির্যাতিত। এই নির্যাতনের কারণে নারীরা আত্মহত্যা করেন। নারীরা প্রতিনিয়ত নানাভাবে শারীরিক, মানসিক ও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হন। এগুলো মোকাবেলা ও প্রতিরোধে সচেতন হতে হবে। পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন ২০ জন।

সুনামগঞ্জ

জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে তরুণী সদস্যদের নিয়ে 'সিডও সনদ' সম্পর্কে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মুখপাত্র ত্রৈমাসিক সমাচারে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেমের লেখা 'আন্তর্জাতিক সিডও সনদ ও বাংলাদেশ' লেখাটি পাঠ করা হয়। জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরীর সভাপতিত্ব আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক সবিতা বীর প্রমুখ। পাঠচক্রে ২২ জন তরুণ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, জেলা শাখার নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন তৃণমূল নারীদের নিয়ে সংবাদপত্র পাঠের আসর অব্যাহত আছে। সপ্তাহের প্রতি বুধবার স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত এক সপ্তাহের বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠ করে শোনানো হয় এই পত্রিকা পাঠের আসরে। এ আসরের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর স্বাস্থ্য, নারীর সমঅধিকার, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে তরুণী ও তৃণমূল কর্মীরা। জানুয়ারি-মার্চ মাসে সংবাদপত্র পাঠের ১০টি আসর হয়েছে। আসরে সংবাদপত্র পাঠ করে শোনান তরুণী সদস্য সুমাইয়া জান্নাত, রিয়া তালুকদার, ঐশী বীর বর্মন, হ্যাপি চৌধুরী, শান্তা পাল প্রমুখ।

ঢাকা মহানগর

১৬ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ৩টায় ঢাকা মহানগরের প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে খিলগাঁও তিলপাপাড়া শাখায় 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ' বিষয়ে পাঠচক্র

অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন উক্ত পাড়াশাখার সভাপতি ইয়াসমিন আক্তার। আলোচনা করেন ঢাকা মহানগর শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিন ইতি, তিলপাপাড়া শাখার সহসভাপতি জাকিয়া আসমা ও সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিন কনা। পাঠচক্রের মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেসমিন আক্তার, তাসলিমা আক্তার ও রমিনা সুলতানা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পাড়াশাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রজ্ঞা লাবনী সাদিয়া। পাঠচক্রে পাড়াশাখার তরুণ সদস্যবৃন্দ ও নেত্রীবৃন্দসহ মোট ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া: জেলা শাখা কার্যালয়ে পাঠচক্রে আলোচনা করছেন জেলা কমিটির সদস্য জারীন তাসনীম

রাজবাড়ী

জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তিনটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখা কার্যালয়ের রাসসুন্দরী মিলনায়তনে জেলা শাখার সভাপতি পূর্ণিমা দত্তের সভাপতিত্বে ২১ জানুয়ারি বেলা ৩টায় 'সুফিয়া কামাল ও নারীবাদী আন্দোলন' বিষয়ে, ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টায় 'সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' বিষয়ে এবং ৫ মার্চ বিকেল ৫টায় 'সংগঠনকে সংহত করি, সংগঠকদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পেশাদারি দক্ষতা জোরদার করি' বিষয়ে পাঠচক্র তিনটি অনুষ্ঠিত হয়। এসব পাঠচক্রে আলোচনা করেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফরিদা ইয়াসমিন স্মৃতি, মহিলা পরিষদের আন্তর্জাতিক সম্পাদক দেবাহুতি চক্রবর্তী, জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হুসনে নাহিদ প্রিয়া, আন্তর্জাতিক সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারহানা জাহান মিনি, আন্দোলন সম্পাদক শায়লা তাবাসসুম নেওয়াজ, সদস্য লাইলী নাহার প্রমুখ। সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখার সঞ্চালনায় তিনটি পাঠচক্রে মোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে ২২ মার্চ বিকেল ৪টায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক। আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম, সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার প্রমুখ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলোচনা করেন জেলা শাখার তরুণী সদস্য জারীন তাসনীম। পাঠচক্রে ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী

রাজশাহী জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১৯ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় পবাপাড়া শাখায় 'ভাষা আন্দোলন' সম্পর্কে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এ পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন, সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক অনুসূয়া সরকার প্রমুখ। পাঠচক্রের মোট উপস্থিতি ছিল ১৮ জন।

স্বরূপকাঠী

'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' বিষয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি স্বরূপকাঠী সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সহসভাপতি মীরা চৌধুরী এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক সাহেলা পারভীন। বক্তারা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তারা তরুণীদের বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

কিশোরগঞ্জ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে 'দূষণমুক্ত পরিবেশ' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। পাঠচক্রে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন ও সহসভাপতি সুলতানা রাজিয়া।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

জেলা শাখার প্রশিক্ষণ উপপরিষদের উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি দ্বারিয়াপুর পাড়াশাখায় শিউলি দাসের সভাপতিত্বে একটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে মহিলা সমাচারে প্রকাশিত লেখা থেকে পাঠ করেন বৈশাখী দাস ও শ্রাবন্তী দাস।

মহান স্বাধীনতা দিবসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার ৫৩তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক খুরশীদা ইমাম, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুরসহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও, ঢাকা মহানগর শাখা ও সাভার সাংগঠনিক জেলা শাখার সংগঠকবৃন্দ একইসাথে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ, ঢাকা মহানগর ও সাভার সাংগঠনিক জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এবং মহিলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ ব্যানার প্রদর্শন করে।

জেলা শাখার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

কিশোরগঞ্জ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পন করেন সংগঠনের নেত্রী ও সদস্যবৃন্দ

রাজবাড়ী: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন

দিনাজপুর

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখা জেলা প্রশাসন চত্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান, সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক গৌরী চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শাহানাজ পারভীন, সদস্য রেহেনা বেগম, শুক্লা কুণ্ডুসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

কাউখালী

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জেলা শাখা কার্যলয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ও সকালে জেলা প্রশাসন আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

কিশোরগঞ্জ

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপপরিষদের উদ্যোগে সকাল ৭টায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পন করেন সংগঠনের নেত্রী ও সদস্যবৃন্দ।

রাজবাড়ী

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজবাড়ী জেলা শাখা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলা শাখার কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

মধুখালী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা ১৭ মার্চ মধুখালী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশিকুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. শহিদুল ইসলাম। সভার শুরুতে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

জেলা শাখায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিভিন্ন জেলা শাখা স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ৭১-এর বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলা শাখা কার্যলয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করে। এসব কর্মসূচিতে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ পাড়া শাখা ও তৃণমূল শাখার সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। যে সকল জেলা শাখা স্বাধীনতা দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতিবেদন পাঠিয়েছে সেগুলো হলো: শেরপুর, কুমারখালী, নাটোর, টঙ্গী, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, দিনাজপুর, কাউখালী, নেত্রকোণা, রাজশাহী, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, যশোর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঢাকা মহানগর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, গাইবান্ধা, বেলাব, মধুখালী, সুনামগঞ্জ, স্বরূপকাঠী, সিলেট, মুন্সিগঞ্জ, পটুয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টাঙ্গাইল।

ময়মনসিংহ

মুন্সিগঞ্জ

দিনাজপুর

রংপুর

জেলা শাখায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে প্রভাত ফেরিসহ স্থানীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে জেলা শাখাগুলো। পাশাপাশি, র‍্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। যে সকল জেলা শাখা কর্মসূচির প্রতিবেদন পাঠিয়েছে সেগুলো হলো:
দিনাজপুর, কাউখালী, নেত্রকোণা, রাজশাহী, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, যশোর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঢাকা মহানগর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, গাইবান্ধা, বেলাব, মধুখালী, সুনামগঞ্জ, স্বরূপকাঠী, সিলেট, মুন্সিগঞ্জ, পটুয়াখালী, শেরপুর, কুমারখালী, নাটোর, টঙ্গী, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টাঙ্গাইল।

গাইবান্ধা

শেরপুর

নওগাঁ

সাতক্ষীরা

জেলা শাখায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

দিনাজপুর: ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম

নাটোর

বইমেলায় অংশগ্রহণ: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২১ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কানাইখালী মাঠে ছয় দিনব্যাপী বই মেলার আয়োজন করে নাটোরের জেলা প্রশাসন। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মো. শফিকুল ইসলাম শিমুল, সভাপতিত্ব করেন নাটোরের জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ।

অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রত্না আহমেদ, পুলিশ সুপার মো. সাইফুর রহামান পিপিএ, নাটোর পৌরসভার মেয়র উমা চৌধুরী জলি, নাটোর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শরিফুল ইসলাম রমজান, জজকোর্টের পিপি অ্যাড. সিরাজুল ইসলাম। প্রতি বছরের মতো এ বছরও সাংগঠনিক প্রচারের উদ্দেশ্যে বই মেলায় একটি স্টল নেওয়াক হয়। স্টলে ত্রৈমাসিক মহিলা সমাচার, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনসহ প্রদর্শন করা হয়।

বরিশাল

হিরণ লাল ভট্টাচার্য্য ও রানী ভট্টাচার্য্য স্মরণসভা: বরিশাল জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপপরিষদ এবং হিরণ লাল ও রানী ভট্টাচার্য্য স্মৃতি পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা হিরণ লাল ভট্টাচার্য্য এবং ভাষা সৈনিক ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রানী ভট্টাচার্য্যের স্মরণে ২৩ মার্চ বিকেল সাড়ে ৪টায় জেলা শাখার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি প্রফেসর শাহ-সাজেদা। স্মৃতিচারণ করেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মলিনা মন্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক টুনু রানী কর্মকার, অবপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা প্রশান্ত সাহা, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, আইসিডিএ'র উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদ ও বানীশ্রী চক্রবর্তী প্রমুখ। সভার শুরুতে এই দুই প্রণম্য ব্যক্তিত্বের স্মরণে তাঁদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় সংগীত পরিবেশন করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক শিউলী সাহা। স্মরণ সভায় ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তীর স্বামী মহিলা পরিষদের একনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী প্রয়াত অ্যাড. শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তীর ১০ম প্রয়াণবার্ষিকীতে ১৪ জানুয়ারি সকাল ৯টায় বরিশাল মহাশ্বশানে প্রয়াতের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানকালে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও তরুণী সংগঠকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর

আনোয়ারুল ইসলাম তানুর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি: দিনাজপুর জেলা শাখার সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি আক্তার কোহিনূর ইসলামের স্বামী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, দিনাজপুর নাট্য সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলাম তানুর পঞ্চম প্রয়াণ দিবসে ২৫ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করা হয়।

আলোচনা সভা: গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ মার্চ বিকেল ৫টায় দিনাজপুর জেলা শাখা জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি মিনতি ঘোষের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, অর্থ সম্পাদক রত্না মিত্র, লিগ্যাল এইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, সদস্য রোকসানা বিলকিস, আয়শা বেগম, শুক্লা কুন্ডু, অনামিকা পান্ডে, মিনতী এক্কা, শিবানী উড়াও প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ২৫শে মার্চ ইতিহাসের এক কলঙ্কময় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালির বিরুদ্ধে গণহত্যা শুরু করেছিল। এদিন তারা রাতের আঁধারে ট্যাংক-কামান-মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির উপর। তারা ২৫ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানান। সভায় জেলা ও পাড়া শাখার কর্মী-সংগঠকসহ ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

রচনা প্রতিযোগিতা: 'ডিজিটাল বিশ্ব হোক সবার' এই স্লোগানে 'নারীর অধিকার সুরক্ষায় ও সহিংসতা মোকাবেলায় চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, বৈষম্যহীন প্রযুক্তি'–এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে জেলা শাখার উদ্যোগে ১৪ মার্চ সকাল ১১টায় নেত্রকোণা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অধাপক মতীন্দ্র সরকার, অধ্যাপক পূরবী সম্মানিত, একই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফুর হায়দার ফকির, সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আনুয়ারুল ইসলাম খান, জেলা শাখার সভাপতি রেহানা সিদ্দিকা, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা শামসুন্নাহার বিউটি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক তুহিন আক্তার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফাহমিনা সুলতানা, লিগ্যাল এইড সম্পদক মঞ্জু সরকার প্রমুখ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় নবম শ্রেণির উম্মে সাওরিয়া সাবা প্রথম, একই শ্রেণির নুসরাত জাহান রোজা দ্বিতীয় এবং দশম শ্রেণির অর্পা তালুকদার তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন। প্রতিযোগীতায় নবম ও দশম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৪৪ জন অংশগ্রহণ করেন।

বইমেলায় অংশগ্রহণ: অমর একুশের চেতানা ছড়িয়ে দিতে এবং বাংলা ভাষা ও বইয়ের অমিয় সুধা ছড়িয়ে দিতে নেত্রকোণা সাধারণ গ্রন্থাগার পর্ষদ প্রথম বারের মতো বকুলতলা মোক্তারপাড়াতে ১৬ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি সপ্তাহব্যাপী বইমেলার আয়োজন করে। মেলার প্রথম দিন বিকেল ৩টায় মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিস। প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বই মেলা প্রঙ্গণে উন্মুক্ত মঞ্চে কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নেত্রকোণা জেলা শাখা মেলায় অংশগ্রহণ করে।

নেত্রকোণা: সাধারণ গ্রন্থাগার বকুলতলায় সাত দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বইমেলায় জেলা শাখার স্টল

যশোর: আহ্সানা মুস্তারীর ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং শিখা ঘোষালের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকীতে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হচ্ছে জেলা কমিটির সহসভাপতি হামিদা বেগমকে

যশোর

স্মরণসভা, স্মারক সম্মাননা প্রদান এবং সেলাই মেশিন বিতরণ: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যশোর জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আহ্সানা মুস্তারীর ১৪তম প্রয়াণবার্ষিকী এবং সাতক্ষীরা জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক তৃষ্ণা চক্রবর্তী এবং যশোর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্যের মা শিখা ঘোষালের ৯ম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে স্মরণসভা ও সম্মননা প্রদনা অনুষ্ঠান হয় এবং এ উপলক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিরতরণ করা হয়। যশোর জেলা শাখার সহসভাপতি হামিদা বেগমকে 'আহ্সানা মুস্তারী স্মারক' প্রদান করা হয় এবং শিখা ঘোষাল স্মরণে জেলা শাখার সদস্য মনিরা বেগমকে একটি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি রোজিনা রহমানের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য, পুনশ্চ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুকুমার দাস, কাজী রবিউল হক ও আহসানা মুস্তারীর পুত্র কাজী বর্ণ উত্তম, কাজী রবিউল হক, পুত্রবধু ঝিনুক প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন

মুন্সিগঞ্জ: জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস সুলতানা বেবীর প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় জেলা শাখার নেত্রী-সংগঠকবৃন্দ

গাইবান্ধা: গণহত্যার শিকার শহিদদের স্মরণে এবং দেশের বধ্যভূমিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার দাবিতে ২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় প্রদীপ প্রজ্বালনে মহিলা পরিষদের অংশগ্রহণ

কার্যকরী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদীনা রহমান এ্যানি। এ অনুষ্ঠানে ৩২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

উদীচী হত্যাকাণ্ড স্মরণ: ৬ মার্চ বিকেল ৪টায় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যশোর জেলা সংসদের আয়োজনে টাউন হল মাঠে যশোর উদীচী হত্যাকাণ্ড দিবস স্মরণে আলোচনা সভা ও মোমবাতি প্রজ্বালন করা হয়। সভায় জেলা শাখার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য। সভার শেষে সন্ধ্যায় মোমবাতি প্রজ্বালন করে শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যশোর জেলা সংসদের সম্মেলনে বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছিল। এই বোমার আঘাতে ১০ জন মারা যায় এবং অনেক মানুষ আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে। কিন্তু প্রকৃত আসামীদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং এতোদিনেও এই মামলার কোনো বিচার হয়নি।

কুড়িগ্রাম

গণহত্যা দিবস পালন: ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবসকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, উদীচী, প্রচ্ছদ, জাতীয় সংগীত সম্মিলন পরিষদ, ললিতাকলা একাডেমি ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কুড়িগ্রামের যৌথ আয়োজনে মানববন্ধন, আলোক শিখা প্রজ্বালন, আলোচনা সভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কুড়িগ্রাম জেলা শাখা এই কর্মসূচির সাথে একাত্মতা পোষণ করেন এবং কর্মসূচিত অংশগ্রহণ করেন।

রাজবাড়ী

গণহত্যা দিবস পালন: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ রাজবাড়ী জেলা শাখা ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে রাজবাড়ী রেলগেট শহীদস্মৃতি চত্বরে মোমবাতি প্রজ্বালন করে হয় ও এক মিনিট নিরবতা পালন করে।

গাইবান্ধা

গণহত্যা দিবস পালন: গাইবান্ধা বধ্যভূমি সংরক্ষণ কমিটি ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গাইবান্ধা জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে নির্মম গণহত্যার শিকার শহিদদের স্মরণে এবং দেশের বধ্যভূমিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার দাবিতে ২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় প্রদীপ প্রজ্বালন 'আলোর মিছিল' অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গাইবান্ধা জেলার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা, সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদসহ ১৭ জন আলোর মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

মুন্সিগঞ্জ

বিলকিস সুলতানা বেবী স্মরণসভা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মুন্সিগঞ্জ জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস সুলতানা বেবীর প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৮ মার্চ মুন্সিগঞ্জ জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল সাড়ে ৪টায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেনন জেলা শাখার পরিষদের উপদেষ্টা খালেদা খানম ও রাজিয়া বেগম, সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার, জেলা শাখার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তানিয়া ইসলাম, অর্থ সম্পাদক সাদিয়া জামান প্রমুখ। সভায় জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা

২১ মার্চ বেলা সাড়ে ৩টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বৈশ্বিক স্লোগান DigitAL: Innovation and technology for gender equality-এর আলোকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনোয়ারা বেগম মুনিরা খান মিলনায়তনে 'নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে তথ্য ও প্রযুক্তির ভূমিকা' বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিক্স এবং মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. লাফিফা জামাল ও বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সামিনা চৌধুরী; সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসিসের সাবেক সভাপতি ও ডাটা সফট-এর প্রতিষ্ঠাতা এ কে মাহবুব জামান এবং নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. নোভা আহমেদ; এবং ওয়েব ডেভেলপার আ.স.ম. হাবিবুর রহমান। আলোচ্য বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তা দোলন কৃষ্ণ শীল। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের তথ্য ও প্রযুক্তি উপপরিষদ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম।

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষার্থী নাবিল, আইটি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুর রহমান, তিলপা পাড়া কমিটির সদস্য মো. ফাহিম, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী স্বর্ণ ও ইফতি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন্স সোসাইটির সহসভাপতি সানজিদা আফরিন; রিফা তাসনিয়া, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ফাহমিদা নাজনীন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইরি জামান নিশু, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষক সংগীতা আহমেদ; ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ড. সিউতি সবুর।

'জেন্ডার সমতায় তথ্যপ্রযুক্তি' বিষয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছে বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিক্স এবং মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. লাফিফা জামাল। (বাঁ থেকে) সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. নোভা আহমেদ; এবং ওয়েব ডেভেলপার আ.স.ম. হাবিবুর রহমান

আলোচনা অনুষ্ঠানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর কমিটির নেত্রীবৃন্দ. ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষার্থী, রোবোটিক্স এবং মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাকের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিক এবং সংগঠনের কর্মকর্তাসহ ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে। চাহিদার সাথে সাথে নারী আন্দোলনের স্লোগান বদলায়, করণীয় বদলায়। আজকে নারীরা এগিয়ে গেলেও অনেক সমস্যা আছে। ধর্মকে নারীর প্রতি বৈষম্যের টুলস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এ জায়গায় করণীয় আছে। নারীর আন্দোলনের মূল কেন্দ্র নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে যে অমিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, আমরা একটা প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে বসবাস করছি। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্লোগান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের জন্য একটা আহ্বান। প্রযুক্তির সংকট ও সম্ভাবনা আছে , জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে হবে, নারীকে কীভাবে প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করা যায় তা আলোচনার জন্য আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। উন্নয়নকে টেকসই করতে নারীসমাজকে সঙ্গে নিয়েই উন্নয়নের ধারায় অগ্রসর হতে হবে। আজকের দিনে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তথ্যপ্রযুক্তিকে নারীমুক্তি ও জেন্ডার সমতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ৫২.৫৮ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে যা আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১.৫ শতাংশ। উপরন্তু ৫৫.৮৯ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং তাদের বেশিরভাগই স্মার্টফোন ব্যবহার করে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের মধ্যে আমাদের দেশে স্মার্টফোন ব্যবহারের ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এ সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের ডিজিটাল অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বাড়বে। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল বিশ্বকে নারী-পুরুষ সকলের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য, সৃজনশীল, সহনশীল এবং মানবিক করে গড়ে তুলতে কয়েকটি সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়: নারীর ক্ষমতায়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এসডিজির ৫ নম্বর লক্ষ্য অর্জনে বাধাসমূহ দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; তথ্যপ্রযুক্তিতে গণনারীর সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিতের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন পরিষেবাটিকে আরও গণনারীর কাছে পৌঁছানোর জন্য কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ব্যাপক প্রচার করা; নারীবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশকে উৎসাহিত করতে সরকারকে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারনেটের দাম কমাতে হবে; তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত ডিভাইজসমূহ সহজলভ্য করতে হবে। অনলাইনে গুজব, ভুলতথ্য ও মিথ্যা এবং নারীবিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক, বাংলাদেশ ও স্বাধীনতাবিরোধীদের অপতৎপরতা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যথাযথ শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং অনলাইনে হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীরা যাতে সহজে অভিযোগ করতে পারে এবং প্রতিকার পেতে পারে, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সামিনা চৌধুরী বলেন, কোভিডকালে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে চার লক্ষ নারীকে সেবা দিতে সক্ষম হয়েছি। তরুণদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের কাজে লাগাতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিক্স এবং মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. লাফিফা জামাল বলেন, প্রযুক্তি এখন মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর বিষয় নয়। এখন ব্যবহারকারীদের প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণ বেড়েছে। বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানের মতো বিষয়ের পড়াশোনায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে তবে ছেলেমেয়েদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে এখনো পারিবারিক বৈষম্য আছে। বিজ্ঞানে বায়োলজির মতো শিক্ষায় নারীদের বেশি দেখা যায়, প্রকৌশল শিক্ষায় মেয়েদের উপস্থিতি কম। অনলাইন একসেস পাওয়ার ক্ষেত্রে জেন্ডার গ্যাপ আছে শতকরা ২৯ ভাগ। নিজেদের ভয়েজ রেইজ করতে হবে।

সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত বেসিসের সাবেক সভাপতি ও ডাটা সফট-এর প্রতিষ্ঠাতা এ কে মাহবুব জামান বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং কোভিড পরিস্থিতি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে কাজের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আগে কম থাকলেও এখন বেড়েছে।

নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. নোভা আহমেদ বলেন, এখনো তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণে মেয়েদের উপস্থিতি কম। এর কারণ সামাজিক বাধা, প্রাতিষ্ঠানিক বাধা, নীতিগত পরিবর্তনের অভাব। সাইবার অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানে থাকা জ্ঞানের ঘাটতি দূর করতে কাজ করতে হবে। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধের জন্য নিজেদেরকে সচেতনভাবে মোকাবেলা করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল ধারার সাথে যুক্ত করতে হবে।

ওয়েব ডেভেলপার আ.স.ম. হাবিবুর রহমান বলেন, আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পরিচিতির চেয়ে কাজের দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনলাইনে কাজের প্রসারের কারণে নারীদের বাইরে যাওয়ার বাধা নেই। নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ আছে কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি কম। কেন নারীরা এখানে অনাগ্রহ প্রকাশ করছেন তা আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। গণনারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোকেয়া সদনের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

৩০ জানুয়ারি বেলা ৩টায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে সংগঠনের রোকেয়া সদনের (সহিংসতা ও বঞ্চনার শিকার নারীদের আশ্রয়কেন্দ্র) ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের কর্ণধার মুনিরা ইমদাদ ও বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শাহীদা চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিপ্লবী কর্মকার, অর্পণা কর্মকার, শংকরি মিত্র এবং সাথী চক্রবর্তী। চিত্রে মহিলা পরিষদের রোকেয়া সদনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উপস্থাপন করেন আইটি অফিসার দোলন কৃষ্ণ শীল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ, সাংবাদিক ও কর্মকর্তাসহ প্রায় তাধিক উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, রোকেয়া সদনের দীর্ঘ ৩৭ বছরের পথচলায় অনেক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে এই সদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবং নির্যাতিত, বঞ্চনার শিকার এবং সহিংসতার শিকার নারীদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় দানের লক্ষ্য নিয়ে। সহিংসতার শিকার এ সকল নারী ও কন্যাদের সমাজের মূলধারায় প্রতিষ্ঠার জন্য আইনগত সহায়তা দেওয়া, শারীরিক-মানসিক সহায়তা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যা এখনো চলমান আছে। তিনি এ সময় বলেন, বর্তমানে এমন আশ্রয়কেন্দ্র থাকলেও তা সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

সদন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে রোকেয়া সদন সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয় ১৯৮৫ সালে।

রোকেয়া সদনের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় উপস্থিত (বাঁ থেকে) বিশেষ অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের কর্ণধার মুনিরা ইমদাদ, সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম ও বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শাহীদা চৌধুরী

নির্যাতিত, সহিংসতার শিকার, পরিত্যক্ত নারীদের রোকেয়া সদনের মাধ্যমে নানামুখী সহায়তা দানের মাধ্যম তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে এই সদন। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এটি। এরকম নিরাপদ বেষ্টনীর জাল আরো বিস্তৃত করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে নারী-পুরুষ সবাই মিলে যুদ্ধ করেছি। তখন ধর্মের বা লিঙ্গের প্রশ্ন আসেনি। ১৯৭৫-এর পর মৌলবাদের আলোকে দেশ পরিচালিত হয়েছে। এখন মৌলবাদের অবস্থাকে প্রতিহত করে প্রতিরোধের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। নারী নির্যাতন সারা পৃথিবীতে প্রকট আকার ধারণ করছে মৌলবাদের উত্থানের কারণে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি শিশুসদন পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি অ্যাসিডদগ্ধ নারীদের জন্য ফান্ড এবং ক্যান্সার, কিডনি, থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত নারীদের জন্য এককালীন ফান্ডের ব্যবস্থা আছে। তিনি এ সময় রোকেয়া সদনের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে সার্বিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের কর্ণধার মুনিরা ইমদাদ বলেন, তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েদের বাল্যবিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আছে। এটা আইন করে জোরালোভাবে প্রতিরোধের আহ্বান জানান তিনি।

বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শাহীদা চৌধুরী বলেন, সহিংসতার শিকার মেয়েদের মানসিক অবস্থাকে আমরা গুরুত্ব দেই না। তাঁদের মনের মধ্যে থাকা কষ্টের জন্য সারা জীবনই ভুগতে থাকে। এমন মনোভাব কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, কঠিন দিনগুলোতে রোকেয়া সদনের ভিত্তি শক্ত করতে সাহায্য করেছেন অনেক নারী। একেকটি আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার লক্ষ্য হয় ভিন্ন ধরনের। আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন কী পদ্ধতি নেওয়া যায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কী পদ্ধতি নেওয়া যায় তা আলোচনার জন্য এই সভা। ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টর কথা বলা হচ্ছে। সহিংসতার শিকার নারী যারা আছেন তাঁদের পুনর্বাসন করতে হবে, সমাজের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশে আশ্রয়কেন্দ্র যারা পরিচালনা করেন তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো সংঘবদ্ধ আইন করা হবে কি না, নীতিমালা করা হবে কি না এগুলো ভাবতে হবে। সহিংসতার শিকার নারীদের সহায়তা দানের কাজকে সেবামূলক না দেখে তাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হিসেবে দেখার আহ্বান জানান। এ সময় প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য আলাদা আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সদনের মেয়েদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শান্তা ইসলাম বলেন, রোকেয়া সদন একটি আশ্রয়কেন্দ্র একটা মমতাময়ী মায়ের আঁচলের মতো আমাদের বেঁধে রেখেছেন যেখানে দৈনন্দিন জীবনযাপনের নিয়ম, লেখাপড়া শেখানো এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য উপযোগী করে তুলতে বা স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করা হয়।

সমাজকল্যাণ

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জেলাসমূহে শীত প্রকট হওয়ায় কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, মধুখালী, সুনামগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে শীতবস্ত্রের জন্য সম্পাদক বরাবর টেলিফোনে ও চিঠির মাধ্যমে আবেদন জানানো হয়। ১ জানুয়ারি সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে আলোচনা করে উল্লিখিত জেলায় শীতবস্ত্র ও নগদ অর্থ দিয়ে (শীতবস্ত্র ক্রয়) সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। এরই ধারাবাহিকতায় পঞ্চগড়, মধুখালী ও ঠাকুরগাঁও জেলা শাখাকে শীতবস্ত্র ক্রয়ের জন্য সর্বমোট ৩০ হাজার ৬ শত টাকা প্রদান করা হয়।

কুড়িগ্রাম জেলাকে ৬০টি ডাবল পার্টের কম্বল ক্রয় করে পাঠানো হয়।

পথচলা যুব কল্যাণ সংস্থা, বরিশালকে ৯টি কম্বল দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকা মহানগর কমিটির দেওয়া বস্ত্রাদি সুনামগঞ্জে কুরিয়ার করে পাঠানো হয়।

জেলা শাখায় স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম

বেলাব: শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

পাবনা: জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

বেলাব

শীতবস্ত্র বিতরণ: বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সোনিয়া অ্যান্ড সোয়েটার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত উদ্দিন মো. কায়সার খান ১০০টি কম্বল অনুদান দেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ ১৯ জানুয়ারি দরিদ্র ও শীতার্ত নারীদের মাঝে কম্বলগুলো বিতরণ করেন। কম্বল বিতরণকালে বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন, চর উজিলাব ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আক্তারোজ্জামান, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী জাহানুল হক বাবুল, বারৈচা ৯নং ওয়ার্ডের মেম্বার আলমগীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা

শীতবস্ত্র বিতরণ: পাবনা জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাই উপপরিষদের উদ্যোগে ৪ জানুয়ারি রাধানগর পাওয়ারহাউজ পাড়ায় ১০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি করুণা নাসরিন, সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি, অর্থ সম্পাদক রেহানা করিম, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাবিয়া খাতুন এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য মাইমুনা আক্তার প্রমুখ।

রংপুর

চক্ষুসেবা ক্যাম্প: রংপুর জেলা শাখার সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে এবং কমিউনিটি চক্ষু হাসপাতাল রংপুরের সহযোগিতায় ৭ জানুয়ারি পায়রাবন্দ শাখায় সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিনামূল্যে চক্ষু সেবা দেওয়া হয়। রংপুর কমিউনিটি চক্ষু হাসপালের একজন ডাক্তার, দুইজন সহকারী ও ১জন কর্মকর্তা এই ক্যাম্প পরিচালনা করেন। মহিলা পরিষদ পায়রাবন্দ শাখার সদস্য এবং স্থানীয় লোকজনসহ ১ শত ৫০জনকে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা দেয়া হয়, এরমধ্যে ১৭ জনের চোখের অপারেশন করা হয়। চিকিৎসা ছাড়াও এই ক্যাম্পে বিনামূল্যে ঔষধ ও যাদের চশমা প্রয়োজন তাদের চশমা দেয়া হয়।

বরিশাল

শীতবস্ত্র বিতরণ: বরিশাল জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সংগঠনের শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেনস্থ কার্যালয়ে ৪ জানুয়ারি সকাল ১১টায় বিভিন্ন পাড়া শাখার শীতার্ত সদস্যদের মধ্যে ৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বলগুলো বিতরণ করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, আন্দোলন সম্পাদক সুরুচি

পিরোজপুর: শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করছেনে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

রাজশাহী: সংগঠনের সদস্য ও সহায়হীন শীর্তাত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কর্মকার, জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনা প্রমুখ।

পিরোজপুর

শীতবস্ত্র বিতরণ: পিরোজপুর জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১৬ জানুয়ারি শীতার্ত মানুষের মধ্যে ১০০টি কম্বল বিতরণ করাক হয়। কম্বল বিতরষকালে সহসভাপতি খায়জুরান দিরোজ, সাধারণ সম্পাদক সালমা রহমান হ্যাপী, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক মিনারা বেগম, অর্থ সম্পাদক শিখা দাস, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক কল্পনা মজুমদার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক প্রতিমা গুহ প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর

শীতবস্ত্র বিতরণ: দিনাজপুর জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে ৫ জানুয়ারি সকাল ১১টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সহায়হীন শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বলগুলো বিতরণ করেন জেলা শাখার সহসভাপতি মাহাবুবা খাতুন ও মিনতি ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম, লিগ্যাল এইড সম্পাদ জিন্নুরাইন পারু প্রমুখ।

রাজশাহী

শীতবস্ত্র বিতরণ: নগরমাতা বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেনীর সহায়তায় জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি রাজশাহী নগরীর কুমার পাড়া, সাগরপাড়া, মিয়াপাড়া, মুন্সিডাঙ্গা, উপশহর, লিচুবাগান, ষষ্ঠিতলা ও শিরইল, ১৮ জানুয়ারি নবগঙ্গা গ্রাম শাখায়, ২২ জানুয়ারি গোদাগাড়ীর বসন্তপুর গ্রাম শাখা এবং ২৫ জানুয়ারি বড়গাছি ইউনিয়ন শাখায় মোট ২০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সব এলাকায় সংগঠনের সদস্য ও সহায়হীন শীতার্ত মানুষের কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়, সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, সহসাধারণ সম্পাদক নিলুফার আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শিখা রায়, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক আফরোজা খান হেলেন, সদস্য নুরুন্নাহার পারভীন ও শাহনাজ পারভীন।

যশোর

শীতবস্ত্র বিতরণ: যশোর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সংগঠনের তৃণমূলের বিভিন্ন শাখার দরিদ্র ও শীতার্ত সদস্যদের মাঝে ২০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। ২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে কম্বলগুলো বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সভাপতি আফরোজা শিরিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদীনা রহমান এ্যানি, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কনা, আন্দোলন সম্পাদক উম্মে কুলসুম আলো, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুফিয়া বেগম ও সদস্য খুরশীদা জাহান খাঁন প্রমুখ। বক্তারা সবসময় বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গিকার করেন।

কিশোরগঞ্জ

আর্থিক সহায়তা: সংগঠনের সদস্য গৌরাঙ্গবাজার পাড়া শাখার একজন সংগঠকের স্বামী বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোক গমণ করেন। শোকবিহ্বল ও দরিদ্র এই পরিবারকে জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে নেত্রীবৃন্দের অনুদানে ৩ হাজার টাকা নগদ অর্থ সহযোগিতা করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ: বর্তমানে মানবেতর অবস্থায় জীবনযাপনরত একজন অসুস্থ নারী মুক্তিযোদ্ধাকে ১০ জানুয়ারি শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, ২৬ জানুয়ারি জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের আর্থিক সহায়তায় রাকুয়াইল এলাকার ৩০ জন দরিদ্র অসহায় নারীর মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। এসময় জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদা ইয়াছমিন ও রাকুয়াইল শাখার সভাপতি তপতী ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ: শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

যশোর: জেলা শাখা কার্যালয়ে তৃণমূল নারীদের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কুড়িগ্রাম

শীতবস্ত্র বিতরণ: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে প্রাপ্ত ৬০টি কম্বল এবং কুড়িগ্রাম জেলার অর্থায়নে ৪০টিসহ মোট ১০০টি কম্বল স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি ১০০টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি মাধুবালা দেব, সহসভাপতি জাহানারা হোসেন ও সহসভাপতি মুক্তি চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়, অর্থ সম্পাদক অপর্ণা দে, সংগঠন সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মালা দেব, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সম্পাদক জুলিয়া জুলকার নাইন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক ঝুমা ঘোস, পরিবেশ সম্পাদক চন্দনা দেব প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত থেকে কম্বলগুলো বিতরণ করেন।

মাগুরা

শীতবস্ত্র বিতরণ: ২ জানুয়ারি জেলা শাখা কার্যালয়ে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করে জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত, জেলা শাখা সভাপতি মমতাজ বেগম, সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার, লিগ্যাল এইড খালেদা হাশিম, সহসভাপতি কাজী লাবনী জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার বকুল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক কৃষ্ণা সরকার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক লিপি জোয়ার্দার, পরিবেশ সম্পাদক কাজি মাহফুজা খানম, আন্দোলন সম্পাদক রেহেনা পারভিনসহ জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ প্রত্যেক পাড়া শাখার দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ১৫০টি কম্বল বিতরণ করেন।

ঢাকা মহানগর

শীতবস্ত্র বিতরণ: ২৪ জানুয়ারি ঢাকা মহানগর শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে মহানগরের ওয়ারী দলিত পাড়া, শাহজাহানপুর, খিলগাঁও তিলপাপাড়া, জুরাইন, গোড়ান, আহম্মেদনগর পাইকপাড়া, কল্যাণপুর পাইকপাড়া, মুরাদপুর, বুয়েট, উত্তরা, উত্তরখান ও সেগুনবাগিচা–এই ১২টি পাড়ায় পাড়া শাখার সদস্যদের মধ্যে ১৮৫টি

নারায়ণগঞ্জ: শীতার্ত দরিদ্র সদস্যদের মাঝে জেলা নেত্রীবৃন্দের কম্বল বিতরণ

ঢাকা মহানগর: সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত নেত্রীবৃন্দের একাংশ

কম্বল বিতরণ করা হয়। এই ১৮৫টি কম্বলের মধ্যে ঢাকা মাহনগর শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধরের সহযোগিতায় ১০০টি, কাল্যাণপুর পাইকপাড়া শাখার সদস্যদের সহযোগিতায় ৫০টি এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় বাকি ৩৫টি ক্রয় করা হয়। ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি মাহাতাবুন নেসা, সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর, সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শাহেদা আক্তার পলি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য্য, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক রেবা নার্গিস, লিগ্যাল এইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন, আন্দোলন সম্পাদক জুয়েলা জেবুননেসা খান প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ এ কম্বলগুলো বিতরণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ

শীতবস্ত্র বিতরণ: ৩১ জানুয়ারি বিকেল ৫টায় নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক ও জেলা শাখার সহসভাপতি রীনা আহমেদের ছেলে জুলকার আহমেদ কারমালের সৌজন্যে সংগঠনের অসহায় দরিদ্র ও শীতার্ত সদস্যদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। কুমুদিনী বাগান, ভূইয়ারবাগ, দেওভোগ, আল-আমিননগর, চাষাড়া, গলাচিপা, আমলাপাড়া, নন্দীপাড়া ও বন্দর এলাকার এসব কম্বল বিতরণ করেন জেলার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক ও জেলা শাখার সহসভাপতি রীনা আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন, সংগঠন সম্পাদক প্রীতি কনা দাস, লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক শোভা সাহা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রোজী আবেদীন প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ।

রাজবাড়ী

শীতবস্ত্র বিতরণ: ১২ জানুয়ারি সকাল ১১টায় জেলা শাখা ২০টি পাড়া শাখার ৫০ জন সদস্যদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ করেন জেলা শাখার পূর্ণিমা দত্ত, সহসভাপতি শাহিনা সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক ক্রিষ্টিনা মারিও রেখা, সহসাধারণ সম্পাদক কানিজ ফাতেমা চৈতী, অর্থ সম্পাদক শাশ্বতী চক্রবর্তী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নমিতা দাস, সদস্য লাইলী নাহার, নাজমা সুলতানা প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ।

আর্থিক সহায়তা দান: রাজবাড়ী জেলার নিউ কলোনী আমিনপাড়া বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে আটটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৫ মার্চ জেলা শাখার পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নগদ অর্থ সহায়তা করা হয়।

আলোচনা সভা: জরায়ু ও ডিম্বাশয় ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৪ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১১টায় শের-ই-বাংলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এই বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী ও সভাপতি ডা. পূর্ণিমা দত্ত।

মধুখালী

শীতবস্ত্র বিতরণ: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির আর্থিক সহায়তায় ২৩টি

কম্বল ক্রয় করা হয়। ১৫ জানুয়ারি সংগঠনের তৃণমূল গরীব সদস্য এবং ছিন্নমূল মানুষের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ করেন মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালাম, সহসভাপতি খুকু বেগম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহরিয়া, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, সদস্য খুরশিদা আনোয়ার, রুবিনা খন্দকার, সালেহা বেগম প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ

শীতবস্ত্র বিতরণ: সুনামগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ২৪ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩টায় ষোলঘর পাড়া শাখায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী, লিগ্যাল এইড সম্পাদক রাশিদা আক্তার, প্রচার- প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মীনা পাল উপস্থিত ছিলেন।

স্বরূপকাঠী

শীতবস্ত্র বিতরণ: স্বরূপকাঠী সাংগঠনিক জেলা শাখার পক্ষথেকে ৭ জানুয়ারি ৪০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে ৪০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বলগুলো তুলে দেন স্বরূপকাঠী সাংগঠনকি জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহান, সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান, সদস্য বিউটি মিত্র, ড. শিবানী সাহাসহ আরো অনেকে।

সিলেট

শীতবস্ত্র বিতরণ: জেলা শাখার পক্ষ থেকে ২৯ জানুয়ারি সিলেট কেওয়াছড়া চা বাগানে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, আন্দোলন সম্পাদক রমলা তালুকদার, জেলা কার্যকরী সদস্য অপর্না গুণ সেবা, সদস্য শ্রাবন্তী কর ইমা প্রমুখ।

ফরিদপুর

শীতবস্ত্র বিতরণ: জেলা শাখার উদ্যোগে ২২ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে দরিদ্র ও সহায়হীন মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সিলেট: ৩৩ কেওয়াছড়া চাবাগানে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুলসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

চট্টগ্রাম: খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করছেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবিরসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

চট্টগ্রাম

খাদ্যসামগ্রী বিতরণ: রমজান মাস এবং আসন্ন ঈদুল ফিতর সামনে রেখে জেলা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ উপপরিষদের উদ্যোগে ১১ ফেব্রুয়ারি পাথরঘাটা শাখায়, ২০ মার্চ বাগমনিরাম শাখায় এবং ২১ মার্চ কুসুমবাগ এলাকায় ৫০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫কেজি চাল, ১ লিটার ভোজ্য তেল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি মসুর ডাল, ১ কেজি লবণ ও ১ কেজি পিয়াঁজ অথবা ৫ কেজি চাল, ১ লিটার তেল, ২ কেজি চিনি, ১ কেজি ছোলা, আধা কেজি লবণ, ১ কেজি বেসন ও ২ কেজি পেয়াঁজ। খাদ্যসামগ্রীগুলো বিতরণ করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির, সহসভাপতি শেলী দে ও নূরী আসমা, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পাল, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, আন্দোলন সম্পাদক জেসিন্তা ডায়েস, ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড সম্পাদক রীতা সাহা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া প্রমুখ।

জেলা শাখায় পরিবেশ কার্যক্রম

কিশোরগঞ্জ

মতবিনিময় সভা: কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার পরিবেশ উপপরিষদের উদ্যোগে ২৫ জানুয়ারি বিকেল ৩টায় কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পরিবেশ দূষণ ও এর প্রতিকার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে জেলা শাখার একটি প্রতিনিধি দল পৌরসভার মেয়র মাহমুদ পারভেজের সাথে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, সহসাধারণ সম্পাদক বিলকিছ বেগম, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদা ইয়াছমিন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক তানজিনা হোসেন। এ সময় কাউন্সিলর হাসিনা হায়দার চামেলীও উপস্থিত ছিলেন।

শোভাযাত্রা ও মানববন্ধন: কিশোরগঞ্জের পরিবেশ সুরক্ষার দাবিতে ২৩ মার্চ সকাল ১০টায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম চত্বরে পরিবেশ উপপরিষদের উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। সংহতি প্রকাশ করেন বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্রী পার্টির জেলা সভাপতি অ্যাড. ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন, ডা. হোসনা বেগম, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাছুমা আক্তার, পৌর কাউন্সিলর হাসিনা হায়দার চামেলী ও গণমাধ্যমকর্মী নূর মোহাম্মদ। সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সভাপতি সুলতানা রাজিয়া, সাধারণ সম্পাদক অতিয়া হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদা ইয়াছমিন, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন পরিবেশ সম্পাদক বনশ্রী সরকার।

নেটওয়ার্কিং

(জানুয়ারি–মার্চ ২০২৩)

তারিখ	বিষয়	আয়োজক	প্রতিনিধিত্বকারী
১ জানুয়ারি '২৩	বিবাহ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে হিন্দু নারীর অধিকার ও করণীয় বিষয়ে অনলাইন সভা	আইন ও সালিশ কেন্দ্র	অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রাম লাল রাহা, সিনিয়র আইনজীবী
৫ জানুয়ারি '২৩	What are the Situtations of Adolesent Girls in Reaching their Protential: Opportunities and Challenges- গোল টেবিল আলোচনা সভা	কেয়ার বাংলাদেশ	অ্যাড. ফাতেমা খাতুন, আইনজীবী
১০ জানুয়ারি '২৩	ইউপিআর রিপোর্টের প্রথম খসড়া নিয়ে সদস্যদের পরামর্শ	মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ (HRFB)-এর সেক্রেটারিয়েট আইন ও সালিশ কেন্দ্র	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিপ্তী রানী সিকদার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি
১০ জানুয়ারি '২৩	নারীর প্রতি সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন বিষয়ে গবেষণা প্রতিবেদনের উপর সভা	ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি), ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি	রেখা সাহা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. রাম লাল রাহা, সিনিয়র আইনজীবী
১০ জানুয়ারি '২৩	পরিবেশ সম্মেলন ও সমাবেশ	বাপা	ড. বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ, সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি
১৫ জানুয়ারি '২৩	স্টিয়ারিং কমিটির ২৪তম সভা, উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার	ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ঢাকা	অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ফাতেমা খাতুন, আইনজীবী
২৮ জানুয়ারি '২৩	বিবাহ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে হিন্দু নারীর অধিকার ও করণীয় বিষয়ে অনলাইন সভা	আইন ও সালিশ কেন্দ্র	অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, যুগ্ম, সাধারণ সম্পাদক ও অ্যাড. রাম লাল রাহা, সিনিয়র আইনজীবী

১০–১১ ফেব্রুয়ারি ’২৩	ব্র্যাক হোপ ফেস্টিভ্যাল	ব্র্যাক	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক রেখা সাহা, লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাড. দিপ্তী রানী সিকদার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল এডভোকেসি ও লবি সিননো মে মারমা, জুরিয়র আইনজীবী
১৫ ফেব্রুয়ারি ’২৩	নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রতিরোধ সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সভা	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	অ্যাড. দিপ্তী রানী সিকদার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল এডভোকেসি ও লবি
২০ ফেব্রুয়ারি ’২৩		পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
২৩ ফেব্রুয়ারি ’২৩	যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা	আইন ও সালিশ কেন্দ	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রাম লাল রাহা, সিনিয়র আইনজীবী
২৭ ফেব্রুয়ারি ’২৩	নারীর প্রতি অনলাইনভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ প্ল্যাটফরমের সাধারণ সভা	ব্লাস্ট	সৌমিক শরিফ শাওন, জুনিয়র আইনজীবী
৭ মার্চ ’২৩	আহমাদিয়া মুসলিম জামাত হেড অফিস পরিদর্শন এবং পঞ্চগড়ে আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনায় সমবেদনা জানানো	হিউম্যান রাইটস ফোরাম অব বাংলাদেশ (HRFB)	অ্যাড. দিপ্তী রানী সিকদার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল এডভোকেসি ও লবি সৌমিক শরিফ শাওন, জুনিয়র আইনজীবী
১৫ মার্চ ’২৩	Gender-based atrocity crime prevention in Bangladesh-বিষয়ক আলোচনা সভা	রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিব)	রীনা আহমেদ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক
১৬ মার্চ ’২৩	অভিবাসী নারীদের ক্ষমতায়ন: নীতি সমুহের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র (বিএনএসকে)	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক (সম্মানিত অতিথি হিসেবে) অ্যাড. দিপ্তী রানী সিকদার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল এডভোকেসি ও লবি
১৯ মার্চ ’২৩	‘নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা: বাস্তবায়নে করনীয়’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)	্যাড. দিপ্তী রানী সিকদার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লিগ্যাল এডভোকেসি ও লবি
২০ মার্চ ’২৩	ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গোল টেবিল বৈঠক	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক
২০ মার্চ ’২৩	Nordic Reception	Nordic Embassy	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক
২২ মার্চ ’২৩	প্রয়াত যুগ্মসচিব রাখী দাশ পুরকায়স্থ স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন	রাখী দাশ পুরকায়স্থে পরিবার	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি(সম্মানিত অতিথি হিসেবে) এবং সম্পাদকবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ
২৯ মার্চ ’২৩	Status of Initiatives and Action by Govt. tor ratification of ILO 190		ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি

প্রস্তুতকারী: *জনা গোস্বামী, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ও লবি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ*

কৃতী নারী

বেবি হালদার: অনুপ্রেরণাদায়ী এক লেখক

বেবি হালদার

একজন অসাধারণ সংগ্রামী, পরিশ্রমী, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিস্ময়কর লেখক বেবি হালদার। মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও তাঁর লেখা পড়ে তা বোঝবার জো নেই। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আলো আঁধারি' ইতোমধ্যে ২১টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি স্থান পেয়েছেন বিশ্বসাহিত্য সভায়।

বেবি হালদারের জন্ম ভারতের কাশ্মীরে ১৯৭৩ সালে। চার বছর বয়সে মুর্শিদাবাদে থাকাকালে তার বাবার মাদকাশক্তির কারণে মা তাদের ছেড়ে চলে যান। বাবা ও সৎ মায়ের কাছে বেড়ে ওঠেন তিনি। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাকে বিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৩ বছর বয়সে প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। ১৪ বছরের বড় স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে এক পর্যায়ে তিন সন্তানকে নিয়ে দিল্লীতে পালিয়ে যান। দিল্লীতে ঝিয়ের কাজ নেন তিনি। সেখানেও গৃহস্থের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন।

পথপরিক্রমায় একদিন পরিচয় হয় নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রবোধ কুমারের সঙ্গে এবং তার বাড়িই হয় বেবির আশ্রয়স্থল। বই এবং পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে একদিন তিনি গৃহকর্মীর হাতে একটি খাতা ও কলম দিয়ে বললেন, 'মন চাইলে তুমিও এমন বই লিখতে পারো। তোমার জীবনে যত যা-ই ঘটেছে, নির্দ্বিধায় লিখে ফেলো।'

বেবির লেখা পড়ে অধ্যাপক হতবাক হলেন। মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করা একজন নারী এত সাবলীল ভাষায় লিখতে পারেন, ভাবাই যায় না। এরপর বেবি হালদারের বাংলায় লেখা আত্মজীবনী অধ্যাপক নিজেই হিন্দীতে অনুবাদ করেন এবং ২০০২ সালে প্রকাশিত হলো বেবির প্রথম বই 'আলো আঁধারি'। বইটি 'বেস্ট সেলার'র মর্যাদা পেলো। কেবল ভারতে নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহিত্যামোদিরা বেবি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এক সময়ের গৃহকর্মী এখন লেখক হিসাবে বিভিন্ন সাহিত্য সভার প্রধান আলোচনার বিষয়।

বেবি মনে করেন, 'লেখার কোনো বয়স নেই, সময়সীমা নেই। ভালো লেখা যেকোনো সময় শুরু করা যায়।'

আনা ফ্রেবেল: সবচেয়ে পুরোনো নক্ষত্রটি আবিষ্কার করেছেন

আনা ফ্রেবেল

পাঁচ বছর আগে আনা ফ্রেবেল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীনতম নক্ষত্রটি খুঁজে বের করেন। তখন অবশ্য এই তরুণী কল্পনাই করতে পারেননি বিশাল টেলিস্কোপ নিয়ে কাজ করার জন্য সারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে হবে তাঁকে। বক্তৃতা, আর্টিকেল–এসব লেখালিখির কাজেও সময় দিতে হবে অনেকটা। আনা বলেন, 'বিজ্ঞান আমাকে আনন্দ দেয়, অন্যদেরও আনন্দ দেয়া, আকৃষ্ট করার সুযোগ থাকে এতে।'

ত্রিশ বছর বয়সী এই তরুণী পদার্থবিজ্ঞান জগতের এক তারকায় পরিণত হয়েছেন। জার্মানির ফ্রাইবুর্গ শহরে পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স করার পর অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট স্ট্রোম্লো অবসারভেটরি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। অ্যামেরিকার টেক্সাস ও পরে হার্ভার্ডে পোস্ট ডক্টরেট গবেষণা করেন। তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। এখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টারে গবেষণারত।

তরুণ নারী বিজ্ঞানীদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আনা। জার্মানিতে পদার্থবিজ্ঞানকে যারা পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সাত জনে মাত্র একজন নারী। অল্পবয়সী নারীদের তো বেশ হেয় চোখে দেখা হয় এক্ষেত্রে। আনা নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, 'অনেকে মনে করেন, ও আবার কী চায়? ও তো কিছুই পারবে না। ও তো খুব ছোট। আমি খুব অল্প বয়সেই ডক্টরেট করেছি। আকর্ষণীয় নক্ষত্র আবিষ্কার করেছি। অনেকে মনে করেন এত কম বয়সে এটা কী সম্ভব?' উত্তরে বলতে পারি, 'হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব।'

—জুয়েলা জেবুননেসা খান

বই/পুস্তকাদি

নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (১৯৮৩)
নারী জাগরণ ও মুক্তি (১৯৮৬)
নারীর আইনগত অধিকার ও সহায়তা
মুক্তিযুদ্ধদিনের স্মৃতি ১ম খন্ড (২০০১)
ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (১৯৯৩)
বেগম রোকেয়া স্মরণিকা ১৯৭৯
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার : ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহে এক অমিততেজী যোদ্ধা প্রথম শহীদ নারী (১৯৯৫)
মনোরমা বসু (মাসিমা): মানবদরদী আদর্শ সংগ্রামী নারী (১৯৯৫)
চিরঞ্জীব সুফিয়া কামাল (মহিলা সমাচার, বিশেষ সংখ্যা-এপ্রিল, ২০০০)
বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও আইন সংস্কার (১৯৯২)
Women Rights, Law Reformation and Uniform Family Code (1993)
Endangered Humanity (2002)
Status of Women in Bangladesh (1992)
Teenagers and Forced for Flash Trade (1998)
Rokeya Sadan: Rehabilitation Center (2002)
Annual Report 2004, 2005, 2007, 2008
Process of Empowerment 2006
দেহব্যবসায়-বাধ্য কিশোরীরা
মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের কর্মসংস্থান ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত-অবৈতনিক নারী শিক্ষা (১৯৯২)
ফতোয়ার বলী ছাতকছড়ার নূরজাহান (১৯৯৭)
পাকিস্তানে বাংলাদেশের নারী পাচার (১৯৯১)
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য (১৯৮৩)
সৃজনী (উন্নয়ন ও প্রকল্প কার্যক্রম, ২০০৬)
মৌলবাদ মানবাধিকারের অন্তরায় (২০০৬)
ধর্ষণচিত্র ২০০০-'০৪ (২০০৬)
ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (২০০৬)
আলোর পথযাত্রী (২০১০)
কলতান (২০১০)
বাংলাদেশে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি গবেষণা প্রতিবেদন ২০১২
মহিলা পরিষদ জার্নাল (২০১৩)

বিশেষ প্রকাশনা

জাতির বিবেক কবি: সুফিয়া কামালের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৯৯৯)
মহিলা পরিষদের পুনর্বাসন কেন্দ্র : রোকেয়া সদন (১৯৯৭)
সিডও কমিটির ৩১তম অধিবেশনের সমাপনী মন্তব্য (২০০৪)
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০০৮
একাদশ জাতীয় সম্মেলনের কমিশনভিত্তিক আলোচনা, ২০০৮ [প্রকাশকাল ২০০৯]
দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনের কমিশনভিত্তিক আলোচনা প্রতিবেদন, ২০১৩ [প্রকাশকাল ২০১৪]

এছাড়া নিয়মিত প্রকাশনা সংগঠনের মুখপত্র : মহিলা সমাচার

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

Sweden
Sverige

সুফিয়া কামাল ভবন
১০/বি/১ সেগুনবাগিচা ঢাকা-১০০০, ফোন +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪; ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৩৫২৯
ই-মেইল: info@mahilaparishad.org, ওয়েব: www.mahilaparishad.org